উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৫,২৬৫.৩২ (+১৫৮.৫১)
নিফটি : ২৬,০৩৩.৭৫ (+৪৭.৭৫)

বিএলও'র মৃত্যু, সুপ্রিম নিশানায় রাজ্য
এসআইআর-এর কাজের চাপে দেশজুড়ে বিএলও-দের মৃত্যুমিছিল কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত। » ১০

ডুপ্লিকেট ভোটার ধরতে ফাঁদ
রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ডুপ্লিকেট ভোটার ছেঁটে ফেলতে বিশেষ প্রযুক্তি কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিল কমিশন। এরাজ্যেই প্রথম এমন উদ্যোগ। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
২৭° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন

গম্ভীর, কোহলির প্রতি কৃতজ্ঞ রুতুরাজ » ১১

১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 5 December 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 196

অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির সিদ্ধান্ত খারিজ

উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বহাল থাকায় স্বস্তির ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে মুখ পুড়ল রাজ্য সরকারের। উচ্চপ্রাথমিকের নিয়োগে রাজ্যের অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

আদালতের মত

- মৃত প্যানেলকে ইনজেকশন দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে
- মেয়াদ উত্তীর্ণ একটি প্যানেলের ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা যায় না
- মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগও করা যায় না
- রাজ্য সরকার ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইনের যুক্তি খাড়া করে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করলেও এই সিদ্ধান্ত একতরফা ও বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘনকারী

শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিষয়ে ওয়েটিং লিস্ট থেকে নিয়োগ করতে চেয়ে ১৬০০ সুপার নিউমেরারি পদ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু রায় ওই সিদ্ধান্ত বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন। এই মামলারই বাকি বিষয়ের শুনানি আগামী জানুয়ারি মাসে হবে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, '২০১৯ সালে প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর ২০২২ সালে এই অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হয়েছিল, যা বৈধ নয়। বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনায় রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক ও নিয়ম লঙ্ঘনকারী।'

বিচারপতির মন্তব্য, 'মৃত প্যানেলকে ইনজেকশন দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে।' যদিও একক বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী বলছেন, 'এদের ধর্না মঞ্চে গিয়ে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যরা আশ্বাস দিয়েছিলেন। এখন বিরোধিতা করছেন। বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীনও অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হত।' বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার খোঁচা, 'আমরা জানতাম, আদালত এটা বাতিল করবে। অতিরিক্ত শূন্যপদ সৃষ্টি করে দলের কর্মীদের নিয়োগের চক্রান্ত আদালত বাতিল করায় আমরা খুশি।'

২০১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর সরকার স্বীকৃত, সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সেইসঙ্গে ২০২২ সালের ১৯ মে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে অসফল চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। তাদের অভিযোগ, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হোক। এদিকে, স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে ওই বছরেরই ১৪ অক্টোবর কাউন্সেলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। দুটি বিজ্ঞপ্তিই এদিন খারিজ করেছেন বিচারপতি।

এরপর আটের পাতায়

ওয়েলকাম সাথি ফ্রেন্ড

বিমানবন্দর থেকে নিজের গাড়িতে চাপিয়ে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিনকে নিজের বাসভবনে নিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লিতে।

এডিশন স্পেশাল

শয়ে-শয়ে বিমান বাতিলে নাভিশ্বাস যাত্রীদের
» দশের পাতায়

ডব্লিউপিএলের প্রস্তুতি শুরু রিচার
» বারোর পাতায়

সাসপেন্ড হুমায়ুন কবীর

মুখ্যমন্ত্রীকে আরএসএস মার্কা বলে কটাক্ষ

পরাগ মজুমদার ও নয়নিকা নিয়োগী

ভরতপুর ও কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহরমপুরের জনসভায় এসে ভরতপুরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন কবীর জানতে পারলেন, দল তাঁকে সাসপেন্ড করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে 'দলবিরোধী কাজ ও ধর্ম নিয়ে রাজনীতি'-র অভিযোগে মেয়র ফিরহাদ হাকিম হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করলেন। রাগে গড়গড় করতে করতে সভা থেকে বেরিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মুসলিম বিরোধী' বলে দেগে দিয়ে হুমায়ুনের কটাক্ষ, 'এরকম আরএসএস মার্কা মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তে সরাসরি বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হলে আমি তাঁকে স্বাগত জানাব। দুর্গাপুজোয় অনুদান দেওয়ার সঙ্গে

মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন হুমায়ুন কবীর।

জগন্নাথধাম তৈরি করে মুসলমানদের ইমান নষ্ট করার জন্য বাড়ি বাড়ি প্রসাদ বিতরণের মতো ঘটনা কতদিন মুখ্যমন্ত্রী চালান আমিও দেখব।' ৬ ডিসেম্বর সংহতি দিবসে বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাসে কোনওরকমভাবে বাধা দিয়েও কোনও লাভ নেই বলে হুমায়ুন স্পষ্ট করেছেন। তাঁর ঘোষণা, শুক্রবার বা সোমবারই দল থেকে ইস্তফা দিয়ে চলতি মাসের ২২ তারিখ তিনি নিজের দলের সূচনা করবেন।

এর আগে বহরমপুরের সভায় হুমায়ুনের উদ্দেশ্যে রীতিমতো তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সব ধর্মেই কুলাঙ্গার থাকে, গদ্দার থাকে। বিজেপি এদের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে যোগাযোগ রাখে। টাকা দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ফান্ডিং করায়। তা হবে না। নির্বাচনের আগে টাকা খেয়ে কেউ কেউ সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করে, এরা দেশের শত্রু। পচা শামুকদের সরিয়ে দেবেন। একটা ধান পচে গেলে সরিয়ে দিতে হয়, নাহলে সব ধান পচে যায়। কিছু পোকামাকড় থাকবেই, কিন্তু এদের আমরা সরিয়ে দিই। তেমনই এদেরও সরিয়ে দিন।'

হুমায়ুন দীর্ঘদিন ধরেই নানা মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করছিলেন।

এরপর আটের পাতায়

আমাদের কী হবে, প্রশ্ন বাকি চাকরিহারা শিক্ষকদের

হরষিত সিংহ

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : 'ওরা ৩২ হাজার আর আমরা ২৬ হাজার, সংখ্যার জন্যই কি হেরে গেলাম আমরা?' প্রশ্ন তুলেছেন মালদা জেলার চাকরিহারা উঁচু ক্লাসের শিক্ষকরা।

নেপথ্যে সেই নিয়োগ দুর্নীতি। তার জেরেই আদালত ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক ও ২৬ হাজার উঁচু ক্লাসের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল। প্রাথমিকের ক্ষেত্রে পুরোনো রায় খারিজ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উঁচু ক্লাসের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ভবিষ্যৎ এখনও অন্ধকারে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর অবধি তাঁদের চাকরির মেয়াদ রয়েছে। তারপর কী হবে? জানতে চাইছেন চাকরিহারাদের একাংশ। তাঁরা তো এমন অভিযোগও তুলছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি বহাল রাখার নির্দেশ আসলে দ্বিচারিতা। চাকরিহারাদের একাংশ জানাল, উঁচু ক্লাসের শিক্ষকদের নিয়োগ দুর্নীতি মামলার ক্ষেত্রে তদন্তকারী সংস্থা যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা দিয়েছিল। তারপরেও নিয়োগকারী সংস্থার কাছে তালিকা চাওয়া হল কেন? এই বিষয়গুলি নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলছে চাকরিহারাদের একাংশ।

চাকরিহারাদের মধ্যে একজন সুদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন, বিষয়টি বিবেচনা করে যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি যেন বহাল থাকে তার যেন সুব্যবস্থা করেন। কারণ আমরা বর্তমানে অথই জলে পড়ে রয়েছি।'

মালদা জেলায় প্রায় ৭০০ শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন। শিক্ষকদের একাংশের দাবি, তাদের মধ্যে প্রায় ৬০০ জনের নাম যোগ্যদের তালিকায় রয়েছে। কিন্তু তার পরেও আদালতের রায়ে তাদের চাকরি হারাতে হয়েছে। আর চাকরি হারানোর পর থেকেই

এরপর আটের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

নারী লাঞ্ছনায় পরিবার একাকার

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ির অর্চনা ঝা বা লক্ষ্মী শর্মারা আজকের ভারতে কোথাও যেন এক হয়ে যাচ্ছেন বীরভূমের গ্রামের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনের সঙ্গে। সোনালিকে প্রবল লাঞ্ছনা করেছে দেশের সরকার। আর অর্চনা-লক্ষ্মীদের সঙ্গে ব্যাপক প্রবঞ্চনা করেছে তাঁদের পরিবার।

দুটো খবরই ভারতের পক্ষে তীব্র লজ্জার এবং অস্বস্তির।

জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ায় সোনালি নামটা এখন দেশে অনেকেই জেনে গিয়েছেন। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে তিরস্কৃত। কিন্তু লক্ষ্মী-অর্চনাদের অপমানের জন্য তাদের পরিবারকে তিরস্কৃত করবে কোন আদালত? কোন সমাজ?

উত্তরবঙ্গ সংবাদেই পড়লাম শিলিগুড়ির এই দুই তরুণীর চরম বঞ্চনার কথা। আরও খোঁজ নিয়ে যা জানা গেল, তা রীতিমতো ভয়ংকর। এক, শহরে নেপাল ও বিহার থেকে আসা তরুণীর সংখ্যা প্রচুর। দুই এবং সবচেয়ে ভয়াবহ, এঁদের সরকারি কাগজপত্র পরিবার থেকেই করে দেওয়া হয়নি, পুরুষতান্ত্রিক নিয়ম চলে বলে।

ভোটার কার্ড, আধার কার্ড করে দেওয়া হয়নি কেন? ধরে নেওয়া হয়েছে, মেয়েরা ঘরের কাজ করবে, ঘরের বাইরে যাবে না! এটাই যে চিরকালের নিয়ম! মেয়েদের এত কাগজপত্রের কী দরকার? কী দরকার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড তৈরির?

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য এসব দরকার? দরকার নেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের! নারী তুমি পুরুষের পদদলিতই থাকো। তোমার টাকার দরকার হলে বাড়ির পুরুষই তো রয়েছে। বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

এরপর আটের পাতায়

স্কুলের মাঠে সপ্তাহব্যাপী বিয়ের প্যান্ডেল

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগর গয়লাল রামহরি বিদ্যাপীঠের খেলার মাঠের অর্ধেকটা দখল করে সপ্তাহখানেক আগে বানানো হয়েছিল বড়সড়ো বিয়ের প্যান্ডেল। সেই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর কয়েকদিন কেটে গেলেও এখনও মাঠে সেই প্যান্ডেল রয়ে গিয়েছে। কেবল প্যান্ডেল নয়, মাঠের মধ্যে সেই বিয়েবাড়ির আবর্জনা জমে রয়েছে। দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। সেই মাঠে এখন খেলাধুলো থেকে প্রাতর্ভ্রমণ সব বন্ধ। স্কুল কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা।

ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে সেই স্কুলের খেলার মাঠের প্রায় অর্ধেকটা নিয়েছিলেন এলাকার এক ব্যক্তি। খাওয়াদাওয়া, রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেখানে। তার জেরে বন্ধ হয়ে যায় বাচ্চাদের ফুটবল অনুশীলন থেকে শুরু করে বড়দের শরীরচর্চা, প্রাতর্ভ্রমণ ও সান্ধ্যভ্রমণ। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে মাঠটি এভাবে দখল হয়ে রয়েছে। কিন্তু নির্বিকার স্কুল কর্তৃপক্ষ। এখনও সেই মাঠে বাঁশের কাঠামো পড়ে রয়েছে। শহরের মধ্যে মাঠের এই বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ ক্রীড়াবিদ থেকে সাধারণ মানুষ।

সূত্রের খবর, সেই ব্যক্তি স্কুলের অনুমতি নিয়েই মাঠটি ব্যবহার করেছেন। তাই স্থানীয়রা বলছেন, মাঠটিতে কেন এখনও প্যান্ডেল রয়েছে তা দেখার দায়িত্বও স্কুল কর্তৃপক্ষেরই। তবে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক চিরঞ্জিত সরকারকে এব্যাপারে প্রশ্ন করলেও তিনি কিছু বলতে চাননি। স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি শেখর মণ্ডলকে একাধিকবার ফোন করেও পাওয়া যায়নি। এলাকার বিদায়ি কাউন্সিলার অসীম অধিকারী অবশ্য ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'আমাকে কোনও ব্যাপারে কিছুই জানায় না ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ। মাঠটি যে কাউকে দেওয়া হয়েছে, সেটাও জানায়নি। অথচ মাঠ পরিষ্কার রাখেন তো পুরসভার সাফাইকর্মীরা।'

বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ স্কুল মাঠে গিয়ে দেখা গেল মাঠের প্যান্ডেলের বাঁশের কাঠামো পড়ে রয়েছে। সেই কাঠামোর ওপর উঠে স্কুলের ছাত্ররা খেলা করছে। যে কোনও সময় পড়ে গিয়ে কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মাঠের একদিকে আবর্জনা জমতে জমতে স্তূপ হয়ে রয়েছে। আর তা থেকে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এদিন এই স্কুলে ভোকেশনাল পরীক্ষার সিট পড়েছিল। বহু পরীক্ষার্থী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা এসেছিলেন।

ক্ষোভ বাড়ছে

- ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে সেই স্কুলের খেলার মাঠের প্রায় অর্ধেকটা নিয়েছিলেন এলাকার এক ব্যক্তি
- খাওয়াদাওয়া, রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেখানে
- তার জেরে বন্ধ হয়ে যায় বাচ্চাদের ফুটবল অনুশীলন থেকে শুরু করে বড়দের শরীরচর্চা, প্রাতর্ভ্রমণ ও সান্ধ্যভ্রমণ
- এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে মাঠটি এভাবে দখল হয়ে রয়েছে

এরপর আটের পাতায়

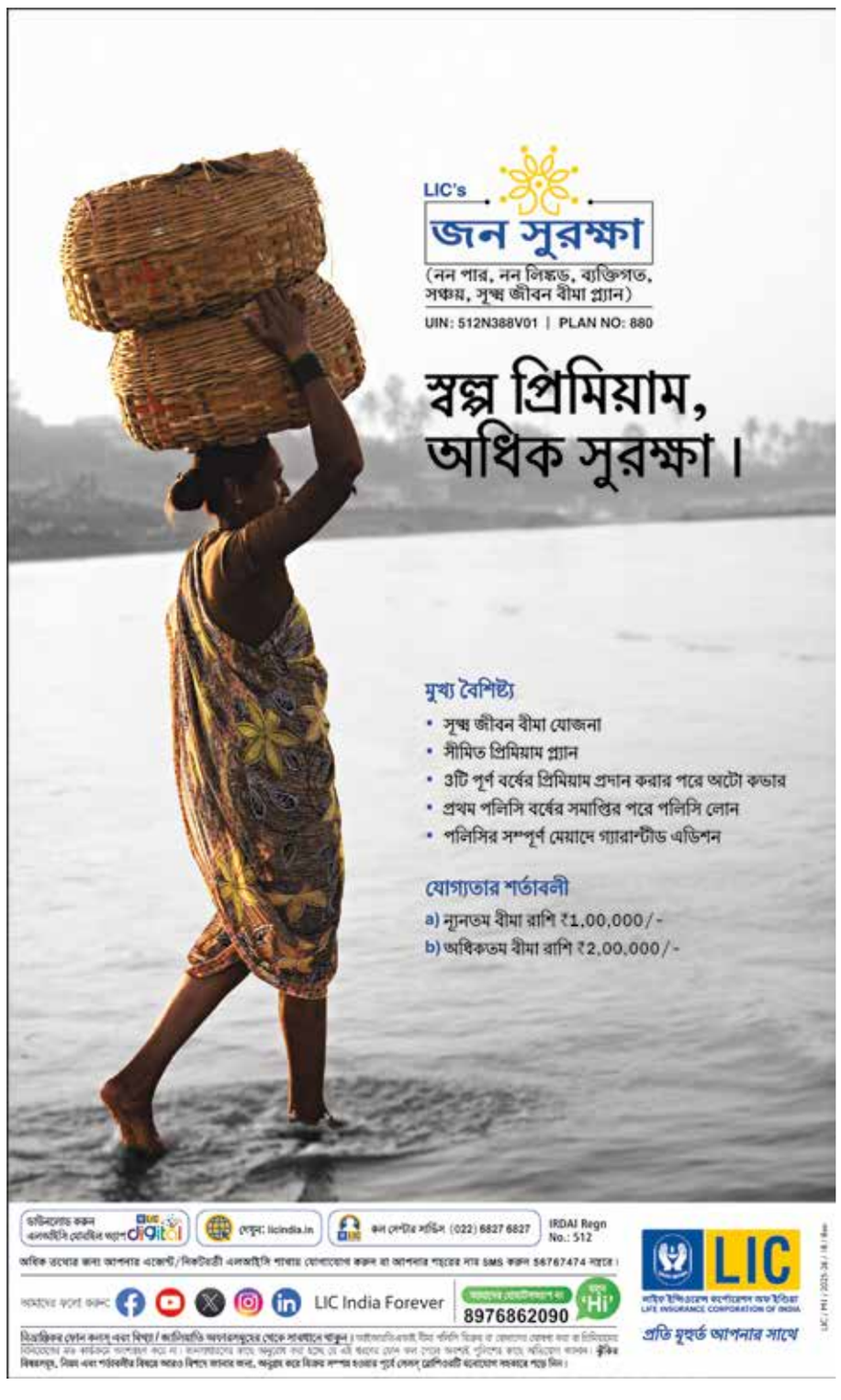

গ্রেপ্তার ১

জয়গাঁ, ৪ ডিসেম্বর : চুরি যাওয়া বাইক সহ মণীশ এক্কা নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল জয়গাঁ পুলিশ। বুধবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে চারটি চোরাই বাইক মিলেছে। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার আদালতের বিচারক তাকে সাত দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ঃ এম-পিডি-ওটি-১১ অফ ২০২৫-২৬, তারিখ ২৬.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের জন্য রেলওয়ে/সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজ সম্পাদনে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, দৃঢ় সঙ্গতি এবং যথেষ্ট আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ এজেন্সিসমূহ থেকে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ১৯.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ও অবস্থান ঃ** নিউ ফারাক্কা ও সুলতানগঞ্জ স্টেশনে ৪০ কেএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন প্রিফ্যাব্রিকেটেড ওয়েস্ট ওয়াটার রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট গড়ে তোলার জন্য চুক্তি। **কাজের টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৮% হারে জিএসটি সমেত ৬৫,৩৭,৭৯০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১,৩০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** এলওএ ইস্যু থেকে ০৯ মাস। **অনলাইন টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড ঃ** ১. সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অফিস; ২. এএমই/সিঅ্যান্ডডব্লু/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউনের অফিস। ৩. এসএসই/সিঅ্যান্ডডব্লু/আইসি/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউনের অফিস। **দ্রষ্টব্য ঃ** (১) ওয়েবসাইটে বিশদ বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথি পড়ে নেওয়ার জন্য টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য কোনো ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না। (২) বিদ্যমান কাজের জন্য টেন্ডারটি সিঙ্গল প্যাকেট ব্যবস্থায়। (৩) এই কাজের জন্য পিভিসি প্রযোজ্য নয়। (৪) বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রোমোশন দপ্তর দ্বারা স্বীকৃত স্টার্টআপদের সুবিধা দেওয়া হবে। এইসব সংস্থাদের বিধিতে উল্লিখিত সকল নিয়ম মেনে চলতে হবে। (৫) জিসিসি এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী সকল টেন্ডারদাতাদের বিনামূল্যে ই-টেন্ডার বয়ান ইস্যু করা হবে। (৬) জিসিসি এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী টেন্ডার মূল্যের ২ শতাংশ হারে বায়না জমা রাশি প্রযোজ্য হবে। (৭) টেন্ডার নথির অ্যানেক্সার-IX অনুযায়ী টেন্ডারদাতাদের দ্বারা জমা/আপলোড করা নথির সত্যতা/সঠিকতার অঙ্গীকারের বয়ান হবে। বিডার দ্বারা এই বয়ান জমা না হলে তাঁর বিডটি তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। (MLD-251/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ডিসান-এর ক্যাম্প

নিউজ ব্যুরো

৪ ডিসেম্বর : গ্যাংটকে অবস্থিত সিকিম আর্মড পুলিশ হেড কোয়ার্টারস-এ সম্প্রতি স্পেশাল মেডিকেল ক্যাম্প করল ডিসান হসপিটাল। স্বাস্থ্য নিয়ে একটি আলোচনাচক্রও হয়। ডাঃ কৈলাসকুমার গোয়েল (কার্ডিওলজি), ডাঃ সংকল্প কুমার (অর্থোপেডিক্স) সেখানে অংশ নেন। এই কর্মসূচি সিকিম পুলিশকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অ্যাডভান্স কেয়ার, প্রতিরোধমূলক সচেতনতা এবং সর্বোপরি উন্নত পরিষেবা নিয়ে ডিসান-এর দায়বদ্ধতাকে প্রকাশ করে। ডিসান-কে সিকিম সরকার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখে, সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি এরই প্রমাণ। কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে ছিলেন পুলিশ কমান্ডান্ট নোরবু শেরিং শেরপা, ডিসান-এর অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর অরিন্দম সামন্ত।

ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ

ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা ও রেলওয়ে হেল্থ ইউনিট, সাহেবগঞ্জে চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক নিয়োগ

নোটিফিকেশন নং. ই/সিএমপি/এমএলডিটি/পিটি-III তারিখ ঃ ০৪.১২.২০২৫

পূর্ব রেলওয়ের ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা এবং রেলওয়ে হেল্থ ইউনিট, সাহেবগঞ্জের জন্য মালদা ডিভিসন কর্তৃপক্ষ চুক্তির ভিত্তিতে পূর্ণ সময়ের জেনারেল ডিউটি চিকিৎসক (সিএমপি) নিয়োগ করবেন। এই নিয়োগের মেয়াদ নিয়োগের তারিখ থেকে এক বছর অথবা নিয়মিত চিকিৎসক (আইআরএইচএস) নিযুক্ত হওয়া - যেটি পূর্বে ঘটবে সেই পর্যন্ত হবে। যে সকল চিকিৎসক, প্রয়োজনীয় বয়স, ডিগ্রি ও যোগ্যতার শর্তাবলি পূরণ করবেন এবং এই নিযুক্তিতে ইচ্ছুক তাঁদের নিম্নলিখিত স্থানে ও সময়ে সকল মার্ক শীট, শংসাপত্র ও নথিপত্রাদি সহ রিপোর্ট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **স্থান ঃ** চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর কার্যালয়, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ঝলঝলিয়া, পিন-৭৩২১০২। **ইন্টারভিউ-এর তারিখ ঃ** ২২.১২.২০২৫ (সোমবার)। **রিপোর্ট করার সময় ঃ** সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। ● ইন্টারভিউ-তে যোগদানের সময়, প্রার্থীদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন নম্বর, অভিজ্ঞতার ইত্যাদির প্রমাণ হিসাবে শিক্ষাগত শংসাপত্রসমূহ, এমবিবিএস, এমএস/এমডি/পিজি ডিপ্লোমার সকল মার্কশীট, সকল অন্যান্য শংসাপত্র, জাতিগত শংসাপত্র, প্যান কার্ড, আধার প্রভৃতির মূল সহ সেগুলির স্বপ্রত্যয়িত কপি তৎসহ ২টি পাসপোর্ট সাইজের ফটো আনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এমবিবিএস/বিডিএস পরীক্ষায় প্রাপ্ত শতকরা নম্বর, অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসমূহ যথা পিজি ডিগ্রি, পিজি ডিপ্লোমা, কাজের অভিজ্ঞতা এবং মৌখিক পরীক্ষা (পেশাগত জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি)-র ভিত্তিতে যোগ্যতামান বিচার করা হবে। কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত একটি চারিত্রিক এবং পূর্ববর্তী কাজের শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। ● শূন্য পদের সংখ্যা, বয়সসীমা, পারিশ্রমিক এবং যোগ্যতার শর্তাবলি নিম্নরূপ ঃ- **শ্রেণী ঃ** চিকিৎসক (সিএমপি)। **শূন্য পদের সংখ্যা ঃ** মালদা - ১, সাহেবগঞ্জ-১। **বয়স ঃ** ০১.০১.২০২৫ তারিখে অনূর্ধ্ব ৫৩ বছর। **বেতন /ভাতা ঃ** প্রতি মাসে ৯৫,০০০ টাকা (স্থায়ী)। **প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ঃ** এমবিবিএস, যে কোনো রাজ্যের মেডিকেল কাউন্সিল-এর বৈধ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট থাকতে হবে। মোট শূন্যপদের সংখ্যা দুইটি এবং মালদা ডিভিসনের যেকোনো হেল্থ ইউনিটে তাঁদের নিযুক্ত করা হতে পারে। প্রকাশিত তালিকা নিয়োগের অধিকার প্রদান করবে না। ● **নিয়ম ও শর্তাবলি ঃ- নিয়োগের প্রকৃতি ঃ** সম্পূর্ণরূপে চুক্তি ভিত্তিক। **পারিশ্রমিক ঃ** (১) 'নো ওয়ার্ক নো পে' ভিত্তিতে যথাযথভাবে পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। (২) এনইএফটি-র মাধ্যমে অর্থ প্রদানের জন্য, ব্যাঙ্কের আইএফএসসি কোড সহ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর প্রয়োজন হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** ইন্টারভিউয়ের দিন অফিস থেকে আবেদনের বয়ান পাওয়া যাবে। এই বিজ্ঞপ্তিটি এবং আবেদনের বয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইট থেকেও পাওয়া যাবে ঃ **www.er.indianrailways.gov.in (Eastern Railway>> Division >> Malda Division>>Recruitment Page** দেখুন)।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কুয়াশায় দুর্ঘটনা এড়াতে প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে রেল

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও শীতের এই মরশুমে কুয়াশাজনিত সমস্যা এড়াতে একাধিক পদক্ষেপ করছে রেলমন্ত্রক। যার মধ্যে 'ফগ সেফ ডিভাইস' সহ নানা প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'কুয়াশার সময় নিরাপদে ট্রেন চালানোর জন্য একাধিক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও পেট্রলিং সহ অন্যান্য পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

রেলমন্ত্রক সূত্রে খবর, জিপিএস সিস্টেমযুক্ত ফগ সেফ ডিভাইস প্রায় ৩০০ মিটার দূরের সিগন্যাল সম্পর্কে জানান দেয় লোকোপাইলটদের। এছাড়াও ডেটোনেটর স্থাপন করার কাজ চলছে। ডেটোনেটরের বিভিন্ন প্রয়োগ রয়েছে। সেটি রেল ট্র্যাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তা ফেটে তীব্র শব্দ তৈরি করে। সেই শব্দের ধরন শুনেই কি নির্দেশ রয়েছে, তা লোকোপাইলট ও সহকারী লোকোপাইলট বুঝতে পারেন এবং সেইমতো কাজ করেন। অন্যদিকে, স্টেশনমাস্টাররা কুয়াশার মাত্রা বুঝতে স্টেশনে ভিজিবিলিটি টেস্ট অবজেক্ট (ভিটিও) যাচাই করেন। ভিটিও স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় নির্দিষ্ট দূরত্বে ব্যবহার করা হয়। স্টেশন থেকে তা দেখা না গেলেই স্টেশনমাস্টার কুয়াশার মাত্রা কতটা তা বুঝতে পারেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন।

মূল ট্র্যাকের অবস্থান বুঝতে চুন দ্বারা চিহ্নিতকরণ হচ্ছে। এছাড়াও সিগন্যাল সাইটিং বোর্ড এবং লেভেল ক্রসিং গেটগুলিকে আলোকিত করতে স্ট্রিপ ব্যবহার করা হচ্ছে। ট্রেনের পিছনের কোচগুলিতে এলইডি ফ্ল্যাশার টেল ল্যাম্প ব্যবহার করলে সহজেই ট্রেনের অবস্থান জানা যায়। কুয়াশাপ্রবণ এলাকায় রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ স্টপ বোর্ড বসানো হচ্ছে। এছাড়াও কুয়াশার সময় রেল ট্র্যাকে হেঁটে পেট্রলিং হয়। কুয়াশার সময় কোন কোন নিয়ম নির্দেশিকা মেনে ট্রেন চালাতে হবে, তা অবগত করতে লোকোপাইলট ও সহকারী লোকোপাইলটদের কর্মশালার মাধ্যমে বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

NOTICE

E-Tender are invited for providing 01 (One) Vehicle on monthly hired basis Vide NIeT No. DH&FWS/14 of 2025-26. For more details visit to **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbhealth.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/-
Chief Medical Officer of Health, Darjeeling

NOTICE INVITING-TENDER

N.I.T. NO.- KMG/BDO/18/25-26, KMG/BDO/19/2025-26, KMG/BDO/20/2025-26 (APAS), DATED : 04/12/2025
Last date of application 12/12/2025 at 2.00 pm
For details information please visit to the office of the undersigned
Sd/-
Block Development Officer Kumargram Development Block Kumargram :: Alipurduar

এসবিসি প্যানেলে ইঁদুরের প্রবেশে প্রতিরোধ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইলেক্ট/২১৪ তারিখঃ ০৩-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. এলজি/টি-১৪/টিএসকে/টিএলএফ/২৫। কাজের নামঃ তিনসুকিয়া মণ্ডলে এলএইচবি এসি কোচ, প্যান্ট্রি কার এবং পাওয়ার কারসমূহে ইঁদুরের প্রবেশ বাধা দেওয়ার অর্থে সুইচ বোর্ড ক্যাবিনেটের ক্যাবল এন্ট্রি পয়েন্ট এবং অন্যান্য খোলা স্থানসমূহ বন্ধের দ্বারা ডিজাইন এবং তিনসুকিয়া কোচিং ডিপোর কোচসমূহের এসবিসি প্যানেলে ইঁদুরের প্রবেশে প্রতিরোধ। টেন্ডার রাশিঃ ২৩,৬৩,৯৪৪.৬৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪৭,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৩-১২-২০২৫ তারিখে ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৩.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৩-১২-২০২৫ তারিখে ১৩.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

TENDER

Executive Engineer, WBSRDA, Uttar Dinajpur Division on behalf of WBSRDA invites percentage rate electronic bids for Post DLP Maintenance Works through eMarg Module vide eNIT No. WBSRDA/PDLP/14 OF 2025-26 (1st Call). Details can be viewed in **http://www.wbtenders.gov.in.** on & from 05.12.2025 at 10:00 hours. Last date for e-submission stands 03.01.2026 up to 16.55 Hrs for the aforesaid NIT.
Sd/-
Executive Engineer & HPIU WBSRDA, Uttar Dinajpur Division

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ১০৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ০২-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ** ৪৪-এপি-৮-২০২৫। **কাজের নামঃ** "আলিপুরদুয়ার ডিভিশন - ৫ বছর সময়ের জন্য গ্রীস সরবরাহের সাথে ট্র্যাক ভিত্তিক গেজ ফেস লুব্রিকেটর (ইলেকট্রনিক টাইপ)-৮২ সেট (৩ ডিগ্রির উপরে) সরবরাহ এবং কমিশনিং।" টেন্ডার মূল্যঃ ৮,৮৪,৮৯,২৯৯.৬০ টাকা; বায়নার ধনঃ ৫,৯২,৫০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খোলা হবে** ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এসি না থাকা একটি বাহন ভাড়া করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. জিইএম/২০২৫/বি/৬৯৫৭১৪১ তারিখঃ ০২-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** একটি এসি না থাকা বাহন ভাড়া করাঃ এডিএমই/সিএণ্ডডব্লিউ/নিউ জলপাইগুড়ির সরকারি ব্যবহারের জন্যে ০২ (দুই) বৎসরের এক সময়সীমার হেতু ইন্ধন, লুব্রিকান্ট ধরণের সমগ্র শুল্ক শামিল করে চালক সহিত এসইউভি অথবা সিডান। **টেন্ডার রাশিঃ** ১২,৩২,৭৮৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২৪,৬৬০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৩-১২-২০২৫ তারিখে ১৮.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৮.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৬৮ অব ২০২৫, তারিখঃ ২৮-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** (ক) কাটিহারেঃ সিনি. ডিইএন/IV/কাটিহারের অধীনে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের গ্রাউন্ডের লেভেলিং সহ ১০০ মিটার কভারড গ্যালারির ব্যবস্থা। (খ) সিনি. ডিইএন/IV/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে আরপিএফ ব্যারাক, ৩.টি. পারা, কাটিহারে সমস্ত স্টাফদের জন্য কভার শেড সহ বেডমিন্টন কোর্ট-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৪৮,৭৫,৫২৩.৭২ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,২৪,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কনকি ইয়ার্ডে কার্ভে-এর রিয়ালাইনমেন্ট এবং শিফটিং। টেন্ডার মূল্যঃ ১,২০,৬১,৯৭১.১০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,১০,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কাটিহার ডিভিশনেঃ- সিঙ্গেল পিস স্প্রিং ইনসার্টেড রিইউজেবল সেলফ লকিং স্টিল নাট (এম-২৭) প্রদান এবং ঠিক করা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৫৪,৭২,১৬০.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,২৭,৪০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ২৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমি অঞ্জন দাস, গ্রাম-ডোডেয়ারহাট, পো-খরিজা কাকড়িবাড়ী, থানা-পুন্ডিবাড়ী, জেলা-কোচবিহার। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং-WB-63 2001 0868108, ভুলক্রমে পিতার নাম Surendra Chandra Das এর স্থলে S.C. Das নথিভুক্ত আছে। 20/11/2025 কোচবিহার সদর S.D.E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিটে জানাচ্ছি Surendra Chandra Das ও S.C. Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-006/2025-26 (2nd Call)** Last date of online bid submission 01/01/2026 Hrs 01:00 PM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-005/2025-26 (3rd Call)** Last date of online bid submission 01/01/2026 Hrs 11:00 AM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

TENDER NOTICE

Block Development Officer, Alipurduar – I Dev. Block invites tender from the bonafide contractor for development works vide – N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/12/2025-2026. Dt. 28.11.2025. Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer Alipurduar – I Dev. Block

W.B.C.A.D.C SILIGURI–NAXALBARI PROJECT P.O. MATIGARA, DIST–DARJEELING
E-Tender Notice No. 01/2025-26 dt. 04.12.2025
WBCADC, Siliguri-Naxalbari Project invites e-Tender for the following works: Construction of Care Taker Room cum Staff Quarter for WBCADC Guest House at Matigara. Tender ID : 2025_PRD_965900_1. The intending tenderers are requested to inspect the website **www.wb.tenders.gov.in** before quoting their rates from 06/12/2025.
Sd/- Officer-In-Charge WBCADC S-N Project

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৬৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৬৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/২৯/২০২৫-২৬, তারিখ: ০১-১২-২০২৫।
নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হেচ্ছ।
ক্রম. নং.:১; টেন্ডার নং. : এমএল২৫১৪৫/৩টি/১৮৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-০১-২০২৬।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/২০২৩/ইএল/এফআরএস/০০৩৪ (রেভ.১) অথবা সর্বশেষ এবং আরডিএসও এমএস-০৫০৭ রেভ. অনুসারে বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভে জলবিহীন ইউরিনালের সরবরাহ, স্থাপন এবং পরীক্ষা। লোকোতে জলবিহীন ইউরিনালের স্থাপনের সময় এবং পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ ফার্মকেই বহন করতে হবে ইনস্টলেশনের সময় প্রয়োজনীয় যেকোনো তার, সরঞ্জাম এবং অন্য যেকোনো জিনিসপত্র ফার্মকেই বহন করতে হবে। পরিমাণ - ডেপুটি সিএমএম/মালদা টাউন -এর জন্য ৪৪টি।
দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০ এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে শ্রেণী-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Abdul Haque, পিতা Nasiruddin, ঠিকানা - চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট, ইসলামপুর মহকুমা আদালতের Affidavit দ্বারা Abdul Haque নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No - 11AC 213061 Dated 26.11.25. Md Abdul Haque ও Abdul Haque একই ব্যক্তি। (C/119473)

●

আমি, Nur Islam Ali আমার জন্ম প্রমাণ পত্রে আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 01/12/25 তারিখে তুফানগঞ্জ কোচবিহার কোর্টে 1st ক্লাস J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (আমি) Nurul Seikh থেকে Nur Islam Ali ও (বাবা) Samar Ali Sekh থেকে Chamir Ali নামে পরিচিত হলাম। (C/119180)

●

I, Labana Singh Parvin, W/o Md Afjal Hossain, D/o Bijoy Singh on 4/12/25 by affidavit at Alipurduar court it is declared that Labana Singh & Labana Singh Pravin is same & one identical person.
(C119483)

●

আমি, Faridul Hoque Patowary, ঠিকানা - Vill. Chhartondu, P.O.- Sulkapara, P.S.- Nagrakata, Dist. Jalpaiguri নিবাসী ঘোষণা করছি যে আমি, আমার স্ত্রী এবং আমার সন্তানরা আমাদের পূর্বের Haque Patowari উপাধি ব্যবহার ত্যাগ করছি। তার পরিবর্তে Hoque Patowary উপাধি গ্রহণ করছি। এখন থেকে আমার পদবি Haque Patowari নয়। Hoque Patowary উপাধি দ্বারাই পরিচিত হই। 17.11.2025 তারিখ EM, Mal কোর্টের আদেশাবলে এখন থেকে সকল রেকর্ডে, ঘোষণাপত্রে, লেখালেখিতে এবং সকল কাজে ব্যক্তিগতভাবে এবং সরকারিভাবে আমার পূর্বতন Faridul Haque Patowari পরিবর্তে Faridul Hoque Patowary ব্যবহৃত হবে। (C/119181)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি বিপুল কেশরী, পিতা : রাধাগোবিন্দ কেশরী, গ্রাম : দক্ষিণ জিৎপুর, পো : ভোলারডাবড়ি, জেলা : আলিপুরদুয়ার। তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম জিৎপুর মৌজার অন্তর্গত আমার পিতা : রাধাগোবিন্দ কেশরী, পিতা : ˚ রাইমোহন কেশরীর নামে জোত জমির একটি দলিল হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 9153731588.
(C/118757)

কর্মখালি

সুবর্ণ সুযোগ! বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজে উচ্চ আয়ের সুযোগ। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি বাসিদের জন্য। 9163272406. (K)

●

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/- থাকা খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/118378)

●

Application are invited from the willing Graduate/12 class Passed along with degree/diploma in Special Education for recruitment & making panel of Special Teacher for Uttaran Special School within 10.12.2025 by E-mail nbhrsslg@gmail.com

ভাড়া

Rent for 1200 sq.ft & 900 sq.ft at Bidhan Road, Siliguri. (M) 9593449707. (C/119167)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Nur Hossain Ali আমার জন্ম প্রমাণ পত্রে আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 01/12/25 তারিখে তুফানগঞ্জ কোচবিহার কোর্টে 1st ক্লাস J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে (আমি) Nur Hossain Sekh থেকে Nur Hossain Ali ও (বাবা) Samar Ali Sekh থেকে Chamir Ali নামে পরিচিত হলাম। (C/119180)

CINEMA সিনেমা

Now showing at BISWADEEP
DHURANDHAR
*ing : Ranveer Singh, Sara Arjun, Sanjay Dutt & Others
Time : 1.00, 4.45 P.M.
(2 Shows daily)

Now Showing at রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
DHURANDHAR (H)
*ing : Ranveer Singh, Sanjay Dutt, Akshay Khanna, R Madhavan, Arjun Rampal, Sara Arjun
Time : 11:30A.M., 3:15 & 7:00 P.M.
A.C/ Dolby Digital

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

রঘু ডাকাত	SHOW TIME 11.00 AM, 1.30 PM BENGALI (U/A)
TERE ISHK MEIN	SHOW TIME 4.15 PM HINDI (U/A)
দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস	SHOW TIME 7.00 PM BENGALI (A)

আজ টিভিতে

বিজিতের মুখোমুখি তটিনী ও পরশুরাম। প্রকাশ হতে চলেছে কোন শক্তি? **পরশুরাম-আজকের নায়ক** রাত ৮.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ অমানুষ, দুপুর ১.১৫ রংবাজ, বিকেল ৪.১৫ আনন্দ আশ্রম, সন্ধে ৭.১৫ মিস কল, রাত ১০.১৫ কি করে তোকে বলব
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ অপরাধী, দুপুর ১২.৩০ জোশ, বিকেল ৩.৩০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, সন্ধে ৭.০০ তুলকালাম, রাত ১০.০০ মন মানে না
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ বরকনে, দুপুর ১২.০০ পুত্রবধূ, ২.৩০ রক্ত নদীর ধারা, বিকেল ৫.০০ বৌমার বনবাস, রাত ১০.৩০ মঙ্গলদীপ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ তুফান
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গঙ্গা
জি ক্লাসিক : সকাল ৯.২৮ কল আজ অওর কল, দুপুর ১২.৪৮ খানদান, বিকেল ৪.১৫ নফরত কি আঁধি, সন্ধে ৭.০০ কুলি, রাত ১০.৩৯ কবিলা
জি বলিউড : বেলা ১১.১০ খলনায়ক, দুপুর ২.২৩ রাজা কি আয়েগি বরাত, বিকেল ৫.০২ কোহরাম, রাত ৮.০০ নসীব, ১১.৩২ ইজ্জত
এমএনএক্স : দুপুর ২.০৮ দ্য ম্যাট্রিক্স রেজারেকশনস, বিকেল ৪.৩৩ দ্য হাঙ্গার গেমস : ক্যাচিং ফায়ার, রাত ৮.০২ হট টাব টাইম মেশিন, ১১.৫৩ থ্রি ডেজ টু কিল
রমেডি নাউ : বিকেল ৫.৪৫ ফ্লাই মি টু দ্য মুন, সন্ধে ৭.৩২ ল' অফ অ্যাট্রাকশন, রাত ৯.০০ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস, ১০.৩৮ ব্রেকিং আপ

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ
সন্ধে ৭.০০ **আকাশ আট**

কুলি সন্ধে ৭.০০
জি ক্লাসিক

সেভেন ওয়ার্ল্ডস, ওয়ান প্ল্যানেট সন্ধে ৭.১৮ **সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি**

Siliguri Jalpaiguri Development Authority
A Statutory Authority Under Department of UDMA
Himanchal Vihar, Near Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010

NOTICE

Siliguri Jalpaiguri Development Authority invites applications from the EWS (Economically Weaker Section) applicants for allotment of 47 (Forty-seven) nos of Dwelling Units at Kawakhali, within Utsodhara Teesta Township, JL. No. 2, Mouza Dabgram, Each Dwelling units measuring about 440 sq. ft. built up area.

A. **SALIENT FEATURES:**
i. Total No of dwelling Units-47 (Forty-seven)
ii. Built up area of each Dwelling unit-440 sq ft

B. **ELIGIBILITY CRITERIA:**
i. The applicants should be EWS(Economically weaker Section) category.
ii. Monthly family income should be within Rs.18,000/- (Rupees Eighteen thousand) per month.
iii. The applicant/his/her family/ households should not own pucca house in any parts of the country either in his name/ her name or any of his /her family members' name.
iv. The property should be primarily owned/co-owned by a female member of the family. In case of absence of female member in the family it may be owned by male member.
v. Here family means Husband, wife, unmarried sons and/or unmarried daughters.

C. **INCOME CERTIFICATE:**
Income certificate shall be Issued by Sub-Divisional Officer for Municipality areas and Block Development Officer for Rural areas. Certificate issued after the date of Notification shall ONLY be considered to be valid.

D. **MODE OF SUBMISSION OF APPLICATION:**
i. Application to be submitted on plain paper mentioning name, residence, category (if any) etc.(sample application form has been provided hereunder).
ii. The application shall be only on off line mode i.e. the applicant has to submit the application by hand at the office of Siliguri Jalpaiguri Development Authority within the time schedule as mentioned In this notice. Late submission of the applications after last date shall not be entertained.
iii. Filled up application forms shall be received at SJDA office, at Himanchal Vihar (near Passport Laghu Sewa Kendra) & at Jalpaiguri Office of SJDA (near Jalpaiguri Sadar Hospital) from 11:00 a.m. to 05:30 p.m.
iv. Receipt of the application shall be issued with time stamp.
v. Last date of submission of application is 15.01.2026

SAMPLE APPLICATION FORM
Application for allotment of EWS Flats at Kawakhali by SJDA

i. Name :
ii. Name of Spouse :
iii. Fathers' Name :
iv. Date of Birth :
v. Occupation :
vi. Category (please specify) : General/ SC/ ST/ OBC /Differently-abled person/ Woman / Minority
vii. Monthly Family Income :
viii. Permanent Address :
ix. Village / Town :
x. Block Name/ Municipality :
xi. District Name (Darjeeling/ Jalpaiguri) :

Signature of applicant

E. **LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE APPLICATION:**
i. income certificate (in original)
ii. Voter card (copy)
iii. Ration card (copy)
iv. Aadhar card (copy)
v. Residential Certificate
vi. Caste Certificate SC/ST/OBC etc.(if applicable).
vii. Certificate of Person with Disability (if applicable)

F. **However, in case the number of short listed applicants is more than the total number of EWS units in the project, the undersigned shall carry out a draw through a lottery system in a transparent manner to select the potential list of beneficiaries including an additional 15% to 20% for back up list (Reserve list)**

CATEGORY WISE LIST OF AVAILABLE DWELLING UNITS ARE AS FOLLOWS:

Category	Area: SMC (a)	Matigara Block (b)	Rajganj Block (c)	Kranti Block (d)	Mal Block (e)	Jalpaiguri Sadar Block (f)	Naxalbari Block (g)	Phansidewa Block (h)	Khoribari Block (i)	Jalpaiguri Municipality (j)	Mal Municipality (k)	Maynaguri Municipality (l)
General	13	02	...	...	...	01	04	...	02	02	...	01
SC	01	...	...	...	...	...	01	...	...	...	...	...
ST	02	...	...	01	02	...	...	...	...	...	...	...
Women	03	...	03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Minority	03	01	02	01	...	...	...	...	...	...	...	...
Transgender	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
OBC	...	...	...	01	...	...	...	...	...	...	...	...
PH	01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Senior Citizen	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	23	03	05	03	02	01	05	00	02	02	00	01

Total no. of Dwelling units- 47

H. **MODE OF PAYMENT BY THE BENEFICIARIES AND POSSESSION :**
a. The lease value of each dwelling Unit is fixed at Rs 3,00,000/- (Three Lakhs).
b. Possession shall be handed over only after receipt of entire lease value.

I. **LOCKIN PERIOD**
The beneficiary will NOT be able to sell/ rent/ lease the unit for a period of 10 (ten) years from the date of signing the sale/ assignment agreement.

Sd/-
Chief Executive Officer,
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
&
Member Convenor

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে ফের যোগাযোগ হবে। বাড়ি সংস্কারে ব্যয় বাড়বে। প্রণয়ে জটিলতা। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে নানারকম সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তি। সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ। অতি ভোজনে সমস্যা। মিথুন : বন্ধুর সঙ্গে মতান্তরে মন খারাপ। ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। অর্থাগমে খুশি। কর্কট : পাওনা আদায়ে জোর করতে যাবেন না। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সুসংবাদে স্বস্তি। সিংহ : পুরোনো সমস্যা ফিরে আসায় দুশ্চিন্তা। দাম্পত্যের অশান্তি বাইরের কাউকে বলে সমস্যায়। কন্যা : হঠাৎ কাজে বাধা পড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পাবেন। তুলা : কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের সাফল্যে ফল পাবেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ। বৃশ্চিক : মায়ের সঙ্গে মতান্তর ও মানসিক যন্ত্রণা। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন মানুষের বাড়িতে আগমন। ধনু : জীবাণু সংক্রমণে দুশ্চিন্তা। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করা যেতে পারে। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলবে। মকর : হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও গুরুত্ব দিন। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ। কুম্ভ : কাজ করার ক্ষেত্রে আজ অনীহা আসতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। মীন : নতুন জমি, বাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদ আনন্দ দেবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১৪ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮ অঘোন, সংবৎ ১ পৌষ বদি, ১৩ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৮, অঃ ৪।৪৮। শুক্রবার, প্রতিপদ রাত্রি ২।৫৮। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ১।৩১। সিদ্ধযোগ দিবা ১০।১০। বালবকরণ অপরাহ্ন ৪।৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ২।৫৮ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১।৩১ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১২।৪৩ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ২।৫৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ২।৫৮ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৮।৪৮ গতে ১১।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৮ গতে ৯।৪৮ মধ্যে। যাত্রা-মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১।৩১ গতে যাত্রা শুভ, রাত্রি ১১।২২ গতে পূর্বে উত্তরেও নিষেধ, রাত্রি ২।৫৮ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যায়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১।৩১ মধ্যে নববস্ত্রপরিধান ধান্যবৃদ্ধিদান, দিবা ১।৩১ গতে ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয়। বিবাহ- রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৮ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ৯।৪৮ গতে ১২।১১ মধ্যে কর্কট ও সিংহলগ্নে পুনঃ রাত্রি ২।২১ গতে শেষরাত্রি ৬।৯ মধ্যে তুলা ও বৃশ্চিকলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪ মধ্যে ও ৭।৪৬ গতে ৯।৫৩ মধ্যে ও ১২।০ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫০ গতে ৯।২৫ মধ্যে ও ১২।৬ গতে ৩।৪০ মধ্যে ও ৪।৩৪ গতে ৬।৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

"Her gentle presence was our quiet strength, and her love will remain our guiding light."

With profound sorrow, we announce the demise of

Smt. Krishna Neotia

wife of **Late Shri Vinod Neotia** and

beloved mother of **Shri Harshavardhan Neotia**

Her kindness, warmth, and gentle presence shaped our lives with quiet grace, and her absence leaves a void that words cannot fill

The values she lived with, and the love she shared, will continue to guide us forever

In loving remembrance:

Gayatri Neotia
Harshavardhan & Madhu Neotia
Smriti & Gautam Morarka
Shraddha Neotia
Parthiv & Mallika, Paroma
Priyanka, Pranay, Ishani & Kartikeya
and the extended Ambuja Neotia Parivaar

Prayer Meet

7th December | 4:00–5:30 PM
Residence: 7/2 Queens Park, Ballygunge, Kolkata –700 019

In Loving Memory

SMT. KRISHNA NEOTIA

(24th January 1941 – 2nd December 2025)

AmbujaNeotia

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দল বেঁধে।। নকশালবাড়িতে মেচির পাড়ে অচিন্ত্য গুপ্তের ক্যামেরায়।

চিঠিকে পাত্তা দেয় না শিক্ষা দপ্তর

ব্রাত্যর সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা উপাচার্যর

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : যেন আঠেরো মাসে বছর! ২০১৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের কথা ঘোষণা করার পর সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন শুরু হয় ২০২১ সালে। কিন্তু ওই নামেই বিশ্ববিদ্যালয়। না আছে তার নিজস্ব ভবন, না আছে স্থায়ী অধ্যাপক। নেই এর তালিকা আরও অনেক লম্বা। দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী কর্মী নেই। কাউন্সিল নেই, নেই স্ট্যাটিউট-ও। এতসব নেই এর মধ্যে আছে-র তালিকায় একমাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রণব ঘোষের উদ্যম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর জন্য আবেদন করে উপাচার্য নিয়ম করে প্রতি মাসে শিক্ষা দপ্তরকে চিঠি দেন। আর অবলীলাক্রমে শিক্ষা দপ্তর নিয়ম করে প্রতি মাসে সেই চিঠির উত্তর দিতে ভুলে যায়। শিক্ষা দপ্তর কার্যত উপাচার্য আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর দাবিকে উপেক্ষা করে। বলা ভালো যে পাত্তাই দেয় না। কিন্তু এত কিছুর পরেও উপাচার্যর উদ্যম কমে না। উপাচার্য এইবার স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর জন্য দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আগামী ৮ ডিসেম্বর রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের আয়োজনে ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রে একটি সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে উপাচার্যর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর ওই সেমিনারেই দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন উপাচার্য। এর আগেও প্রণব শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নত করার জন্য আবেদন জানানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট না পাওয়ায় সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি।

উদাসীন

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনও ভবন নেই

একটি বেসরকারি বিএড কলেজের হস্টেলে চলছে পঠনপাঠন

উপাচার্য বারবার চিঠি দিলেও নতুন আরও পাঁচটি বিষয় চালুর আবেদনে আমল দেয়নি শিক্ষা দপ্তর

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর হাল এতটাই খারাপ যে বর্তমানে একটি বেসরকারি বিএড কলেজের অব্যবহৃত হস্টেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস চলছে। তা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন তৈরির জন্য অর্থবরাদ্দের জন্য শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন মেলে না। মেলে না স্থায়ী শিক্ষক এবং কর্মী নিয়োগের অনুমোদনও। এমনকি বারবার চিঠি দিয়েও, নতুন আরও পাঁচটি বিষয় চালুর আবেদনেও আমল দেয়নি শিক্ষা দপ্তর।

প্রতি মাসেই নিয়ম করে উপাচার্য শিক্ষা দপ্তরে চিঠি পাঠান। চলতি মাসের এক তারিখেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য অর্থের বরাদ্দ চেয়ে চিঠি, স্ট্যাটিউট অনুমোদনের চিঠি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের অনুমোদন চেয়ে চিঠি শিক্ষা দপ্তরের কাছে পাঠিয়েছিলেন উপাচার্য। উত্তর পাননি। তাই এবার সরাসরি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

উপাচার্য বলেন, 'পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য দেওয়া চিঠিগুলির কোনও উত্তরই পাওয়া যায় না। এখনও স্ট্যাটিউট মেলেনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। কর্মী বা অধ্যাপক নিয়োগ থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ আটকে রয়েছে। ভবনের অর্থবরাদ্দ নেই। নতুন বিষয় চালু করতে অনুমোদন চেয়েছিলাম, তাও পাইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিগুলি এবারে সরাসরি শিক্ষামন্ত্রীকে জানাব। ভাষাবিজ্ঞান কেন্দ্রের ওই অনুষ্ঠানের মধ্যেই আমাকে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেই হবে।'

বালি পাচার রুখতে হয়রানি

হিলি, ৪ ডিসেম্বর : এ যেন অ্যাকশন সিনেমার দৃশ্যকেও হার মানাবে! বালি পাচারের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে রীতিমতো নাকানিচোবানি খেতে হল রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকদের। শেষপর্যন্ত যদিও বালিভর্তি ট্র্যাক্টর-ট্রলি ফেলে পালাতে বাধ্য হয় মাফিয়ারা। ঘটনায় ট্র্যাক্টর-ট্রলিটি বাজেয়াপ্ত করে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে হিলির ভূমি দপ্তর।

বৃহস্পতিবার দুপুরে হিলির ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে পতিরাম থেকে হিলির দিকে বালি পাচারের খবর আসে। ভূমি দপ্তরের গাড়ি নিয়ে রাজস্ব আধিকারিক ও কর্মীরা ত্রিমোহিনীর উদ্দেশে রওনা দেন। এরপরই বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলিটি নজরে আসতেই পিছু নেন তাঁরা। ট্র্যাক্টরচালকও পালটা বেপরোয়া গতিতে গাড়ি ছোটাতে শুরু করে। খারুন এলাকায় ট্র্যাক্টর-ট্রলিকে থামাতে যান ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা। কিন্তু সেখান থেকেও বেপরোয়া গতিতে ট্র্যাক্টর-ট্রলি ঘুরিয়ে পতিরামের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চালক। এভাবেই অনেকক্ষণ চলতে থাকে চোর-পুলিশ লুকোচুরি খেলা। অবশেষে লস্করপুর গ্রামের মধ্যে ট্র্যাক্টর-ট্রলি রেখে পালিয়ে যায় চালক সহ চারজন। ঘটনাস্থল থেকে ট্র্যাক্টর-ট্রলিকে আটক করেন ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা। তারপর ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেটিকে নিজেদের হেপাজতে নেয় হিলি থানার পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অমল মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে বালি পাচার করা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে ভূমি দপ্তর।

এপ্রসঙ্গে হিলির ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক দীপেশকুমার মল্লিক বলেন, 'বালি পাচারের খবর পেয়ে অভিযানে নামা হয়। ট্র্যাক্টর-ট্রলিকে ধাওয়া করার সময় সেটি বেপরোয়া গতিতে ছুটে বেড়াচ্ছিল।'

চোর-পুলিশ লুকোচুরি

- পতিরাম থেকে হিলির দিকে বালি পাচারের খবর যায় ভূমি দপ্তরের কাছে
- খবর পেয়ে অভিযানে নামেন রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা
- ত্রিমোহিনী থেকে ট্র্যাক্টর-ট্রলিটির পিছু নেন আধিকারিকরা
- লস্করপুরে ট্র্যাক্টর-ট্রলি ফেলে পালায় মাফিয়ারা
- ট্র্যাক্টর-ট্রলিটি নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে হিলি থানা

দীপেশ জানিয়েছেন, দপ্তরের কর্মীরা দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে ট্র্যাক্টর-ট্রলিকে আটক করেছেন। হিলি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস বলেন, 'লস্করপুর দিঘি সংলগ্ন এলাকায় ট্র্যাক্টর-ট্রলিকে রেখে পালিয়ে যায় মাফিয়ারা। আমরা সেটিকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছি। অভিযোগ পেলেই বিষয়টির সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হবে।'

নয়া পথবাতির দাবি

হেমতাবাদ, ৪ ডিসেম্বর : হেমতাবাদ সদর এলাকায় যে সমস্ত পথবাতি অকেজো হয়ে রয়েছে, সেগুলি মেরামত এবং কিছু এলাকায় নতুন পথবাতি লাগানোর দাবি জানিয়ে বিডিও-কে স্মারকলিপি দিল ব্লক কংগ্রেস কমিটি। কমিটির সভাপতি তাজিমুদ্দিন তালুকদার বলেন, 'হেমতাবাদ ব্লকের প্রাণকেন্দ্র হেমতাবাদ সদর এলাকা অথচ অধিকাংশ পথবাতি বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। নেশাখোরদের দাপট বেড়ে যাওয়ায় চুরি ও ছিনতাইয়ের সম্ভাবনা আছে। তাই পথবাতি মেরামত ও নতুন পথবাতি লাগানোর জন্য বিডিওকে লিখিতভাবে জানালাম।'

টুকরো খবর

শিলান্যাস

পতিরাম, ৪ ডিসেম্বর : বালুরঘাট ব্লকের গোপালবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতে বৃহস্পতিবার একটি রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য অশোককৃষ্ণ কুজুর। মণিপুর সংসদের জগদীশ বর্মনের বাড়ি থেকে বিপুল মণ্ডলের বাড়ি পর্যন্ত ১৬০ মিটার ওই রাস্তাটি প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাকা করা হবে। বহু বছর ধরে স্থানীয়রা রাস্তা তৈরির দাবি জানাচ্ছিলেন। নির্বাচনের আগে অশোক প্রতিশ্রুতি দেন, জিতলে রাস্তাটি নির্মাণ করবেন। অবশেষে সেই দাবি বাস্তবায়নের পথে।

যন্ত্র বিলি

পতিরাম, ৪ ডিসেম্বর : বিধায়ক বুধরাই টুডুর উদ্যোগে বৃহস্পতিবার পতিরামে ১৩৫ জন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তির হাতে সহায়ক যন্ত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা জ্যোতিষ বর্মন, বিশ্বনাথ সাহা, জয়শ্রী মালাকার প্রমুখ। এদিন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের হাতে হুইলচেয়ার, স্টিক এবং অন্যান্য সহায়ক যন্ত্র তুলে দেওয়া হয়। বুধরাই বলেন, 'সমাজের প্রান্তিক এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের পাশে থাকার জন্যই এই উদ্যোগ।'

আলোচনা

বৈষ্ণবনগর, ৪ ডিসেম্বর : বৈষ্ণবনগরের কংগ্রেস কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার একটি আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। ১০ ডিসেম্বর দলের তরফে ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভা হবে বলে জানানো হয়েছে। ওই সভায় ছিলেন কংগ্রেসের কালিয়াচক-৩ ব্লক সভাপতি আজিজুল হক, ব্লক যুব সভাপতি আবদুল গনি প্রমুখ। আজিজুল বলেন, 'ওয়াকফ আইন জনগণের স্বার্থবিরোধী। এই আইনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।'

পরিদর্শন

হেমতাবাদ, ৪ ডিসেম্বর : দায়িত্ব নেওয়ার পর বৃহস্পতিবার প্রথমবার হেমতাবাদ থানা পরিদর্শন করলেন রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ। বিভিন্ন এলাকার তথ্য নেওয়ার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজ নেন।

স্বস্তিতে সৃঞ্জয়

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে ঢুকতে আর বাধা রইল না তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সভাপতি সৃঞ্জয় সান্যালের। গত ২ ডিসেম্বর বালুরঘাট আদালতে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে সৃঞ্জয়ের নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। এদিন ওই আদালতের অর্ডার কপি প্রকাশ্যে আসে। এ নিয়ে সৃঞ্জয়ের আইনজীবী কৌশিক লাহা বলেন, 'আর নতুন কোনও শর্ত আরোপ করেননি বিচারক।'

বালুরঘাট কলেজের মধ্যেই রয়েছে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস। গত ২৫ নভেম্বর সেই ক্যাম্পাসে সৃঞ্জয়ের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল আদালত। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে পুরোনো বিবাদের এক মামলার শুনানিতেই এমন নির্দেশ দিয়েছিল আদালত।

স্মারকলিপি

হেমতাবাদ, ৪ ডিসেম্বর : হেমতাবাদ ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার বন্ধ সহ ৭ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি বিএমওএইচকে দিল বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকরা রোগী দেখছেন না। কখনও ফার্মাসিস্ট, আবার কখনও নার্সরা রোগী দেখছেন এবং প্রেসক্রিপশন করছেন। কিন্তু ওষুধ কেনার পর প্রেসক্রিপশন ফেরত নেওয়া হচ্ছে। কেউ ফেরত দিতে না চাইলে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।

বিজেপির ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি বিপ্লব সরকার বলেন, 'হেমতাবাদ ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চরম দুর্নীতি চলছে। যে কোনওদিন বিপদ হতে পারে।' যদিও বিএমওএইচ ডাঃ আনসারুল হকের বক্তব্য, টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে স্টাফ নার্সরা চিকিৎসা করতে পারেন।

যাবজ্জীবন

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : দ্বাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে খুনের অপরাধে উজ্জ্বল ওরাওঁ নামে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেছে মালদা জেলা আদালত। বৃহস্পতিবার এডিজে তৃতীয় কোর্টের বিচারক সংঘমিত্রা পোদ্দার এই সাজা ঘোষণা করেন। সরকারি পক্ষের আইনজীবী অমিতাভ মৈত্র জানিয়েছেন, ১৭ জনের সাক্ষির ভিত্তিতে উজ্জ্বলকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ধর্ষণের অপরাধে ১০ বছরের কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের জেল হেপাজত এবং খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ওই ঘটনাটি ২০১৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর রাতে বামনগোলা থানার একটি গ্রামে ঘটেছিল।

আহত ১

গাজোল, ৪ ডিসেম্বর : বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল একটি বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস। বৃহস্পতিবার চলন্ত বাসটির ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাস থেকে তড়িঘড়ি নামতে গিয়ে এক অন্তঃসত্ত্বা তরুণী গুরুতর আহত হন। গাজোলের টোল প্লাজা সংলগ্ন এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর ঘটনাটি ঘটেছে। যদিও বাসকর্মীদের তৎপরতায় ইঞ্জিনে জল ঢেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়।

আহত তরুণীকে চিকিৎসার জন্য গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে ওই মহিলার অবস্থার অবনতি হলে মালদা মেডিকাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

ধান কাঁধে বাড়ির পথে। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের কাছে খাসপুরে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

বৈশিষ্ট্যকে বাগে আনতে বৈঠকের ডাক

বেফাঁস মন্তব্য করে বিতর্কে তৃণমূল নেতা

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ৪ ডিসেম্বর : এর আগেও বারবার বেফাঁস মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন পুরাতন মালদার বরিষ্ঠ কাউন্সিলার তথা তৃণমূল নেতা বৈশিষ্ট্য ত্রিবেদী। তবে পুরসভার চেয়ারম্যান পদ কেনাবেচা নিয়ে তাঁর সাম্প্রতিকতম মন্তব্য ভালো চোখে দেখছে না দল। চেয়ারম্যান পদ নিয়ে টাকার খেলা চলছে এবং রহস্যময় 'ঘোষ তত্ত্ব' তুলে তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা ও প্রাক্তন পুর প্রশাসক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ্যে মুখ খোলায় শহরের রাজনৈতিক মহল উত্তপ্ত। পরিস্থিতি সামাল দিতে বৈশিষ্ট্য-বিরোধী নেতৃত্বরা জরুরি বৈঠক ডাকার প্রস্তুতি শুরু করেছেন। যদিও সেই বৈঠককে খুব একটা পাত্তা দিতে চাইছেন না বৈশিষ্ট্য নিজে।

এব্যাপারে জানতে চাইলে পুরাতন মালদা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিভূতিভূষণ ঘোষ বলেন, 'বৈশিষ্ট্য যে মন্তব্য করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে দলের শীর্ষ নেতারা পদক্ষেপ নেবেন। আমরা ইতিমধ্যে একটি বৈঠক করব। সেই বৈঠকে তাঁর মন্তব্যের বিষয়েও আলোচনা করা হবে। পরবর্তীতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে দলকে জানাব।'

তাহলে কি স্থানীয় নেতৃত্ব বৈশিষ্ট্যর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার পথে হাঁটছে? এ প্রশ্নের জবাবে বিভূতি বলেন, 'এই মুহূর্তে আমরা তার বিরুদ্ধে শোকজ বা কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছি না।'

তবে দলের অভ্যন্তরে এমন প্রতিক্রিয়ার মুখেও অবিচল বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেন, 'দলের একনিষ্ঠ কর্মী। তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকেই দলকে নেতৃত্ব দিয়েছি। তবে অনৈতিক কাজকর্ম আমি সমর্থন করি না। কারা আমার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে বৈঠক করছে, সেটাকে আমি মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছি না।'

> দলের একনিষ্ঠ কর্মী। তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকেই দলকে নেতৃত্ব দিয়েছি। তবে অনৈতিক কাজকর্ম আমি সমর্থন করি না। কারা আমার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে বৈঠক করছে, সেটাকে আমি মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছি না।
>
> **বৈশিষ্ট্য ত্রিবেদী**
> *কাউন্সিলার*

যদিও এদিন তিনি দাবি করেন, টাকার খেলা নিয়ে অভিযোগ তাঁর নয়, জনগণের। তিনি তা তুলে ধরেছেন মাত্র।

এমন বিতর্কিত মন্তব্য করা কিন্তু বৈশিষ্ট্যর পক্ষে নতুন কিছু নয়। এর আগেও অবৈধ নির্মাণ, মার্কেট ঘর তৈরি, কর্মী নিয়োগ ও হোল্ডিং ট্যাক্স কারচুপি নিয়েও তিনি প্রকাশ্যে সরব হয়েছিলেন। এমনকি, পুর প্রশাসক বোর্ডের দায়িত্ব পেয়ে তিনি মঙ্গলবাড়ি রাজীব গান্ধি মার্কেটে অবৈধ নির্মাণ গুঁড়িয়েও দিয়েছিলেন। পুরসভার তরফে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে, নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি সুর চড়িয়েছিলেন। যখন তিনি যা যা বলেছেন, সেসবের বিরুদ্ধ দলের মধ্যে তোলপাড় হয়েছে। কিন্তু দলীয়ভাবে কখনই কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

এবারও বৈশিষ্ট্যর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ যদি করা নাও হয়, তাহলেও অন্য একটি 'ক্ষতি' হতে পারে তাঁর। কী সেই ক্ষতি? বর্তমানে তো পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ খালি। সেই চেয়ারে কে বসবে, সেটা নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে। সেই দৌড়ে বৈশিষ্ট্যও রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু এমন মন্তব্য করার পর আদৌ দৌড়ে থাকবেন, নাকি ছিটকে যাবেন, সেকথা সময়ই বলবে।

স্কুল ড্রেস নিয়ে বিতর্ক পতিরামে

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ৪ ডিসেম্বর : সমস্যা তো মিটছেই না, বরং স্কুল ড্রেস বিতর্ক নতুন মাত্রা পাচ্ছে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের গ্রেপ্তার ও কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবিতে বৃহস্পতিবার মিছিল করলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তিন শতাধিক মহিলা। মিছিল শেষে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ তুলে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার দাবিতে তাঁরা স্মারকলিপি জমা দিলেন বালুরঘাট পূর্ব চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের (এসআই) অফিসে। শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে পাঁচ হাজার মহিলা ঘেরাওয়ে শামিল হবেন বলেও হুঁশিয়ারি তাঁদের।

সোমবার পাগলিগঞ্জ আটইর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় দফায় স্কুল ড্রেস নিয়ে যান মহিলা সংঘের সদস্যারা। কিন্তু তা নিতে অস্বীকার করেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ব্রতীনকুমার রায়। তাঁর বক্তব্য, 'ড্রেসের মান সন্তোষজনক নয়। এই কথা বলায় গোষ্ঠীর এক মহিলা চড় মারতে উদ্যত হন।' যদিও তা মানতে নারাজ গোষ্ঠীর মহিলারা।

মহিলা সংঘের বিক্ষোভ।

সোমবার ড্রেস নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ চলে দীর্ঘসময়। যা নতুন মাত্রা পায় মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা পতিরাম থানায় লিখিত অভিযোগ করলে। কিন্তু ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। কেন পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, এই প্রশ্ন তুলে বৃহস্পতিবার রাস্তায় নামেন বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। পতিরাম পথসাথী প্রাঙ্গণ থেকে দেড় কিলোমিটার মিছিল করে বালুরঘাট পূর্ব চক্রের এসআইয়ের অফিসে পৌঁছান তাঁরা। মহিলা সংঘের প্রধান লাইলা আর্জুর অভিযোগ, 'ওই শিক্ষক শুধু মদ্যপ অবস্থায় স্কুলে এসেছিলেন, তা নয়। ড্রেসে রাজ্য সরকারের লোগো নিয়ে অযথা প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই হবে।'

বালুরঘাট পূর্ব চক্রের এসআই মৃন্ময় সরকার এসআইআর-এর কাজে ব্যস্ত থাকায় দপ্তরে ছিলেন না। তিনি ফোনে বলেন, 'লিখিত অভিযোগ পেলে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হবে।' ব্রতীনের বক্তব্য, তিনি ইতিমধ্যেই দপ্তরকে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন এবং এর বাইরে কিছু বলবেন না।

বুনিয়াদপুর স্টেশন পরিদর্শনে রেলকর্তা

বুনিয়াদপুর, ৪ ডিসেম্বর : অনেকদিন ধরেই বুনিয়াদপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নিম্নমানের মেরামতের অভিযোগ উঠছিল। বৃহস্পতিবার সেই কাজের পরিদর্শনে যান কাটিহার ডিভিশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রমেশ কুমার। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে দিয়ে চলা বুনিয়াদপুর স্টেশনের অবস্থা খতিয়ে দেখেন তিনি। নিম্নমানের কাজের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি শিডিউল অনুযায়ী কাজ বুঝে নেওয়া হবে বলেও স্টেশন কনসাল্টিং কমিটিকে আশ্বস্ত করা হয়। স্টেশনের কাজগুলিও দ্রুততার সঙ্গে করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এদিন স্টেশন কনসাল্টিং কমিটির তরফে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জীব দাস, ফণীভূষণ মাহাতো, প্রদীপ সরকার প্রমুখ।

বেশ কিছুদিন ধরেই বুনিয়াদপুর এনএসজি ৫ ক্যাটিগোরির স্টেশনে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম মেরামত করার কাজ চলছিল। ঠিকাদার সংস্থা সেই কাজ নিম্নমানের করছিল বলে অভিযোগ। স্টেশন কনসাল্টিং কমিটির সদস্যরা এই নিয়ে অভিযোগও করেন।

প্ল্যাটফর্মে রমেশ কুমার সহ অন্যরা। বুনিয়াদপুর স্টেশনে।

সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এদিন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আসেন রমেশ সহ অন্য আধিকারিকরা।

এছাড়া স্টেশনের ফুট ওভারব্রিজে লিফটের ব্যবস্থা, পুরাতন বিল্ডিং-এর মেরামত, পিআরএস ব্যবস্থার অবনতি, শৌচালয় ও পানীয় জলের অভাব ও বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা যাত্রীদের বিশ্রামকক্ষ খোলার সমস্যাগুলিও তাঁকে জানানো হয়। বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করে নিয়ে তিনি সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটি ছোট। সেই কারণে তেভাগা এক্সপ্রেস ও দিল্লিগামী ফরাক্কা এক্সপ্রেস ট্রেনের সাধারণ শ্রেণির ৫টি বগি প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে যায়। তাঁদের অভিযোগ, সাড়ে পাঁচ ফিট নীচু থেকে ট্রেনে উঠতে নাভিশ্বাস উঠে যায়। স্টেশনের এক যাত্রী ধীমান সর্দার বলেন, 'বুনিয়াদপুর স্টেশনের পরিকাঠামোর সেভাবে উন্নতি হয়নি। রেলমন্ত্রককে বলব, স্টেশনের পরিকাঠামোর উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দিতে।'

বিস্কুট আমদানিতে আশার আলো

বিধান ঘোষ

হিলি, ৪ ডিসেম্বর : হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে নতুন আশার আলো তৈরি হয়েছে। নভেম্বর মাসে দিয়ে এই বন্দর দিয়ে শেষবারের মতো ভারত থেকে বাংলাদেশে চাল রপ্তানি হয়েছিল। তারপর থেকে শঙ্কার মেঘে ছেয়েছে বাণিজ্য মহল। সম্প্রতি হিলি স্থলবন্দর হয়ে বাংলাদেশ থেকে বিস্কুট আমদানি শুরু হয়েছে। যা ভারতের ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। গরমের মরশুমে এই বন্দর দিয়ে বিপুল পরিমাণ ফ্রুট জুস ভারতে আমদানি হয়েছিল। এবার সেই তালিকায় বাংলাদেশের বিস্কুট। কাস্টমসের ছাড়পত্রে হিলিতে আমদানি করা বিস্কুট ভিন্নরাজ্যের বাজারে পৌঁছে যাচ্ছে। তাতে কুলি, পরিবহণ ব্যবসা লাভবান হচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা বিস্কুটের লরি।

এই বন্দর দিয়ে মূলত কৃষিজাত পণ্যই বাংলাদেশে রপ্তানি হয়। কয়েকবছর আগে থেকে বোল্ডার রপ্তানিও শুরু হয়। বর্তমানে ওই স্থলবন্দর দিয়ে আলু, চাল, পেঁয়াজ, কাঁচালংকা সহ একাধিক পণ্যের রপ্তানি স্থগিত রয়েছে। পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতি না পেয়ে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতিতে পড়েন ব্যবসায়ীরা। দু'দেশের আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্যে টানাপোড়েনের মধ্যে গ্রীষ্মকালীন মরশুমে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ব্যাপক পরিমাণে ফ্রুট জুস আমদানি হয়। কলকাতার বাণিজ্যিক সংস্থা সেই ফ্রুস জুস আমদানি করে। তারপরে শীতকালীন মরশুমে নতুন করে ওই স্থলবন্দর দিয়ে বিস্কুট আমদানিতে ব্যবসায়ীরা খুশি। কুমিল্লার একটি নামী ব্র্যান্ডের বিস্কুট আমদানি করে ভারতে বাজারজাত করছে অসমের একটি সংস্থা। শুল্ক দপ্তর সূত্রে খবর, প্রত্যেকদিন ৩টি থেকে ১০টি করে লরি বাংলাদেশে থেকে ভারতে বিস্কুট আমদানি করছে। হিলি আমদানি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতা রাজেশকুমার আগরওয়াল বলেন, ইমপোর্ট হওয়ায় ব্যবসায়ীরা লাভের মুখ দেখছেন। স্থানীয়দের কর্মসংস্থান হচ্ছে। গোডাউন ও গাড়ি ভাড়া করা হচ্ছে। আমরাও চাই বাংলাদেশ থেকে ভারতে আমদানির পরিমাণ বাড়ুক।

এই প্রসঙ্গে কাস্টমস ক্লিয়ারিং এজেন্ট পান্না বণিক বলেন, 'হিলি পোর্ট দিয়ে অ্যাগ্রিকালচারাল আইটেম বাংলাদেশে রপ্তানি হত। এখন সেইসব আইটেম রপ্তানি বন্ধ রয়েছে। বৃহস্পতিবারই বাংলাদেশে রপ্তানির জন্য ২০টি গাড়ির স্লট বুকিং রয়েছে। সম্প্রতি বিস্কুট আমদানি শুরু হয়েছে। প্রত্যেকদিন দুই-তিন গাড়ি করে আমদানি হচ্ছে। তাতে ব্যবসায়ীরা কিছু আয় করছেন। ভারতের বাজারে বাংলাদেশের বিস্কুটের চাহিদা রয়েছে। আমদানি বাড়লে সকলেরই মঙ্গল।'

শেষলগ্নে এসআইআর

তথ্য খতিয়ে দেখছেন অশ্বিনী।

সাতদিনে সমাধানের আশ্বাস

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : কারও নামের বানানে সমস্যা, কারও আবার মিলছে না বারকোড। যার জন্য অনেকেরই এনুমারেশন ফর্ম আপলোড হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার মালদায় নির্বাচন কমিশনের সর্বদল বৈঠকে পর্যবেক্ষকের সামনে এমনই বিস্তর সমস্যার কথা তুলে ধরেছে রাজনৈতিক দলগুলি। বর্ধিত সাতদিনের মধ্যে এমন প্রযুক্তিগত সমস্যা মিটে যাবে বলে পর্যবেক্ষক তন্ময় ভট্টাচার্য আশ্বাস দিয়েছেন বলে রাজনৈতিক দলগুলির দাবি। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতেই জেলা প্রশাসনিক ভবনে এদিনের বৈঠক। কমিশন পর্যবেক্ষক, জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা।

এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করার পরেও নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে সার্চ করতে গিয়ে অনেকেই নিজের নাম দেখতে পারছেন না। তাঁরা বুথ লেভেল অফিসারের (বিএলও) সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারছেন, নামের বানান ভুল লেখার জন্য ফর্ম আপলোড হচ্ছে না। অর্থাৎ ভোটার তালিকায় নামের যে বানান রয়েছে, তার সঙ্গে মিলছে না এনুমারেশন ফর্মে লেখা নামের বানান। সমস্যা হচ্ছে বারকোডেও। এই সমস্যার কথা পর্যবেক্ষকের কাছে তুলে ধরেছেন বলে জানান কংগ্রেস নেতা ভূপেন্দ্রনাথ হালদার। তিনি বলেন, 'এমন সমস্যা মালদা জেলার একাধিক জায়গায় দেখা গিয়েছে। তবে সমস্ত ফর্ম আপলোড হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন পর্যবেক্ষক।' বিজেপির প্রতিনিধি নিলাঞ্জন দাস বলেন, 'জেলার ৯৮ শতাংশ এলাকায় বিএলওরা ফর্ম বিলি করেছেন। কিছু বিএলও ফর্ম জমা নিতে অস্বীকার করছেন। পর্যবেক্ষককে জানানো হয়েছে। তিনি জানতে পেরে বিস্মিত হন। ভুল বা ঠিক, সমস্ত ফর্ম জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পর্যবেক্ষক।' তৃণমূলের প্রতিনিধি আশিস কুণ্ডুর বক্তব্য, 'জেলায় ৩১০৬টি বুথ রয়েছে। ১২০০-র বেশি ভোটার থাকলে অগজিলিয়ারি বুথ তৈরি হয়। তাই এই সংক্রান্ত প্রশ্ন রেখেছিলাম। খসরা ভোটার তালিকা প্রকাশের সঙ্গে অগজিলিয়ারি বুথ তৈরি করা হবে বলে পর্যবেক্ষক জানান।'

> এসআইআর-এর কাজ সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখতে নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রতিনিধি এসেছেন। এখনও পর্যন্ত কাজ দেখে উনি সন্তুষ্ট। শুক্রবারও তিনি বিভিন্ন কাজ খতিয়ে দেখবেন।
>
> তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহকুমা শাসক, রায়গঞ্জ

রায়গঞ্জে বাড়ি বাড়ি তথ্য যাচাই অশ্বিনীর

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গজুড়ে চলছে এসআইআর। এর মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষলগ্নে রায়গঞ্জে এলেন নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পরিদর্শক অশ্বিনী যাদব। এদিন রায়গঞ্জের বিডিও অফিস থেকে তিনি পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের শিল্পীনগর এলাকায় চলে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। এলাকার বেশ কিছু বাড়িতে গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে দেখা করেন অশ্বিনী। ভোটারদের এনুমারেশন ফর্মের রিসিভড কপি এবং ভোটার কার্ড দেখেন। উপস্থিত বিএলও সহ অন্যান্য আধিকারিকদের মোবাইল অ্যাপে ভোটারদের তথ্য যাচাইও করেন। এর আগে বুধবার বালুরঘাটে এবং মালদায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করলেও এইভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের তথ্য যাচাইয়ে নামেননি তিনি।

এদিন শিল্পীনগর এলাকার এক বাসিন্দা লিপি মজুমদারের কথায়, 'নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি এদিন আমার বাড়িতে এসেছিলেন। ভোটার কার্ড ও ফর্মের রিসিভড কপি দেখলেন, ছবি তুললেন।' ওই এলাকারই অপর বাসিন্দা দুলাল সরকারও জানান, এসআইআর-এর কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কি না তা দেখতে নির্বাচন কমিশনের পরিদর্শক এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক বলেন, 'এসআইআর-এর কাজ সুষ্ঠুভাবে

হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখতে নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রতিনিধি এসেছেন। এখনও পর্যন্ত কাজ দেখে উনি সন্তুষ্ট। শুক্রবারও তিনি বিভিন্ন কাজ খতিয়ে দেখবেন।'

অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের এমন উদ্যোগ দেখে বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলেন, 'উত্তর দিনাজপুরের পাশাপাশি সব জেলাতেই এসআইআর-এ মৃতদের নাম রাখা, স্বজনপোষণের মতো ঘটনার কথা সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। বিএলওদের চাপ দিয়ে তৃণমূল এই ধরনের কাজ করাচ্ছে। ইতিমধ্যেই আমাদের দলের তরফে নির্বাচন কমিশনের কাছে বার্তা পৌঁছেও দেওয়া হয়েছে। কম্পিউটারে ডেটা এন্ট্রির সময় আইপ্যাকের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে বলে খবর আছে। আমাদের রাজ্য নেতৃত্ব এই ইস্যুতে সিবিআই তদন্ত চেয়েছে।' এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই তথ্য যাচাই করতে পরিদর্শক আসায় সবকিছু ঠিক হবে বলেই তিনি মনে করছেন।

পালটা তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা এপ্রসঙ্গে জানান, নির্বাচন কমিশন কাজ দেখতে পরিদর্শক পাঠিয়েছেন। এই বিষয়ে কিছু বলার নেই। তবে বিজেপি যে আইপ্যাকের নামে অভিযোগ আনছে, তা কি কমিশনের কাছে সত্য হিসাবে প্রমাণিত? যদি তা না হয় তবে মিথ্যা অভিযোগ তোলার জন্য বিজেপি নেতৃত্বের শাস্তি হওয়া উচিত। অন্যদিকে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্তর আশঙ্কা, 'যেসব বাড়িতে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি গিয়েছিলেন সেই বাড়িগুলিতে আগে থেকে বলে দেওয়া ছিল না তো? ভূত ধরতে হলে বস্তি এলাকার বাসিন্দাদের ফর্ম দেখতে যেতে হবে। গ্রামের বাড়িগুলিতেও ফর্ম ও অন্যান্য তথ্য দেখতে যাওয়া উচিত।'

তিনটি দোকানে আগুন

কালিয়াগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার তিনটি চায়ের দোকানে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার রাত প্রায় সাড়ে ৩টের সময় আগুন লাগে। বিষয়টি চোখে পড়তেই বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে থাকেন। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও আগুন লাগার কারণ নিয়ে মুখ খুলতে চাননি দমকলের আধিকারিকরা। তবে তিনটি দোকানের মালিকদের অভিযোগ, জায়গা দখল করার উদ্দেশ্যেই হাসপাতালের পাশে আমাদের দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও কালিয়াগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলির মধ্যে একটি দোকানের মালকিন পম্পা পোদ্দার। তিনি বলেন, 'কেউ শত্রুতা করে দোকানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। অনেকেই চায় আমাদের তিনজন দোকানদারকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে দোকান করতে।' ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার বিভাস সাহার দাবি, 'এরকম হলে প্রশাসনের তরফ থেকে সিসিটিভি নজরদারি চালানো উচিত।'

সময়সীমা বাড়ানোর দাবি

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : ওয়াকফ মোতুয়ালিদের জমির তথ্য জমা দেওয়ার সময়সীমা ৬ মাস বাড়ানোর দাবি তুললেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। বৃহস্পতিবার এনিয়ে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর কাছে লিখিত দাবি জানান তিনি। এবিষয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনাও হয়। ইশা বলেন, 'উমিদ পোর্টালের সমস্যার কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ওয়াকফ নথি আপলোড করা সম্ভব হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য রেজিস্টার্ড ওয়াকফ কমিটি রয়েছে যারা এখনও তাদের নথি পোর্টালে দাখিল করতে পারেনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমাকে মৌখিকভাবে সময়সীমা বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন।'

কেন্দ্রীয় কমিটিতে শুভব্রত

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডে এবিভিপির রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতিতে আরও একবার জায়গা পেয়েছেন রায়গঞ্জের শুভব্রত অধিকারী। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক (উত্তরবঙ্গ) দীপ দত্ত একথা জানান। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ অন্যান্য জেলায় জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ অভিযানে নামা হবে বলে দীপ জানিয়েছেন।

বৈঠক

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : টোটো এবং ই-রিকশা রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বাড়ানোর দাবিতে সরব হন টোটোচালকরা। অবশেষে রেজিস্ট্রেশনের সময় বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর করা হয়েছে। আগে জানানো হয়, ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত নথিভুক্তি চলবে। এরপর আর কোনও অবৈধ টোটো রাস্তায় চলবে না বলে সাফ হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরে টোটোচালকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন আরটিও সজলকুমার মণ্ডল।

চলছে জলাশয় ভরাট। মানিকচকে।

কাঠগড়ায় বিজেপি নেতাও

অনুমোদন ছাড়া জলাশয় ভরাট

আজাদ

মানিকচক, ৪ ডিসেম্বর : মানিকচকের মথুরাপুরে জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সরকারি জলাশয় ভরাটের অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার মানিকচকে এই নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়। সেখানে ভূমি সংস্কার দপ্তরের কোনওরকম অনুমোদন ছাড়াই দেদারে জলাশয় ভরাট চলছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন এক প্রোমোটারও। স্থানীয়দের আপত্তি সত্ত্বেও সেখানে একপ্রকার জোরপূর্বক জলাশয় ভরাট চলছে বলে অভিযোগ।

তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি নেতা গৌরচন্দ্র মণ্ডল প্রভাব খাটিয়ে এই কাজ করে চলেছেন। যদিও তৃণমূলের দাবি মানতে নারাজ গৌর।

পালটা শাসকদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন তিনি। তবে খবর পাওয়ামাত্রই তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেয় মানিকচক থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছে জলাশয় ভরাটের কাজ বন্ধ করে দেন তাঁরা।

অনেকদিন ধরেই মানিকচকের মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধর্ম্মুটোলা দুর্গা মন্দির থেকে বাঁধে যাওয়ার রাস্তার পাশে জলাশয় ভরাটের কাজ চলছে।

জলাশয়টি মথুরাপুর ও কামালপুর মৌজার মূল নিকাশিনালার কাজ করে থাকে। অভিযোগ, জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী জমির ওপর প্রোমোটার বাহিনীর চোখ পড়েছে। অধিক মুনাফার জন্য জলাশয় ভরাট করে জমি প্লটিংয়ের কাজ শুরু করেছে মাফিয়ারা। গ্রামবাসীদের দাবি, এই জলাশয় বন্ধ হয়ে গেলে জলনিকাশি ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়বে।

এই এলাকার বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে চাষের জমি রয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি মুরগি ও গৃহপালিত পশুর ফার্মও রয়েছে। জলাশয়টি বন্ধ হয়ে গেলে এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেবে বলে জানাচ্ছেন তাঁরা। গ্রামবাসী তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য মন্টু মণ্ডল বলেন, 'এই জলাশয় হচ্ছে আমাদের এলাকার মূল নিকাশি ব্যবস্থা। এই জলাশয় ভরাট হলে আমাদের ভীষণ সমস্যা হবে।'

আর এই কাজে নাম জড়িয়েছে বিজেপি নেতা গৌরচন্দ্র মণ্ডলের। মানিকচক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি ইমরান হাসান দাবি করেন, গৌরের প্রভাবে তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রোমোটার বাহিনী একপ্রকার জোরপূর্বক জমি ভরাটের কাজ করছে।

> এই জলাশয় হচ্ছে আমাদের এলাকার মূল নিকাশি ব্যবস্থা। এই জলাশয় ভরাট হলে আমাদের ভীষণ সমস্যা হবে।
>
> মন্টু মণ্ডল
> প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য

পালটা গৌর মণ্ডল বলেন, 'বিজেপি জমি প্রোমোটারের সঙ্গে যুক্ত নয়। তৃণমূল নেতাদের মদতে এই ধরনের কাজ চলছে।

অনুমোদন ছাড়া জলাশয় ভরাটের অভিযোগ মেনে নিয়েছেন গৌর-ঘনিষ্ঠ এক প্রোমোটার। প্রফুল্ল মণ্ডল নামে এক প্রোমোটার বলেন, 'এখানে সবাই জমি ভরাট করেছে। তাই আমি করেছি। বেআইনি কাজ করলে প্রশাসন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।' তবে এদিন খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে এসে তড়িঘড়ি জলাশয় ভরাটের কাজ বন্ধ করে মানিকচক পুলিশ।

দোষী আদালতের অ্যাকাউন্ট্যান্ট

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : আদালতকর্মীদের জিপিএফ-এর চার লক্ষ টাকা তছরুপের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলেন বালুরঘাট আদালতের অ্যাকাউন্ট্যান্ট সৌভিক মজুমদার। শুক্রবার এই মামলার রায় ঘোষণা করবেন বালুরঘাট জেলা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক (ফাস্ট কোর্ট) সন্তোষকুমার পাঠক। বৃহস্পতিবার বিকেলে বালুরঘাটে সাংবাদিকদের এমনটাই জানালেন বালুরঘাট জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী।

২০২২ সালের ৩ মার্চ জেলা ও দায়রা বিচারকের নির্দেশে বালুরঘাট আদালতের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ

তছরুপের মামলা

অফিসার সুভাষচন্দ্র রায় বালুরঘাট থানায় একটি মামলা রুজু করেন। আদালতের ৩ জন কর্মীর গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ৪ লক্ষ টাকা তছরুপ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। বালুরঘাট থানার পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি ৪৭৭(এ) ধারায় মামলা করে তদন্ত শুরু করে। ওই কর্মীদের নামের পাশে নিজের মোবাইল নম্বর দিয়ে আলাদা দুটি অ্যাকাউন্টে ওই টাকা সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছিল সৌভিকের বিরুদ্ধে। এতদিন বালুরঘাট আদালতে ওই মামলার শুনানি চলছিল। বিভিন্ন সাক্ষ্য, প্রমাণ ও নথির ভিত্তিতে অবশেষে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন বিচারক।

মারধর করে জমি দখলের চেষ্টা

অভিযুক্ত প্রধানের স্বামী ও তাঁর ভাই

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ৪ ডিসেম্বর : এর আগেও একবার জমি নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ হয়। সেবার পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ইটাহার গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই ২২ শতক জমি কোনওভাবেই ছাড়তে রাজি নন পঞ্চায়েত প্রধান বিলকিস খাতুনের স্বামী সাহেরুল হকের ভাই।

তাই এবার একেবারে সদলবলে ধারালো অস্ত্র নিয়ে জমি দখলের চেষ্টা করেন সাহেরুল। অভিযোগ, বুধবার রাতে জমি দখল করতে গিয়ে একজনকে বেধড়ক মারধরও করা হয়। মহম্মদ ইলিয়াস নামে গুরুতর জখম ওই ব্যক্তি বর্তমানে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই ঘটনায় বৃহস্পতিবার ইলিয়াসের ছেলে আহেদুর রহমান সাহেরুল ও

তাঁর ভাই আনসারুল হকের বিরুদ্ধে ইটাহার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ইটাহার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হচ্ছে।

এদিকে, সাহেরুল অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ওই জায়গার সঙ্গে আমার বা প্রধানের কোনও সম্পর্ক নেই। যারা এই অভিযোগ করছে তারাই এলাকায় দুষ্কৃতী বলে পরিচিত।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইটাহার থানার ঘেরা মোড় এলাকায় প্রায় ২২ শতক জায়গা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই বিবাদ চলছে ইলিয়াস ও আনসারুলের মধ্যে। মাসদুয়েক আগেও একবার আনসারুল ও সাহেরুল লোকজন নিয়ে গিয়ে খুঁটি পুঁতে ওই জায়গাটি দখলের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। ফের রাতে তাঁরা জমি দখলের মরিয়া চেষ্টা চালান।

আহেদুরের কথায়, 'ইটাহার পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী আমাদের জায়গা অবৈধভাবে তাঁর ভাইয়ের নামে রেকর্ড করে নিয়েছেন। বুধবার রাত ৯টা নাগাদ সাহেরুল বোমা, ধারালো অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র সমেত প্রায় ৫০-৬০ জন লোক নিয়ে ওই জায়গাটা দখল করতে আসেন। আমার বাবা বাধা দিতে গেলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়।'

থানায় অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি 'দিদিকে বলো'-তেও পুরো বিষয়টি জানিয়ে ন্যায্য বিচার চেয়েছেন তিনি।

এদিকে সাহেরুলের দাবি, 'জায়গাটি আমার ভাইয়ের নিজস্ব রায়তি সম্পত্তি। আমি যতদূর জানি, ওই জায়গার মালিকানা সংক্রান্ত কাগজও রয়েছে আমার ভাইয়ের কাছে। ভাই ওই জায়গায় কাজ করতে গেলে বারবার তাঁরাই ভাইকে বেআইনিভাবে বাধা দিচ্ছে।'

সুকান্তর দাবি

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গে রেলের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে গতি আনতে রেলমন্ত্রীর কাছে দরবার করলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন রায়গঞ্জ লোকসভার সাংসদ কার্তিক পাল। বুধবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। বৃহস্পতিবার এক ভিডিও বার্তায় সুকান্ত সেই খবর জানান। সুকান্ত জানিয়েছেন, বালুরঘাট থেকে বেঙ্গালুরু এবং গুয়াহাটি ট্রেনের দাবি জানানো হয়। রেলমন্ত্রী বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

দ্রুত সুরাহা না হলে আন্দোলনের ডাক

অমিল মৌজা ম্যাপ, সমস্যায় আমিনরা

সুবীর মহন্ত ও বিধান ঘোষ

বালুরঘাট ও হিলি, ৪ ডিসেম্বর : জমির সমীক্ষা করতে গিয়ে মহা মুশকিলে পড়েছেন আমিন সার্ভেয়াররা। কারণ, জেলা প্রশাসনের কার্যালয় থেকে মৌজা ম্যাপ মিলছে না। চালান কেটেও বিড়ম্বনায় পড়েছেন আমিন সার্ভেয়াররা। মৌজা ম্যাপ অমিল বলে জেলাজুড়ে জমি জরিপের কাজে সমস্যা তৈরি হয়েছে। মাস তিনেক ধরে মৌজা ম্যাপে বিতরণ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে থাকলেও ভ্রুক্ষেপ নেই জেলা প্রশাসনের। দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিকের দাবি করেছে আমিন সার্ভেয়াররা।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আমিন সার্ভেয়ার সংগঠনের সম্পাদক সুশীলকুমার মণ্ডল বলেন, 'দুর্গাপুজোর আগে থেকে এলআর মৌজা ম্যাপ জেলা ভূমি দপ্তর থেকে বিতরণ করা হচ্ছে না। যার কারণে জেলার ২৫০ আমিন সার্ভেয়ার সমস্যায় পড়েছেন।' সমস্যার কথা স্বীকার করে অতিরিক্ত জেলা শাসক ইজাজ আহমেদ (ভূমি) বলেন, 'এটা আমাদের নজরে রয়েছে। সমস্যা সমাধানের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।'

জমি জরিপের জন্য মৌজা ম্যাপের প্রয়োজন। মৌজা ম্যাপের চিহ্নিত দাগ ধরে জমি জরিপের কাজ করেন আমিন সার্ভেয়াররা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৮টি ব্লকের ও ৩টি পুরসভার মৌজা ম্যাপ কেবল

জমি জরিপে সমস্যা

- জেলার ৮টি ব্লকের ও ৩টি পুরসভার মৌজা ম্যাপ কেবল বালুরঘাটের জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকেই বিতরণ করা হয়
- সেই ম্যাপ দুর্গাপুজোর আগে থেকেই মিলছে না
- যার কারণে জেলার ২৫০ আমিন সার্ভেয়ার সমস্যায় পড়েছেন
- সমস্যার সমাধান না হলে আন্দোলনের ডাক

বালুরঘাটের জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকেই বিতরণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের বাংলাভূমি অনলাইন পোর্টালে মৌজা ম্যাপের আবেদন করে গ্রিপস পোর্টালে (গভর্নমেন্ট রিসিট পোর্টাল সিস্টেম) ১৫০ টাকা জমা দিতে হয়।

তারপরেই অনলাইনে তৈরি হওয়া আবেদনপত্র ও টাকা দাখিলের রসিদ প্রিন্ট করে ১০ টাকার কোর্ট ফি দিয়ে আবার জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ম্যাপ সেকশনে তা জমা দিতে হয়। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে তারপরে আবেদনকারীর হাতে মৌজা ম্যাপ তুলে দেন আধিকারিকরা।

কিন্তু অভিযোগ, দুর্গাপুজোর ছুটির আগে থেকে মৌজা ম্যাপ বিতরণ বন্ধ রয়েছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমিন সার্ভেয়ার থেকে সাধারণ মৌজা ম্যাপের আবেদন করেও জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে খালি হাতে ঘুরে আসছে। মৌজা ম্যাপ অমিলের জেরে জমি জরিপের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ায় সমস্যায় পড়েছে আমিন সার্ভেয়ার সাধারণ মানুষ।

হিলির আমিন সার্ভেয়ার গুলিজার আলি মণ্ডল বলেন, 'জমি জরিপের কাজ করতে গেলে সবার আগে মৌজা ম্যাপের প্রয়োজন। আমি সেই দুর্গাপুজোর আগে মৌজা ম্যাপের জন্য আবেদন করেছিলাম। তারপর থেকে জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অফিসে মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ করার জন্য ঘুরছি। কিন্তু তিন মাস হয়ে গেলেও মৌজা ম্যাপ দিচ্ছে না। খালি হয়রান হয়ে ঘুরে যাচ্ছি।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা সাবিত্রী ছেত্রি - কে 06.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 40E 57701 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "এই পুরস্কারের টাকা পাওয়ার ফলে আমি আর্থিক নিরাপত্তার একটি শক্তিশালী ভিত্তি পেয়েছি। আমি কখনও কল্পনা করিনি যে ভাগ্য এত অসাধারণভাবে আমার প্রতি অনুগ্রহ করবে। এই ব্যতিক্রমী সুযোগ দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।"
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

ছাব্বিশের কথা

২০২৬-এর মার্চ-এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ধরে নিয়ে পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল জমানার সাড়ে ১৪ বছরের কাজের 'রিপোর্ট কার্ড' পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বছরের পর বছর কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও কৃষি, শিল্প, পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান- সবেতেই দারুণ রকমের উন্নতি হয়েছে রাজ্যের।

নির্বাচন এলেই মমতার অন্য রূপ। কার্যত একাই দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন তিনি। ২০১১-য় বাংলায় ক্ষমতায় আসার পর একমাত্র '১৯-এর লোকসভা ভোটে তৃণমূল কিছুটা চাপে পড়েছিল। বিজেপি অবশ্য '২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়ে। বঙ্গ বিজেপিকে ২০০ আসন জয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন শা। শেষে ৭৭টি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় শুভেন্দু অধিকারীদের। সেই ৭৭-ও কমতে কমতে ৬৫-তে ঠেকেছে। '২৪-এর লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল পায় ২৯ আসন, আর বিজেপি ১২।

এখন প্রশ্ন, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে কী হবে? পনেরো বছরের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া নিশ্চয়ই বড় ফ্যাক্টর। তাছাড়া পরপর নারী নির্যাতনের ঘটনা। সেই পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে কামদুনি, কালিয়াগঞ্জ, হাঁসখালি, আরজি কর, কসবা, দুর্গাপুর... তালিকাটি দীর্ঘ। ঘটেছে বগটুইয়ের মতো গণহত্যাও।

আইনশৃঙ্খলার এই হালের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে চরম দুর্নীতি। দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন জেলবন্দি থেকেছেন দুজন মন্ত্রী, কয়েকজন বিধায়ক-নেতা। রাজ্যে নতুন কোনও শিল্প, কলকারখানা, কর্মসংস্থান নেই। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দু'কোটি মানুষকে তাঁর সরকার চাকরি দিয়েছে। উন্নয়ন-রথ নাকি ছুটছে দ্রুত। যেমন, দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করা গিয়েছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষকে, ছয়-ছয়টি অর্থনৈতিক করিডর নির্মাণ চলছে, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গড় উৎপাদন ৪.৪১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, দেউচা-পাঁচামিতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনিতে ১ লক্ষ কর্মসংস্থানের আশা তৈরি হয়েছে, বাংলার সিলিকন ভ্যালিতে রয়েছে ২৮০০ তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা, অশোকনগর ওএনজিসি জোন ও কর্মদিগন্তে ৩৫০০০ কোটি লগ্নি।

মুখ্যমন্ত্রীর এইসব দাবির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু একটা বিষয় খুব পরিষ্কার, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, বেকার ভাতা, ইমাম ভাতা, পুরোহিত ভাতা প্রভৃতি সামাজিক প্রকল্পের দৌলতে শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্র তৃণমূলের আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা। এইসব প্রকল্পে দুর্নীতি যে নেই, তা নয়। উপযুক্ত নজরদারির অভাবে সরকারি অর্থ নানাভাবে নয়ছয় হচ্ছে। কিন্তু গরিব মানুষ মাসে মাসে সামান্য টাকা হাতে পেয়েও খুব খুশি হন।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ২ কোটি ২১ লক্ষ উপভোক্তাকে মোট ৭৪ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে আছে প্রতি বছর রাজ্যের হাজার হাজার ক্লাবকে পুজো অনুদান। '২৪ সালে ৪৫০০০-এরও বেশি পুজো কমিটিকে দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে। এনিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। অভিযোগ, রাজ্যে কারখানা নেই, শিল্প নেই, আর জনগণের করের টাকা উলটোপালটাভাবে নয়ছয় করা হচ্ছে।

কিন্তু বিভিন্ন নির্বাচনে দেখা গিয়েছে, এইসব সামাজিক প্রকল্পের সুফল ভোগ করছে রাজ্যের শাসকদল। পরিশেষে বলতেই হয় এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা। জাতীয় স্তরের নেতাদের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম এসআইআর নিয়ে মুখ খোলেন। কমিশনকে দু'বার চিঠি পাঠানো, কমিশনে প্রতিনিধিদল পাঠানো, এসআইআর-এর জন্য মাত্র দু'মাস সময় অপর্যাপ্ত- সেকথা সকলকে বোঝানো, এসআইআর আতঙ্কে মৃত ও আত্মঘাতীদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো-- এইসব পদক্ষেপ তৃণমূলকে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে।

যদিও ভোটের ক্ষেত্রে কিছুই আগাম বলা যায় না। তবুও এরাজ্যে প্রধান বিরোধী দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা, নেতাদের মধ্যে অনৈক্য, নিষ্ঠার অভাব, বিভিন্ন ইস্যুতে দলের আত্মঘাতী নীতি মমতার পক্ষে ছাব্বিশের ভোটে কিছুটা স্বস্তির কারণ তো বটেই।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

সহিষ্ণুতার অনুপস্থিতি আর আমরা

আজ অসহিষ্ণুতা শুধু ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই— এটি সমাজের প্রতিটি কোষে ছড়িয়ে পড়ছে।

রুদ্র সান্যাল

এআই।

অসহিষ্ণুতা নিয়ে আলোচনা শুরু হলেই আমরা সচরাচর ধর্মীয় বিভাজনের কথাই আগে মনে করি। সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম, রাজনৈতিক ভাষ্য এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক— সবই যেন ইঙ্গিত করে যে অসহিষ্ণুতার একমাত্র ক্ষেত্র ধর্ম। কিন্তু বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল। অসহিষ্ণুতা আজ সমাজজীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে— পরিবার থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা থেকে রাজনীতি, এমনকি ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে রাষ্ট্রীয় স্তরের নীতি পর্যন্ত। নতুন বৈষম্য, নতুন বিরোধ, নতুন ক্ষোভ— সবই মিলেমিশে এক বিস্তৃত সামাজিক সমস্যার রূপ নিচ্ছে।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা নিঃসন্দেহে একটি বাস্তব ও আলোচিত সমস্যা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মের নামে সংঘাত বেড়েছে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক জরিপে দেখা গিয়েছে, বিশ্বে প্রায় ৫৭ শতাংশ দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর নানামুখী চাপ রয়েছে। ভারতেও বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার খবর শিরোনামে এসেছে। কিন্তু ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার এই চিত্র সমাজের বৃহত্তর অসহিষ্ণুতার কেবল একটি অংশ। আরও গভীর ও নীরব অসহিষ্ণুতা প্রতিদিন আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ছড়িয়ে পড়ছে— যা অনেকসময় আলোচনায় আসে না, কিন্তু প্রভাব ফেলে আরও বিস্তৃতভাবে।

সমাজে মতের ভিন্নতা গ্রহণ করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যালগরিদম আমাদের এমন বুদবুদে আটকে রাখে যেখানে আমরা কেবল নিজের মতের প্রতিধ্বনি শুনি। ফলে অন্য মতের প্রতি সহনশীলতা কমে যায়। একই ঘটনা দেখা যায় রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রেও। গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী মতের প্রতি গ্রহণযোগ্যতা থাকা জরুরি। অথচ আজ রাজনৈতিক মেরুকরণ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে ভিন্নমতকে অনেকেই শত্রুতার চোখে দেখেন। যুক্তির বদলে ব্যক্তিগত আক্রমণ, আলোচনার বদলে বিদ্বেষ তৈরি হয়। ফলে সমাজ আরও বিভক্ত হয়ে পড়ে।

শিক্ষাঙ্গনেও অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ, ক্যাম্পাসে মত প্রকাশের সীমাবদ্ধতা বা প্রতীকী স্বাধীনতার সংকট— এসবই নির্দেশ করে যে সহিষ্ণুতার জায়গা সংকুচিত হচ্ছে। অথচ শিক্ষাঙ্গনই হওয়া উচিত মতের চর্চা, বিতর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার প্রশিক্ষণের জায়গা। সেখানে যদি অসহিষ্ণুতা দানা বাঁধে, তাহলে ভবিষ্যৎ নাগরিকরা কীভাবে সহনশীলতার চর্চা করবে?

অসহিষ্ণুতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল অর্থনৈতিক জীবন— বিশেষ করে বেকার এবং চাকরিজীবীদের মধ্যেকার টানাপোড়েন। দীর্ঘদিন ধরে বেকারত্ব ভারতের অন্যতম গুরুতর সমস্যা। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সিএমআইই)-র তথ্য অনুযায়ী, দেশে যুবসমাজের বেকারত্বের হার প্রায় ২০ শতাংশ ছুঁইছুঁই। এই পরিস্থিতিতে চাকরি পাওয়া মানুষের প্রতি কিছু বেকারের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। তাঁরা মনে করেন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ পাচ্ছেন না, অথচ অন্যরা হয়তো ভাগ্য বা পরিচিতির কারণে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে চাকরিজীবীরাও নানা অসুরক্ষা ও সংকটের মধ্যে দিন কাটান— চাকরি হারানোর ভয়, কাজের চাপ, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা, অপ্রতুল বেতন বৃদ্ধি সব মিলিয়ে মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাঁরা চাপে থাকেন। ফলে তাঁরা অনেক সময় বেকারদের ক্ষোভকে ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে নেন, কিংবা নিজেদের অবস্থান রক্ষার চেষ্টায় আরও কঠোর হন।

এই দুই শ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সমাজে অদৃশ্য এক অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে। পরিবার বা বন্ধুদের মধ্যেও দেখা যায়— একজন চাকরি পেলেই অন্যজনের মধ্যে হীনম্মন্যতা, বিরক্তি বা ঈর্ষা জন্ম নেয়। আবার চাকরিজীবীরা কখনো-কখনো বেকার বন্ধুদের 'অক্ষম' বা 'অপরিশ্রমী' ভাবতে শুরু করেন— যা সম্পূর্ণ অবিচার। এই পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ভুল বোঝাবুঝি সমাজে আর্থিক-মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব বাড়ায়। অথচ, দুই পক্ষের বাস্তব সমস্যাই সত্য— একদিকে কর্মসংস্থানের সংকট, অন্যদিকে কর্মস্থলের চাপ। সমাধানও তাই একপাক্ষিক নয়; দরকার নীতিগত পরিবর্তন, দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ, এবং সবচেয়ে বড় কথা— পারস্পরিক সহানুভূতি।

অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, সামাজিক বিভাজন, প্রযুক্তিগত চাপ— সবই মিলেমিশে নতুন ধরনের অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে। আমরা অনেক সময় বুঝতেই পারি না কতখানি রেগে যাচ্ছি, কতখানি বিরক্ত হচ্ছি, বা কতখানি অন্যের ওপর ঈর্ষা তৈরি করছি। অথচ সহিষ্ণুতা গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে— ক্ষমা করার চর্চা, বোঝার চেষ্টা, সময় দেওয়া, অন্যের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া— এসবের মধ্য দিয়ে। সমাজে অসহিষ্ণুতা কমানোর সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে কথোপকথন। মতের ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ভিন্নতাকে সম্মান করার চর্চা আমাদের শিখতে হবে।

এই বৃহত্তর অসহিষ্ণুতার প্রেক্ষাপটে আজ সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি হল এসআইআর-(স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন)-এর কাজের সঙ্গে যুক্ত বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)-দের প্রতি সমাজের মনোভাব। মাঠ পর্যায়ে প্রতিদিন অসংখ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কাজ করতে হচ্ছে এই কর্মীদের— অপর্যাপ্ত সময়, জনবল সংকট, প্রযুক্তিগত সমস্যা, অবিরাম আপডেট, আর প্রশাসনিক চাপ। অথচ সামাজিক মাধ্যমে বহু মানুষ ঠাট্টা করে লিখছেন, 'এতদিন ফাঁকি মেরে শরীরে জং ধরে গিয়েছে, তাই কাজ করতে পারছে না।' কেউ ভাবছেন না যে, নথি যাচাই থেকে শুরু করে বাড়ি বাড়ি ঘোরা— এই প্রতিটি দায়িত্বই কী কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁদের পালন করতে হচ্ছে। বরং তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা, কটাক্ষ এবং অপমানসূচক মন্তব্যই বেশি চোখে পড়ছে। এতে স্পষ্ট যে, সমাজে সহানুভূতির জায়গা ক্রমশ ছোট হচ্ছে, এবং অসহিষ্ণুতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে অন্যের পরিশ্রম, সমস্যা বা সংগ্রাম— কিছুই বোঝার প্রয়োজন মনে করা হচ্ছে না।

পরিবারেও অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। প্রজন্মগত ব্যবধান, আর্থিক চাপ এবং সময়ের অভাব— সব মিলিয়ে পরিবারে কথা বলার জায়গা কমে যাচ্ছে। ছোটখাটো বিষয়েও বিরক্তি, উত্তেজনা ও তর্ক তৈরি হচ্ছে। আগের যুগে পরিবার ছিল মানসিক নিরাপত্তার জায়গা; আজ অনেকের জন্য সেটিও চাপের জায়গা হয়ে উঠছে। একইসঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনও এই অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে। আমরা দ্রুতগতির জীবনে ধৈর্য হারাচ্ছি, দ্রুত বিচার করতে চাই, দ্রুত রাগ করি, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিই। ফলে সমাজে সহনশীলতার জায়গা সংকুচিত হচ্ছে।

অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, সামাজিক বিভাজন, প্রযুক্তিগত চাপ— সবই মিলেমিশে নতুন ধরনের অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে। আমরা অনেক সময় বুঝতেই পারি না কতখানি রেগে যাচ্ছি, কতখানি বিরক্ত হচ্ছি, বা কতখানি অন্যের ওপর ঈর্ষা তৈরি করছি। অথচ সহিষ্ণুতা গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে— ক্ষমা করার চর্চা, বোঝার চেষ্টা, সময় দেওয়া, অন্যের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া— এসবের মধ্য দিয়ে।

সমাজে অসহিষ্ণুতা কমানোর সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে কথোপকথন। মতের ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ভিন্নতাকে সম্মান করার চর্চা আমাদের শিখতে হবে। শিক্ষা, পরিবার, প্রশাসন, মিডিয়া— সব জায়গায় সহিষ্ণুতা বাড়ানোর উদ্যোগ জরুরি। ব্যক্তিগত সম্পর্কেও আমাদের গভীর মনোযোগ দরকার— অভিযোগ নয়, বোঝার চেষ্টা; প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা; ঈর্ষা নয়, আন্তরিকতা।

আজ অসহিষ্ণুতা শুধু ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই— এটি সমাজের প্রতিটি কোষে ছড়িয়ে পড়ছে। এই প্রবণতা যদি রোধ না করা যায়, তাহলে সামাজিক শান্তি, গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য এবং মানুষের মানসিক সুস্থতা— সবই হুমকির মুখে পড়বে। সহিষ্ণুতা দুর্বলতার লক্ষণ নয়; বরং সভ্যতার শক্তি। আমাদের সম্মিলিত চর্চার মাধ্যমেই সহিষ্ণুতাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে— নিজের ভিতরে, সমাজের ভিতরে, ভবিষ্যতের ভিতরে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৫১ আজকের দিনে প্রয়াত হন চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯২৫ সুরকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

যদি এসআইআর না করতে দিতাম, তা হলে ভোট না করে ওরা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করত। বুঝেছেন অমিত শা'র চালাকি? আমরা অত বোকা নই বাবুমশাই, গোদিভাই! আমরা করব, লড়ব। আমরা জিতে দেখাব। আমাদের ভাতে মারা যাবে না। সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যাবে না।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

দু'দিনের সফরে ভারতে এসেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁর আসার আগে বারাণসীতে তাঁকে অভ্যর্থনার দৃশ্য ভাইরাল। টেবিলে পুতিনের ছবি রেখে কয়েকজন মহিলা প্রদীপ জ্বালিয়ে, ভক্তিমূলক গান করে 'বরণ' করছেন। পাশে পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে কয়েকজন।

ভাইরাল/২

কেমন আছো? 'আজ ভালো আছি!' বৃন্দাবনের প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাবলীল ভঙ্গিমায় কথা কৌতুকাভিনেতা রাজপাল যাদবের। রাজপালের কথা শুনে হেসে কুটোপাটি মহারাজ। তাঁর 'সেন্স অফ হিউমার'-এর প্রশংসা শোনা গেল মহারাজের গলায়। আপ্লুত রাজপাল নিজেও।

জনমন জনমত

উন্নয়নের নামে নষ্ট জনগণের করের টাকা

সিমেন্ট, ইট, বালি, পাথর একবার জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলেই উন্নয়ন। সারা বাংলাজুড়ে এই উন্নয়নের ধারা বহাল রয়েছে। বাদ পড়েনি উত্তরবঙ্গের ছোট্ট অথচ খুব সুন্দর শহর ময়নাগুড়িও। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক আনুকূল্যে এবং ময়নাগুড়ি পুরসভার তত্ত্বাবধানে, বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তা তৈরির শিলান্যাস হয়ে গেল।

এই ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তার কথা প্রায় প্রতি মাসেই উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় লেখা হত। কারণ শেষবার এই রাস্তাটি তৈরি হওয়ার পর রাস্তার গুণগতমান এমনই ছিল যে মাত্র ৬-৭ মাসের মধ্যেই তা ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। উন্নয়নের চাপে এই বিষয় নিয়ে এজেন্সিকে চাপ না দেওয়ায় এলাকাবাসী সহ বহু ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া গর্ভবতী মায়েরা প্রায় চার বছর হোঁচট খেতে খেতে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হয়েছেন।

বর্তমানে বহু এলাকায় পেভার্স ব্লক দিয়ে রাস্তা তৈরি করার জন্য সরকারের একটা অদম্য ইচ্ছা চোখে পড়ছে। কিন্তু বিষয়টা হল, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ওই রাস্তার নীচে জল সরবরাহের দুটি বড় আকারের পাইপলাইন আছে। যার সঙ্গে এলাকার প্রতিটি বাড়ির জলসংযোগও দেওয়া আছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই রাস্তাটি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত থাকায় রাস্তাটি দিয়ে হামেশাই ভারী যানবাহন চলাচল করে। এই কারণে মাসে ২-৩ বার জলের পাইপ ফেটে যাওয়ার রেওয়াজ আছে। পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি হওয়ার পর যদি এভাবে জলের পাইপ মাঝে মাঝেই ফেটে যায়, তাহলে কি রাস্তাটি চলাচলের উপযুক্ত থাকবে?

পরিকল্পনাহীন, বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় না করে শুধুমাত্র 'উন্নয়ন'-এর লক্ষ্যে জনগণের করের টাকা এভাবে নষ্ট হওয়ায়, আদতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়বে বলেই মনে করি।

স্নেহাশিস চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ি।

সব শিক্ষককে শাস্তি দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়

৩২০০০ শিক্ষকের চাকরি আপাতত বেঁচে গেল। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর কিংবা সিবিআই প্রকৃত দোষীদের বা অযোগ্যদের শনাক্ত করতে পারেনি। সঠিক এবং প্রামাণ্য তথ্যও দিতে পারেনি। এক্ষেত্রে ডিভিশন বেঞ্চ মনে করেছে, সব শিক্ষককে শাস্তি দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়। সিবিআইয়ের অক্ষমতার দায় কেন যোগ্য শিক্ষকদের ওপরে বর্তাবে? তাই হাইকোর্টের রায় সঠিক বলেই মনে হয়। এর আগে প্রায় ২৬০০০ চাকরিহারা শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও একই রায় হওয়া উচিত ছিল, পুরো প্যানেল বাতিল করা ঠিক হয়নি।

আশিস রায়চৌধুরী, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৫৪৩৫১০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩০৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৬৭৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

ডাক্তারবাবুরা পাশে, কিন্তু শিক্ষকমশাইরা?

আরজি করের ঘটনায় চিকিৎসকরা পথে নেমেছিলেন। চাকরি হারানো শিক্ষকদের জন্য সহকর্মীরা উলটো অবস্থানে।

রাহুল দাস

কোনও সমাজের নৈতিক শক্তি পরিমাপ করতে গেলে শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা প্রশাসনের দিকে তাকালে পুরো ছবি পাওয়া যায় না, দেখতে হয় শিক্ষক সমাজকে- যারা আগামী প্রজন্মের বিবেক, যুক্তি ও ন্যায়বোধ গড়ে তোলে। সেই হিসেবে 'হীরক রাজার দেশে'-র উদয়ন পণ্ডিত কেবল এক চরিত্র নন; তিনি সত্য, প্রতিবাদ ও মূল্যবোধের এক প্রতীক। অত্যাচারী রাজশাসনের মুখোমুখি হয়েও যিনি নির্ভয়ে সত্য উচ্চারণ করেছিলেন, শিশুদের শিখিয়েছিলেন স্বাধীনভাবে ভাবতে। রাজ-রোষের পরোয়া তিনি করেননি। কিন্তু আজকের বাস্তবে দাঁড়িয়ে মনে হয়- এই উদয়ন পণ্ডিতরা যেন ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। গল্পের প্রতীকী প্রতিবিম্ব যেন সত্যি হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক-প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে।

২০১৬ সালের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি তার সর্বাধিক জ্বলন্ত উদাহরণ। সুপ্রিম কোর্ট পুরো প্যানেল বাতিল করে দেওয়ার পর রাতারাতি প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী চাকরি হারান। মিলেমিশে যায় 'যোগ্য-অযোগ্য'-র খেলা। চতুরতার সঙ্গে পরিস্থিতিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা কোনও উপন্যাসের কায়দায়। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, যোগ্যতার সার্টিফিকেট-সবই মুহূর্তে ধুলোয় মিশে যায় যোগ্যদের। আন্দোলনের মাঝে, ব্রেনস্ট্রোকে সুবল সোরেনের মৃত্যু যেন সেই অবিচারের সবচেয়ে নির্মম দলিল। কিন্তু এঁদের পাশে দাঁড়ালেন কতজন সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকা? যাঁরা চাকরি হারালেন না, তাঁরা কি খুব বেশি সংখ্যায় তাঁদের সহকর্মীদের হয়ে সোচ্চার হলেন? অভিজ্ঞতা বলছে- না! দাঁড়ালেন না। মুখ খুললেন না।

পাশে।। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে চিকিৎসকরা।

এটাই সবচেয়ে উদ্বেগজনক। সমাজের মেরুদণ্ড বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়, সেই শিক্ষক সমাজের এক বড় অংশের নীরবতা প্রশ্ন তোলে-তাদের নৈতিক অবস্থান কি সত্যিই তা-ই, যা আমরা ধরে নিতে ভালোবাসি? নাকি বাস্তবের চাপ, সুবিধা ও নিজস্ব নিরাপত্তাবোধ তাদের এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, সত্য উচ্চারণের শক্তিটুকুও ক্ষয়প্রাপ্ত?

এই প্রেক্ষাপটে এই রাজ্যে এসআইআর নিয়ে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উত্তেজনা যেন আরও একটা দ্বিচারিতার প্রতিচ্ছবি। দেশের বহু রাজ্যে একই প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে চললেও পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে আতঙ্ক, অভিযোগ, অসন্তোষের বিচিত্র মিশ্রণ। অধিকাংশ বুথ লেভেল অফিসাররা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নিজেদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু কিছু বিএলও অসুস্থ হলে দাবি উঠছে-দায়িত্বের চাপ তাঁদের ভেঙে দিচ্ছে, যেন সাধারণ মানুষ অসুস্থ হন না। আরও আশ্চর্যের বিষয়, কিছু জায়গায় যেসব বিক্ষোভ হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে, সেখানে অংশগ্রহণকারীদের এক বড় অংশই স্বীকার করছে- তারা বিএলও নয়! তাদের যুক্তি, 'সহকর্মীদের জন্য পথে নেমেছি।'

সহানুভূতির এই প্রদর্শন অবশ্যই ভালো, তবে প্রশ্নটা তখনই তীব্র হয়ে ওঠে- যখন সহকর্মীরা দুর্নীতির চাপে চাকরি হারালেন, সুবল সোরেনের মতো মানুষ প্রাণ হারালেন-তখন এই সহানুভূতি কোথায় ছিল? যেখানে প্রয়োজন ছিল ন্যায়বোধের, সেখানে নীরবতা। যেখানে প্রয়োজন ছিল প্রতিবাদের, সেখানে নিরাপদ দূরত্ব। অতএব, প্রশ্ন উঠতেই পারে- এই শিক্ষক সমাজই কি আগামীর সচেতন নাগরিক তৈরির দায়িত্ব বহন করবে? যারা নিজেরাই অন্যায় দেখেও নিশ্চুপ, তারা কি নতুন প্রজন্মকে সাহস, যুক্তি আর নৈতিকতার শিক্ষা দিতে পারে? উত্তরটা বোধহয় জটিল নয়।

সবশেষে বলতে দ্বিধা নেই যে আরজি করের নিকৃষ্টতম ঘটনায় ডাক্তারবাবুরা, নার্সরা যে সাহস দেখিয়েছিলেন, জোট তৈরি করেছিলেন, কর্মবিরতির মতো পদক্ষেপ করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজ তার সিকিভাগও করতে পারল না। অথচ শিক্ষক সমাজের অবদান হওয়া উচিত ছিল আরও বেশি তীব্র।

(লেখক অক্ষরকর্মী। তুফানগঞ্জের বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩১০

পাশাপাশি : ১। কোকো থেকে তৈরি মাদক ৩। পুরুষ জাতীয় প্রাণী ৫। উপহার বা নজরানা ৬। দর্পণ বা আয়না ৮। রীতি বা আচরণবিধি ১০। রামায়ণের সঙ্গে এই মুনির সম্পর্ক আছে ১২। দোষ ত্রুটি ১৪। চার বেদের একটি ১৫। ভিজে হাতে-পায়ে যে ক্ষত তৈরি হয় ১৬। জ্ঞানময় সত্তা।

উপর-নীচ : ১। শালুক ফুল ২। ইংরেজি বছরের মাস ৪। বিচারের জন্য আদালতে দাখিল করা ৭। এই বন্য প্রাণীর পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি আছে ৯। বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরি পর্দা ১০। ঘোড়ার লেজ বা কাঁধের চুল ১১। গাছের কচি সবুজ পাতা ১৩। মীমাংসা বা সমাধান।

সমাধান ■ ৪৩০৯

পাশাপাশি : ১। গাবর ৩। আকবর ৪। সুবল ৫। জিগমিষা ৭। কাচা ১০। তিমি ১২। আচমকা ১৪। দেয়ালা ১৫। শূর্পণখা ১৬। দাবনা।

উপর-নীচ : ১। গাছপালা ২। রসুন ৩। আলজিভ ৬। মিনতি ৮। চামচ ৯। পাকা দেখা ১১। মিহিদানা ১৩। আলাদা।

বিন্দুবিসর্গ

পথ দুর্ঘটনা

উত্তরপ্রদেশে বিয়েবাড়ি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হল কুলটির এক পরিবার। ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ব্যক্তি ৬। বিহারের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা।

দেহ উদ্ধার

গিরিশ পার্কের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল এক শিক্ষানবিশ পাইলটের ঝুলন্ত দেহ। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় পাইলটের প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সময় বদল

রবিবার ৭ ডিসেম্বর ওয়েস্টবেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস প্রিলিমিনারি এগজামিনেশনের জন্য মেট্রো পরিষেবার বদল আনল কর্তৃপক্ষ। ওই দিন ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইনে স্বাভাবিক সময়ের আগে থেকে মেট্রো চলবে।

ধার্মিক চোর

চুরি করে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার আগে চোর গীতার ওপর রেখে গেলেন ৫০ টাকা। পূর্ব বর্ধমানের কালনায় চোরের এই কীর্তিতে তাজ্জব স্থানীয়রা। তবে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা মমতার

এসআইআর, ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৪ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরের স্টেডিয়ামে সভামঞ্চ থেকে রীতিমতো ভোটের দামামা বাজিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উন্নয়ন, এসআইআর ছাড়াও আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে মুর্শিদাবাদে শূন্য করার ডাক দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে জেলার সাগরদিঘিতে উত্তর-পূর্ব ভারতের সব থেকে বড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে বলে জানান মমতা। সেখানে যে সুপার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বানানো হয়েছে, তা থেকে ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। ১০ ডিসেম্বর সেই মেগা ইউনিট চালু করা হবে। এই প্রকল্প তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৪,৫৬৭ কোটি টাকা।

এদিন মমতা জানান, এই প্রকল্পে ২৬ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে।এদিন বহরমপুর সার্কিট হাউস থেকে বেরিয়ে মমতা হাজির হন স্টেডিয়ামের সভামঞ্চে। জনতার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে একের পর এক ইস্যুতে বোমা ফাটান নেত্রী। শুরুতেই এসআইআর নিয়ে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এসআইআর নিয়ে ভয় পাবেন না। শুধু নিজেদের নথিগুলি জমা দিন। যদি এসআইআর না করতে দিতাম, তা হলে ভোট না করে ওরা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করত।' এরপরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মমতা। তিনি বলেন, 'আপনারা বুঝেছেন অমিত শা-র চালাকি! আমরা করব, লড়ব। আমরা জিতে দেখাব। আমাদের ভাতে মারা যাবে না। সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যাবে না।' এসআইআর প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনকেও একহাত নেন মমতা। নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে প্রশ্ন তোলেন, 'কেন বিজেপিশাসিত রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে না? অসম, ত্রিপুরায় বাংলাদেশের সীমান্ত নেই? সেখানে কেন এসআইআর হবে না? বিজেপি ক্ষমতায় আছে বলে?' মুর্শিদাবাদবাসীর উদ্দেশে সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা দেন। বলেন, 'মুর্শিদাবাদের মানুষ অশান্তি পছন্দ করেন না। সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেবেন, এটাই নিয়ম।' সাম্প্রতিক অশান্তি প্রসঙ্গে নাম না করে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দেন মমতা। বলেন, 'ধুলিয়ান-জঙ্গিপুরে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় জাকির হোসেনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। স্থানীয় কাউন্সিলরকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বলেছিলাম, আপনারা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিন। হিন্দুরা যাতে নির্যাতিত না হন। এই বাংলা সম্প্রীতির বাংলা। আমরা সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করি।' জেলার ভাঙনের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রকে দোষারোপ করে বলেন, 'গঙ্গা ভাঙন রোধ করা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে।'

> এসআইআর নিয়ে ভয় পাবেন না। শুধু নিজেদের নথিগুলি জমা দিন। যদি এসআইআর না করতে দিতাম, তা হলে ভোট না করে ওরা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করত।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

দলীয় কর্মীসভা থেকে কেন্দ্রকে হুংকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বহরমপুরে।

ডুপ্লিকেট ভোটার ধরতে ফাঁদ কমিশনের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ডুপ্লিকেট ভোটার ছেঁটে ফেলতে বিশেষ প্রযুক্তি কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিল কমিশন। এসআইআর পর্বে এরাজ্যেই প্রথম এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভোটার তালিকাকে ডুপ্লিকেট ভোটারমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হল। ভোটে কারচুপি করতে রাজ্যের একাধিক বিধানসভায় কয়েক লক্ষ ডুপ্লিকেট ভোটার রেখে দিয়েছে তৃণমূল। সম্প্রতি এই অভিযোগ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুধু সিইও-র কাছেই নয়, এই ইস্যুতে দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছেও দরবার করেছিল বিজেপি। সেই নিরিখে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এসআইআর পর্বে ভোটার তালিকায় সংশোধনের পরেও বিএলওদের চাপ দিয়ে ইআরওদের একাংশ ডুপ্লিকেট ভোটারদের তালিকায় রেখে দিচ্ছে। শাসকদলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছে বাম-কংগ্রেস-বিজেপি। এসআইআরের প্রথম দফায় বিলি করা ফর্ম ডিজিটাইজড হয়ে ফেরার পর সেই তালিকা ফের খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। কোনওভাবেই যাতে তালিকায় কোনও ব্যক্তির নাম একাধিক জায়গায় না থাকে তা নিশ্চিত করতে ডি-ডুপ্লিকেশন সফটওয়্যারের সাহায্য নিচ্ছে কমিশন। বৃহস্পতিবারই এই সফটওয়্যারকে কাজে লাগিয়ে ডুপ্লিকেট ভোটারদের চিহ্নিত করা শুরু করে দিয়েছেন ইআরওরা। নিজেদের বিধানসভার মধ্যে এধরনের ডুপ্লিকেট ভোটার থাকলে তা চিহ্নিত করতে পারবেন ইআরওরা। বিধানসভার বাইরে কিন্তু একই জেলার মধ্যে হলে সেই কাজ করতে পারবেন ডিইওরা। এবং রাজ্য পর্যায়ে সন্দেহজনক ভোটারকে চিহ্নিত করতে পারবেন সিইও। কমিশনের দাবি এই বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ডুপ্লিকেট ভোটারদের বাদ দেওয়া সম্ভব হবে।

সিইও দপ্তরে বিক্ষোভ বিএলও-দের

ভরসা প্রযুক্তি

- এসআইআর-এর গণনাপত্রের রিপোর্ট সব বিএলও-দের নিয়ে থানায় বসে করতে হবে বিএলও-কে
- ফর্ম ফেরার পর পুনরায় যাচাই শুরু করেছে কমিশন
- তালিকায় একই ব্যক্তির নাম একাধিক জায়গায় না থাকে তা নিশ্চিত করতে ডি-ডুপ্লিকেশন সফটওয়্যারের সাহায্য নিচ্ছে

এখনও পর্যন্ত অসংগৃহীত ফর্মের সংখ্যা প্রায় ৫৩ লক্ষ। এর মধ্যে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৩০৩ জন ডুপ্লিকেট ভোটারের খোঁজ মিলেছে। কিন্তু এর বাইরে রয়েছে প্রায় ৭ কোটি ভোটার। সেই তালিকায় ডুপ্লিকেট ভোটারদের হদিস পেতে এই প্রযুক্তি বিশেষ সহায়ক হবে বলে দাবি করেছে কমিশন। সিইও দপ্তরের লক্ষ্য ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে ডুপ্লিকেট ভোটারদের চিহ্নিত করার কাজ শেষ করা।

অসংগৃহীত এসআইআরের শীর্ষে রয়েছে কলকাতা। আবার দুই কলকাতার মধ্যে উত্তর কলকাতা প্রথম। এখনও পর্যন্ত ২৩ শতাংশের বেশি এসআইআর ফর্ম ফেরত আসেনি। সব থেকে কম পূর্ব মেদিনীপুরে। মৃতহীন যে ২২০৮টি বুথকে চিহ্নিত করেছিল কমিশন, সেই বুথের সংখ্যা এদিন কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭-এ। বুথে কোনও মৃত নেই এই তথ্য সংশোধনের জন্যে এদিনও ফের বিএলও, ইআরওদের সতর্ক করে সিইও বলেছেন, '১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সময় পাচ্ছেন তাতে কোনওরকম ভুলভ্রান্তি থাকলে সংশোধন করে নিন। এরপরেও মৃত, অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট ভোটারদের নাম যদি তালিকায় থাকে তাহলে তার দায়িত্ব নিতে হবে বিএলওদেরই।'

সিইওর এই সতর্কবার্তার দিনেই দপ্তরের বাইরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়েছে 'বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি'। বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটে নাগাদ সিইও দপ্তরের সামনে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তারা। তার জেরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। শেষপর্যন্ত বিকেল ৪টে নাগাদ কমিটির প্রতিনিধিরা অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক দিব্যেন্দু দাসের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবিপত্র পেশ করেন। মূলত, এসআইআরের সময়বৃদ্ধি, মৃত বিএলও কর্মীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং চাকরির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের অফিসের সামনে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ বিএলও-দের। বৃহস্পতিবার কলকাতায়।

পথে নতুনরা, নবম-দশমে বাড়ছে না শূন্যপদ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ফের পথে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন চাকরিপ্রার্থীরা। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ১০ নম্বর বাতিলের দাবিতে বৃহস্পতিবার বিধানসভা অভিযান করেন তাঁরা। তবে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। একইসঙ্গে এদিন এসএসসি জানিয়েছে, নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য কোনও শূন্যপদ বাড়ানো হবে না। শিক্ষা দপ্তর থেকে পাঠানো সংশোধিত শূন্যপদের তালিকা অপরিবর্তিতই রয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে আগামী সোমবার প্রকাশিত হতে পারে এই স্তরের ইন্টারভিউ তালিকা। নবম-দশমের ক্ষেত্রে সকল পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিট আপলোড করার পরিকল্পনাও করছে এসএসসি। এদিনই শুরু হয়েছে একাদশ-দ্বাদশ স্তরের কম্পিউটার সায়েন্স, বাণিজ্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া।

আদালতের জটিলতায় যথেষ্ট নাকানিচোবানি খাচ্ছে কমিশন। তাই নবম-দশমের ক্ষেত্রে শিক্ষা দপ্তর এসএসসিকে পরামর্শ দিয়েছে, অন্যান্য পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিট দেখার জন্য নির্দিষ্ট মূল্য ধার্য করা হোক। বারবার আদালতের নির্দেশে ওএমআর দেখাতে গিয়ে খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে কমিশনের। এমনকি মোট ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৭৯৮ জনের ওএমআর প্রকাশ করার জন্য কোনও তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে বলেই শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর। এক মাস ওয়েবসাইট চালাতে হলে যে বিপুল অঙ্কের খরচ হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। তাই বিকল্প পথ ভাবতে হচ্ছে এসএসসিকে। তবে নিজের ওএমআর বিনামূল্যেই দেখতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা। এদিন কলেজ স্ট্রিট থেকে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা মিছিল শুরু করলেও তাঁদের আটকায় পুলিশ। পরে পুলিশের মধ্যস্থতায় তাঁদের পাঁচ প্রতিনিধি বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে যান। তাঁরা জানিয়েছেন, মন্ত্রী অনুপস্থিত ছিলেন। আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে অস্বীকার করেছেন তাঁরা। শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে আন্দোলন করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

ফের কমিশনকে আক্রমণ হাইকোর্টের

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ২০২৫ সালের নতুন বিধি নিয়ে ফের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। এসএসসি মডেল আনসার কি-তে গরমিল সংক্রান্ত একটি মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা কমিশনের উদ্দেশে মন্তব্য করেন, 'আদালত মুখ খুলতে চায় না। তাহলে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাবে।' পরিবেশবিদ্যার একটি ভুল প্রশ্ন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি সিনহা বলেন, 'আপনাদের অধ্যক্ষ, আপনাদের শিক্ষক, আপনাদের পেপার সেটাররা প্রশ্ন তৈরি করেছেন। কী ধরনের শিক্ষক তাঁরা? যাঁরা প্রশ্ন তৈরি করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞ। তাহলে এত দ্বিধাবোধ কেন?' বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, ওই ভুল প্রশ্নে বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে তা আদালতে জানাবে কমিশন। পাশাপাশি সংস্কৃতেও একটি প্রশ্ন ভুল নিয়ে মামলা দায়ের হয়েছে। ওই মামলায় বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আবেদনকারীরা সরকার-স্বীকৃত বইয়ে যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, সেই উত্তর দিয়েও নম্বর পাননি বলে অভিযোগ করছেন। রাজ্য সরকার স্বীকৃত বই, অথচ কমিশন ভিন্ন মন্তব্য করছে।'

পরিবেশবিদ্যায় ভুল প্রশ্ন সংক্রান্ত মামলায় আবেদনকারীদের আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত অভিযোগ করেন, 'প্রাথমিক ও চূড়ান্ত মডেল আনসার কি-র মধ্যে গরমিল রয়েছে। অথচ আবেদনকারীদের নম্বর দেওয়া হচ্ছে না।' কমিশনের যুক্তি, বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত অনুযায়ী, চূড়ান্ত মডেল আনসার কি-তে অন্য অপশনকে সঠিক উত্তর বলা হয়েছে। তাঁদের মতামত কমিশনকে মানতে হবে। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'প্রশ্ন তৈরি করেন কারা?' কমিশনের উত্তর, রুল অনুযায়ী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারপরই বিচারপতির প্রশ্ন, 'কী ধরনের প্রশ্ন সেট করেন? এবার কি আদালত বিশেষজ্ঞদের ওপরও বিশেষজ্ঞ বসাবে? একটি প্রশ্নের তিনটি সঠিক উত্তর হলে ধরে নিতে হয় প্রশ্নে গোলমাল রয়েছে।' আদালত এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে কি না, মন্তব্য করতেই বিচারপতি রুল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আদালতের পর্যবেক্ষণ. 'পেপার চেকার হিসেবে যে অধ্যক্ষদের নিযুক্ত করা হয়, তা প্রশ্নের বাইরে নয়।' তাই যে প্রশ্ন সেটআপ করা হয়েছে তা দ্রুত বিবেচনা করে কমিশনকে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। আবেদনকারীরা অংশও নিতে পারবেন। সংস্কৃতে প্রশ্ন ভুল মামলায় রেফার করা বইগুলি সরকার স্বীকৃত কি না, তা কমিশনকে জানাতে বলা হয়েছে।

> আপনাদের অধ্যক্ষ, আপনাদের শিক্ষক, আপনাদের পেপার সেটাররা প্রশ্ন তৈরি করেছেন। কী ধরনের শিক্ষক তাঁরা? যাঁরা প্রশ্ন তৈরি করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞ। তাহলে এত দ্বিধাবোধ কেন? আদালত মুখ খুলতে চায় না। তাহলে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাবে।
>
> **অমৃতা সিনহা**
> *বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট*

পায়ে পড়ি বাঘ মামা...

বৃহস্পতিবার আলিপুর চিড়িয়াখানায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

সিমেস্টার নিয়ে ব্রাত্য-শুভেন্দু সংঘাত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সিমেস্টার ব্যবস্থায় ধার্য ফি নিয়ে সংঘাতে জড়ালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার শুভেন্দু সমাজমাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদকে কটাক্ষ করে লেখেন, 'শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কোনও না কোনওভাবে ফন্দি এঁটে ছাত্রছাত্রীদের থেকে ঠিক পয়সা উশুল করার ধান্দা করবেই করবে।' এই পোস্টকে 'অপপ্রচার' বলে দাগিয়ে দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী পালটা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর ফি'র তথ্য তুলে ধরেন। তাঁর অভিযোগ, 'বিরোধী দলনেতা তাঁর চিরাচরিত ঢঙে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।'

সম্প্রতি প্রতিটি সিমেস্টারে বসার জন্য ফি নির্ধারণ করে দিয়েছে সংসদ। উদ্দেশ্য, স্কুলগুলি যাতে পড়ুয়াদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত ফি চেয়ে তাদের বিভ্রান্ত না করতে পারে। সংসদের নির্দেশিকা অনুযায়ী সিমেস্টার পিছু পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ৭০ টাকা করে নিতে পারবে স্কুলগুলি। এই বিষয়টি তুলে ধরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর 'সর্বশিক্ষা অভিযান' কর্মসূচিতে বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের প্রসঙ্গ তুলনা রূপে তুলে ধরেন শুভেন্দু। একইসঙ্গে বলেন, 'রাজ্যে হাজার হাজার সরকারি স্কুল রাজ্য সরকারের দুর্নীতির কারণে যখন বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়, তখন মুখ্যমন্ত্রী এভাবে ফি বাড়িয়ে নিজেদের দলের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের লাভবান করে দিচ্ছেন।' আর এই লাভের ফলেই মুখ্যমন্ত্রী অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মান কিংবা জাপান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি'লিট পান বলে কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা। পালটা সিবিএসই-র ফি তালিকা তুলে ধরে তুলনা টেনেছেন ব্রাত্যও। একইসঙ্গে সংসদের বিজ্ঞপ্তি তুলে ধরে তিনি প্রমাণ দেন, সিমেস্টার ব্যবস্থায় অতিরিক্ত খরচ চালানোর জন্য সংসদকে শিক্ষা দপ্তর প্রায় ১১ কোটি টাকা বার্ষিক অনুমোদন দিয়েছে। ব্রাত্য লেখেন, 'রাজ্য সরকার বিনামূল্যেই সকলের পড়াশোনা চালায়।'

শুভেন্দুর দাবি খারিজ কমিশনের তথ্যে

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : তিনদিনে ১ কোটি ২৫ লক্ষ নাম তোলা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। বিএলওদের একাংশকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূলের নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সংস্থা আইপ্যাক ভোটার তালিকায় এই দুর্নীতি করেছে। এই অভিযোগ নিয়ে সম্প্রতি সিইও দপ্তরে দরবার করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু কমিশনের তথ্যই বলছে বিরোধী দলনেতার দাবি সঠিক নয়।

শুভেন্দু দাবি করেছিলেন, ২৬ থেকে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে এসআইআর-এ বিএলওরা ১ কোটি ২৫ লক্ষ তথ্য ডিজিটাইজড করেছেন। যেটা বাস্তবে কোনওভাবেই সম্ভব নয়। ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটারদের নাম তোলা আসলে আইপ্যাকের চক্রান্ত। ওই তিনদিনে রাজ্যের ভোটার তালিকায় ডিজিটাইজড হওয়া ভোটারের সংখ্যা ৫ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৬ কোটি ৭৫ লক্ষে পৌঁছেছিল। আচমকা এই বৃদ্ধি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে কমিশনের অধীনে অডিট ও প্রয়োজনে সিবিআই তদন্ত দাবি করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিহার এসআইআর সূত্রে পাওয়া তথ্য বলছে, ৮ জুলাই থেকে ১১ জুলাইয়ের ব্যবধানে বিহারে ডিজিটাইজড হয়েছে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ফর্ম। শতাংশের হিসেবে যা এরাজ্যের থেকে ৮৫ শতাংশ বেশি। শুধু তাই নয়, কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের মতে, ১১ থেকে ১৪ জুলাইয়ের মধ্যে বিহারে বিএলওরা মোট ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ পূরণ করা ফর্ম ডিজিটাইজড করেছেন। এর মধ্যে শুধু ১২ জুলাই ডিজিটাইজড হওয়া ফর্মের সংখ্যা ছিল ৯৩ লক্ষ। সিইও দপ্তরের এক আধিকারিকের মতে, তথ্যপ্রযুক্তি সহায়তা ও পরিকাঠামো ঠিকঠাক থাকলে তিনদিনে এরাজ্যের বিএলওরাও যথেষ্ট ভালো কাজ করতে পারতেন।

সিইও দপ্তরের সুরক্ষা, জরুরি বার্তা দিল্লির

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই দপ্তরের নিরাপত্তা একশো ভাগ নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে আগেও সতর্ক করেছিল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবারও দিনভর বিএলও মঞ্চের বিক্ষোভ ছিল। এদিনের বিক্ষোভ ও গোলমালের রিপোর্ট দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে পৌঁছোনো মাত্রই কমিশন সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কমিশন থেকে এখানকার দপ্তরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আবারও রাজ্য প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়। উদ্বিগ্ন কমিশনের এই জরুরি বার্তা সম্পর্কে এদিন নবান্নে এক শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিক বলেন, 'এসআইআর-এর চলতি প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্যে লাগাতার বিক্ষোভ ও গোলমাল নিয়ে এবার রীতিমতো বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশন। কমিশনের জরুরি বার্তাতেই স্পষ্ট আভাস মিলেছে, রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজ কোনওমতেই পিছোতে চায় না কমিশন। তা নিশ্চিত করতে রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে প্রশাসনকে।'

কমিশনের জরুরি বার্তার পরই আবার টনক নড়েছে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের। নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্য মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরের বাইরে নিরাপত্তা বলয় আরও শক্ত করতে এদিনই সন্ধ্যায় প্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা জরুরি বৈঠকে বসেন। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর ও প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের কেউই অবশ্য এ ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি হননি।

'নোটায় ভোট দেব, তবু সিপিএম-কে নয়'

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : কলমের এক খোঁচায় ২০২৩ সালের ১২মে চাকরি গিয়েছিল প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষকের। তারপর দীর্ঘ আড়াই বছরের লড়াই। এরই মধ্যে কেউ হারিয়েছেন প্রিয়জনকে। চাকরি যাওয়ার টানাপোড়েনের মধ্যে দুর্বিষহ কেটেছে এক একটি রাত। অবশেষে চাকরি ফিরিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টই। কিন্তু তাঁদের এই কয়েক বছরের যন্ত্রণার দায় কে নেবে? এর নেপথ্য কারিগর হিসেবে বামেদেরই দুষছেন বামপন্থী ও বাম মনোভাবাপন্ন শিক্ষকদের একাংশ। বঞ্চিত প্রার্থীদের হয়ে মামলায় সওয়াল করেছিলেন বাম ও বিজেপিপন্থী তাবড় আইনজীবীরা। যার ফলে চাকরি বহাল থাকার পরেও বামেদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন শিক্ষকদের একাংশের। কেউ বাম ঘরানার, আবার কেউ বামেদের শিক্ষক সংগঠনের অংশ। কেউ বামেদের হয়ে খেটেছেন শ্রমজীবী ক্যান্টিনে, কেউ আবার দেওয়াল লিখেছেন। কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যদের সওয়াল বদলে দিয়েছে তাঁদের মানসিক পরিস্থিতি। যদিও বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের দাবি, 'ব্যক্তিগত স্বার্থে যাঁরা এই মন্তব্য করেন, আমি তাঁর উত্তর দিইনা। তাঁরা আদৌ বামপন্থী কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ বামপন্থীরা দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিক্ষক অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমার বাবা আরএসপি নেতা ছিলেন। ছোট থেকে বামপন্থী রীতি রেওয়াজ দেখেই বড় হয়েছি। নিজে রেভলিউশনারি ইউথ ফ্রন্ট করেছি। চাকরি যাওয়ার দু'মাসের মধ্যে বাবাকে হারিয়েছি। ওই দিনগুলি ভুলব না। ভবিষ্যতে নোটায় ভোট দেব, তবু সিপিএমকে নয়।' বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী উত্তর ২৪ পরগনার আব্বাস উদ্দীন বলেন, 'আমাদের নেতা বিকাশবাবুরা রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে গিয়ে মামলার আসল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়েছিলেন। আমি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বিশ্বাস করি। তবুও এই ব্যবহারিক কার্যকলাপের বিরোধী আমি। দলের অনেকে বিকাশবাবুকে বলেছেন, সকলকে দুর্নীতিগ্রস্ত না বলতে। কিন্তু উনি শোনেননি।'

ক্ষুব্ধ বাম শিক্ষকরা

বাবা ছিলেন লোকাল কমিটির সদস্য। অথচ চাকরি যাওয়ার পর দলীয় নেতারাই সরে যান পাশ থেকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরামবাগের এক শিক্ষিকা বললেন, 'কতবার স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে গিয়ে বলেছি, কিন্তু আমাদের মেনে নিতে বলেছে। কেন মানব? এটাও বুঝিয়েছি, আপনারা যা করছেন, তা ঠিক নয়। আমাকে চটিচাটা বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ওই মতাদর্শ থেকে পুরো পরিবার সরে এসেছে।' শিক্ষক অর্পণ রায় বলেন, 'শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। যে আদর্শ নিয়ে বামপন্থীরা চলে, তার থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে এখন। তাই সরে এসেছি। সিপিএমকে আর ভোট নয়। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এখন পুঁজিবাদী ও বুর্জোয়াদের দাসত্ব করছেন। প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মামলা লড়ছেন।' শিক্ষিকা মৌমিতা চক্রবর্তী বলেন, 'চাকরি বহাল থাকার পর দেখলাম সবথেকে বেশি ওনাদের কষ্ট হয়েছে। অথচ এই বামেদের শিক্ষক সংগঠনের জন্য কতবার শোকজ হয়েছি। কত লড়াই করেছি। খারাপ লাগে।' দক্ষিণ দিনাজপুরের শিক্ষিকা প্রগতি সাহার মন্তব্য, 'একজনের জন্য গোটা দলকে দুষব না। তবে যাঁরা কলঙ্কিত করেছে, তাঁদের বিরোধিতা করব।'

ইতিমধ্যেই ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছে বিকাশবাবুরা। এদিকে ক্যাভিয়েট দাখিল করার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন শিক্ষকরাও। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সাবধানি পা ফেলছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। মামলা লড়ার সিদ্ধান্ত দলীয় সাংসদের ওপর সেরেছেন মহম্মদ সেলিমরা। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক জানান, সবটাই বিকাশবাবুর ব্যক্তিগত বিষয়। তবে এতে দলের ভাবমূর্তিতে যে প্রভাব পড়তে পারে তার আশঙ্কা এড়াচ্ছেন না শীর্ষ নেতারা।

১৩ হাজার পথসভা করবে বিজেপি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরকে সামনে রেখে পথে নামল বিজেপি। ২০ ডিসেম্বর রানাঘাটে সভা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারই প্রস্তুতি হিসেবে শুক্রবার থেকে রাজ্যজুড়ে পথসভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য বিজেপি। এদিন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা জানিয়েছেন, শুক্রবার থেকে আগামী ১০ দিন রাজ্যের ১৩০০ 'শক্তিকেন্দ্রে' ১৩ হাজার পথসভা করবে বিজেপি। শুক্রবার রাজ্যের এই কেন্দ্রগুলিতেই পথসভা করার জন্য স্থানীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সভার পর বর্ষশেষের দিনকয়েক ছাড় দিয়ে নতুন বছরে ১৫ জানুয়ারির পর থেকে বিধানসভাওয়াড়ি নির্বাচনি প্রচার সভা শুরু হবে। ইতিমধ্যেই বিধানসভাওয়াড়ি ওই সভার নির্ঘণ্ট তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

তবে বিজেপির এই নির্বাচন প্রস্তুতির পথে সবথেকে বড় বাধা দলের রাজ্য কমিটি চূড়ান্ত না হওয়া। রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের পর পাঁচ মাস কেটে গেলেও কেন রাজ্য কমিটি এখনও চূড়ান্ত করা যাচ্ছে না, সেই প্রশ্ন উঠছে দলে।

পৃথিবীর পাঠশালা

৪ কোটি ৬০ লক্ষ টন হাইড্রোজেন আবিষ্কার

ফ্রান্সের মোসেল অঞ্চলের মাটির নীচে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টন প্রাকৃতিক হাইড্রোজেন-এর এক বিশাল ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। গ্রিন বা গ্রে হাইড্রোজেনের চেয়ে আলাদা এই 'সাদা হাইড্রোজেন' প্রাকৃতিকভাবে মাটির নীচে পাওয়া যায়, যার জন্য শিল্প উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না। এটি একটি কম খরচের, শূন্য-কার্বন জ্বালানি উৎস। আনুমানিক ৯,২০০ কোটি ডলার মূল্যের এই ভাণ্ডারটি বিশ্বের বার্ষিক গ্রে হাইড্রোজেন উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি জ্বালানি সরবরাহ করতে পারে এবং তা পরিবেশের কোনও ক্ষতি না করেই। এই আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী জ্বালানি কৌশল বদলে দিতে পারে। ফ্রান্স এখন ক্লিন এনার্জি অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত।

বডি বিল্ডার থেকে ট্রান্স মডেল

বেলা লংগুইনহো একজন ট্রান্সজেন্ডার মডেল এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। তিনি নিজের রূপান্তরের গল্প অকপটে তুলে ধরেন। নিয়মিত ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেন তাঁর অতীত আর বর্তমানের। যা তাঁর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়। 'বেলা' হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল 'জে'। তখন তিনি ছিলেন একজন বডি বিল্ডার। সময়ের সঙ্গে তিনি নিজের আসল পরিচয় মেনে নেন এবং তা প্রকাশ্যে জানাতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। এখন বিশের কোঠায় থাকা বেলা তাঁর অনলাইন উপস্থিতি ব্যবহার করে অনুপ্রাণিত করেন তাঁর মতোই আরও পাঁচজনকে। তাঁর এই জয়যাত্রা প্রমাণ করে, নিজের প্রতি সৎ থেকে সাহসের সঙ্গে জীবনযাপন করা সম্ভব।

ক্যানসার ধরতে প্রস্রাব পরীক্ষা

এখন থেকে প্রস্রাব পরীক্ষা করেই ক্যানসার নির্ণয় করা যাবে। বিজ্ঞানীরা একটি নতুন প্রস্রাব পরীক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যা প্রস্রাবে থাকা ক্যানসার সম্পর্কিত অণুগুলি চিহ্নিত করে অগ্ন্যাশয় এবং প্রস্টেট ক্যানসার দ্রুত শনাক্ত করতে পারে। প্রস্রাবে যেহেতু অনেক বিপাকীয় যৌগ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, তাই এটি পরীক্ষার জন্য আদর্শ মাধ্যম। এই নতুন পরীক্ষার জন্য 'সারফেস-এনহ্যান্সড রমন স্ক্যাটারিং' নামের এক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা একটি টেস্ট স্ট্রিপ এবং একটি হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানার তৈরি করেছেন যা প্রস্রাবের মধ্যে ক্যানসারের সূচকগুলি চিহ্নিত করে। প্রাথমিক পরীক্ষায় এই পদ্ধতিটি প্রায় ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে ক্যানসার রোগী এবং ক্যানসারমুক্ত ব্যক্তিদের ঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে। এই দ্রুত, সহজ এবং নির্ভরযোগ্য পরীক্ষাটি ক্যানসার শনাক্তকরণে এক বড় ধরনের অগ্রগতি।

বিলিয়নিয়ারদের চোখে বুড়ো হওয়ার বিকল্প

এআই চালিত বার্ধক্য গবেষণা থেকে শুরু করে জিন-এডিটিং থেরাপি পর্যন্ত, বহু ধনকুবেরের আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত কোম্পানিগুলি বার্ধক্যের গতিতে রাশ টানতে, তাকে একেবারে থামিয়ে দিতে, এমনকি উলটোদিকে ঘুরিয়ে দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। কেউ কেউ মানুষের আয়ু বাড়ানোর জন্য জোর দিচ্ছেন কোষের পুনর্জন্ম, তরুণ প্লাজমা দেওয়া, ন্যানোমেডিসিন এবং জিনের ওপর কারিকুরি করার বিশেষ প্রযুক্তি 'ক্রিস্পার' (সিআরআইএসপিআর)-এর ওপর। এই প্রযুক্তিগুলি এখনও পরীক্ষার পর্যায়ে থাকলেও কোষের মেরামতিকে উন্নত করা এবং জৈবিক বার্ধক্যকে ধীর করার মতো আশাব্যঞ্জক লক্ষণ দেখাচ্ছে। একটি বিষয় স্পষ্ট, অ্যান্টি-এজিং বিজ্ঞান আর কল্পবিজ্ঞান নয়- এটি বাস্তবে ঘটছে। এখন প্রশ্ন হল, এটি কি শুধু সুস্থ দীর্ঘ জীবন দেবে নাকি বুড়ো হওয়াটাকেই একটা বিকল্প করে তুলবে।

পরিযায়ীদের জন্য বিশেষ বার্তা মীনাক্ষীর

মালদা ব্যুরো

৪ ডিসেম্বর : পরপর দুইদিন। বাংলা বাঁচাও যাত্রা-য় বেরিয়ে পায়ে পায়ে গোটা মালদা জেলা চষে ফেললেন সিপিএমের গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন দলের নেতা শতরূপ ঘোষ, প্রতীক-উর-রহমান প্রমুখ।

বৃহস্পতিবার যাত্রা শেষে মালদা শহরের রথবাড়ি মোড়ে একটি সভা করে সিপিএম। সেখানে মীনাক্ষী বলেন, 'মালদা জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিনরাজ্যে চলে যাচ্ছে। এখানে কাজের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে না। উলটে শ্রমিকদের ভাতার টাকা দিয়ে নিয়ে নিচ্ছে তৃণমূল নেতারা। আমরা রাজ্যে ক্ষমতায় এলে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য তিনটে কাজ করব। এক, রাজ্যে কর্মসংস্থান তৈরি করব। শ্রমিকরা যতক্ষণ কাজ করবেন, ততক্ষণের মজুরি পাবেন। দুই, বয়সকালে পেনশন পাবেন। বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। তিন, ভিনরাজ্যে কাজে গেলেও সেখানে আঙুলের ছাপ দিয়ে র‌্যাশন তুলতে পারবেন।' সভার পর শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সেলট্যাক্সে বস্তিবাসীর সঙ্গে কথা বলেন সিপিএম নেত্রী।

এদিন সকালে দুটি পৃথক জায়গা থেকে যাত্রা শুরু হয় সিপিএমের। মালতীপুর থেকে যাত্রা শুরু করেন মীনাক্ষীরা। আর দলের স্থানীয় নেতারা বামনগোলা হবিবপুর থেকে একটি মিছিল বের করেন। মীনাক্ষীদের যাত্রা লস্করপুর, গাজোল, পুরাতন মালদা হয়ে মালদা শহরে প্রবেশ করে। আর অপর মিছিলটি মহেশপুর, মুদিপুকুর পাকুয়াহাট, কেন্দপুকুর ঘুরে শহরে আসে। বুলবুলচণ্ডী মোড়ে দুটি মিছিল পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়।

যাত্রাপথে মীনাক্ষীকে কেন্দ্র করে দলের সমর্থকদের আবেগ ছিল চোখে পড়ার মতো। নেত্রীর সঙ্গে নিজস্বী তোলার হিড়িক দেখা যায় তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। মীনাক্ষীও যতটা সম্ভব জনসংযোগের চেষ্টা করেছেন। দুপুরে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে গাজোলে এসে পৌঁছায় সিপিএমের বাংলা বাঁচাও যাত্রা। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মীনাক্ষী। নারী সুরক্ষা, বেকারত্ব, এসআইআর সহ একাধিক বিষয় নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করেন তিনি। এসআইআর প্রসঙ্গে মীনাক্ষী বলেন, 'রাজ্যের মানুষ কি আতঙ্কে থাকবে নাকি খোলামেলাভাবে একটু বাঁচতে পারবে?' অন্যদিকে, শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে নেত্রীর প্রতিক্রিয়া, 'চুরি করল তৃণমূল, আর সাজা পাচ্ছে সাধারণ মানুষ! তৃণমূল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গণতন্ত্রকে বুটের তলায় পিষে মেরেছে। আগে রাম পরে বাম-- এই কথাটা সুকৌশলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভোট কারও বাপের সম্পত্তি নয়। যারা এটা মনে করে, তারা গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দিতে চায় না।'

ভুল চিকিৎসার অভিযোগ

কালিয়াগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : ভুল চিকিৎসায় রোগীমৃত্যুর অভিযোগ উঠল কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে হাসপাতালের কর্তব্যরত এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কালিয়াগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মুদাফত এলাকার বাসিন্দা সাইবু বর্মন। তাঁর অভিযোগ, 'বৃহস্পতিবার দুপুরে হাতে ব্যথা নিয়ে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল আমার স্ত্রী চানো বর্মন। সে সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক আমার স্ত্রীকে দুটি ইনজেকশন দেন। পরে আরও একটি ইনজেকশন দেন। কিছুক্ষণ পর আমার স্ত্রী মারা যায়। আমার ধারণা, চিকিৎসক ভুল চিকিৎসা করে আমার স্ত্রীকে মেরে ফেলেছেন।' কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।' তবে এব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আমি তোমাদেরই লোক।। বৃহস্পতিবার গাজোলে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। ছবি ঃ পঙ্কজ ঘোষ

আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে আইনজীবীকে অপহরণ

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : দিনদুপুরে উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালতের এক আইনজীবীকে অপহরণের অভিযোগে রায়গঞ্জ থানা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত কমলাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদয়পুর এলাকার ১০(এ) রাজ্য সড়কের ওপরে ঘটনাটি ঘটে। ওই আইনজীবীর নাম জুলিয়াস নায়ার। তিনি হেমতাবাদ থানার কাশিমপুর এলাকার বাসিন্দা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অমিত সাহা নামে আরেক আইনজীবীও। অমিত জানান, বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কয়েকজন আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে জুলিয়াসকে টেনেহিঁচড়ে একটি স্করপিও গাড়িতে তুলে হেমতাবাদের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালতের আইনজীবীরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত কর্ণজোড়া ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা। এরপর আইনজীবীরা কর্ণজোড়া ফাঁড়িতে হাজির হন। সন্ধ্যায় সেখানে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অপহৃত আইনজীবীর স্ত্রী নুরজাহান বেগম।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গিয়েছে, ছয়-সাতজনের একটি দুষ্কৃতী দল রাস্তা আটকে জুলিয়াসকে ঘিরে ধরে। গাড়িটি ছিল বালুরঘাটমুখী। দলের একজনের কাছেই আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। গাড়ি থেকে নেমে কোমর থেকে তা বের করে প্রথমে ভয় দেখানো হয়। পরে মারধর করে টেনেহিঁচড়ে তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। অমিত আটকাতে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি গুলি চালানোর ভয়ও দেখান দুষ্কৃতীরা। অমিতই ফোনে বিষয়টি আদালতের আইনজীবীদের জানালে সকলে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এরপর রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হন তাঁরা।

রায়গঞ্জ

তবে এভাবে প্রকাশ্যে একজন আইনজীবীকে অপহরণ কেন করা হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে অপহৃত জুলিয়াসের বিরুদ্ধে স্কুলে শিক্ষকের চাকরি দেওয়ার নাম করে অনেকের থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সেই আর্থিক লেনদেনের কারণেই অপহরণ হয়ে থাকতে পারে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। প্রতারণায় প্রায় এক কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়ে থাকতে পারে বলেও পুলিশ মনে করছে। এনিয়ে রায়গঞ্জ থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকার কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত চলছে। আইনজীবীর মোবাইল ফোন ট্র্যাক করা হচ্ছে। এছাড়া সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অপহৃত গাড়ির নম্বর ও একটি মোটরবাইকের নম্বর পেয়েছে পুলিশ। মোটরবাইকটি আদালত চত্বর থেকেই জুলিয়াসকে অনুসরণ করছিল বলে জানা গিয়েছে। গাড়ির মালিকদের নামও পাওয়া গিয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, দ্রুত ওই আইনজীবীকে উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। এ প্রসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর তৃণমূলের আইনজীবী সেলের চেয়ারম্যান তথা উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর স্বরূপ বিশ্বাস জানান, পুলিশ দ্রুত জুলিয়াসকে খুঁজতে পদক্ষেপ করুক। অন্যদিকে, অপহৃত আইনজীবীর স্ত্রী বলেন, 'আমার স্বামীকে পরিকল্পিতভাবে অপহরণ করা হয়েছে। তাঁকে অক্ষত অবস্থায় বের করার ব্যবস্থা করুক পুলিশ।'

ভূমিকম্পে সর্বোচ্চ ঝুঁকি ডুয়ার্স, তরাই ও পাহাড়ে

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর উত্তরবঙ্গ। যেন ঢেলে সাজানো হয়েছে ডুয়ার্স, পাহাড়কে। সেই জনপদের শিয়রে এবার নতুন শঙ্কা।

ভারতীয় মান নির্ণায়ক সূচক (বিআইএস)-এর সাম্প্রতিক ঘোষিত 'সিসমিক জোন' (ভূমিকম্পপ্রবণ)-এর ম্যাপে 'সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' (জোন ৬) হিসেবে চিহ্নিত হল তরাই, ডুয়ার্স, দার্জিলিং ও কালিম্পংকে। একই তালিকায় নাম লিখিয়েছে সিকিমও। এই জায়গাগুলো আগে সিসমিক জোনের ম্যাপে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে ছিল। নয়া ম্যাপ প্রকাশ হতেই উদ্বেগের সুর শোনা যাচ্ছে পরিবেশবিদ, ভূবিজ্ঞানীদের গলায়। বিষয়টিকে রেড অ্যালার্ট হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। ম্যাপের যে জোনে ওই এলাকা অন্তর্ভুক্ত, রিখটার স্কেলে আট থেকে নয় মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ছয়টি ক্যাটিগোরিতে ভাগ করে ২৪ নভেম্বর বিআইএস সিকিম, দার্জিলিং, কালিম্পং, তরাই ও ডুয়ার্সকে 'সিসমিক জোন ৬' হিসেবে ঘোষণা করে। নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী, সেটা বদলে হয়েছে সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ। যে ছয়টি মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে তালিকাটি তৈরি হয়েছে, তারমধ্যে অন্যতম পাহাড়ে মাথা তোলা উঁচু বিল্ডিং, পাহাড় কেটে একের পর এক নির্মাণ, ঝোরা ও পাহাড়ি নদীর গতিপথ পরিবর্তন।

এদিকে, সিসমিক গ্যাপ তৈরি হয়েছে হিমালয় পর্বতমালায়। ওই সঞ্চিত শক্তি যে কোনও সময় সিসমিক গ্যাপ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। যার ফলে রিখটার স্কেলে আট থেকে নয় মাত্রায় ভূমিকম্প হতে পারে বলে আশঙ্কা বিজ্ঞানীদের।

কন্যালাভের খুশিতে শোভাযাত্রা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৪ ডিসেম্বর : পরপর দুটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার 'অভিযোগে' চলতি সপ্তাহেই স্ত্রীকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার অভিযোগ উঠেছিল স্বামীর বিরুদ্ধে। এবার ঠিক তার উলটো ঘটনা। কন্যাসন্তান হওয়ার আনন্দে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে 'রথ' সাজিয়ে ধুমধাম করে মা ও নবজাতককে নিয়ে গেলেন পরিবারের লোকজন। ঘরের লক্ষ্মীকে বরণ করতে এলাহি আয়োজন বৃহস্পতিবার নজরে এসেছে।

সেই হাসপাতালে চলতি মাসের ২ তারিখ কন্যাসন্তান প্রসব করেন সুলতাননগরের বাসিন্দা সানজুরি খাতুন। তাঁদের ঘরে এটাই প্রথম সন্তান। সানজুরির স্বামী শেখ সামিউলের ইচ্ছে ছিল, তাঁর প্রথম সন্তান কন্যা হলে তিনি ধুমধাম করে তাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন। সেই শখই এদিন পূরণ করেছেন তিনি। এদিন শিশু ও মাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সামিউলের পরিবার সহ দুই শতাধিক এলাকাবাসী জড়ো হন। আলোর মালায় সাজানো হয় একটি রথের মতো দেখতে গাড়ি। সেই গাড়ির পেছনে ছিলেন বাজনদাররা। গানবাজনায় তখন সেখানে যেন বড় কোনও উৎসবের আমেজ! নবজাতকের ঠাকুমা নাজরা বিবির কথায়, 'ঘরে লক্ষ্মী এসেছে। আনন্দ তো হবেই। মিষ্টিমুখ তো সকলকে করাতেই হবে।' তিনি আরও বলেন, 'গ্রামগঞ্জে এখনও মেয়েদের বোঝা বলে মনে করা হয়। আমি মেয়ে হয়ে বলব, এভাবে নিদর্শন তৈরি করতে হবে, যাতে সমাজে মেয়েদের অবহেলা না করা হয়।'

আর কন্যাসন্তানের বাবা শেখ সামিউল বলেন, 'আমার ইচ্ছা ছিল বংশের প্রথম সন্তান যদি মেয়ে হয় তাহলে আমি এভাবেই মেয়েকে ঘরে বরণ করে নিয়ে যাব। গ্রাম থেকে ২০০ লোককে নিয়ে এসেছি। আর সঙ্গে চার-পাঁচটা গাড়িও এনেছি। আমার বহুদিনের ইচ্ছে আজ পূরণ হয়েছে।'

ফুল গাছে হাত, মারধর শিশুকে

ভগবানগোলা, ৪ ডিসেম্বর : সুসজ্জিত বাগানে বাচ্চারা খেলছে দেখে রেগেমেগে প্রবেশ নিষেধের নোটিশ জারি করেছিল 'হিংসুটে' দৈত্য। অস্কার ওয়াইল্ডের বিখ্যাত গল্প 'দ্য সেলফিস জায়েন্ট'-র কথা কে ভুলতে পারে!

ঠিক সেরকমই, বাগানের ফুল গাছে হাত দেওয়ার 'অপরাধে' শিশুকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে এক প্রতিবেশী ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন ওই শিশুর বাবাও। মেরে তাঁর নাক ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শেষে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা লাগোয়া এলাকায়। থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া ইশা শেখ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে নাসিরউদ্দিন শেখ নামে এক ব্যক্তির বাগানের ফুল গাছে হাত দেয়। এরপর ওই শিশুকে নাসিরউদ্দিন মারধর করেন বলে অভিযোগ। ইশার চিৎকার শুনে এগিয়ে যান তার বাবা একাব শেখ। তখন তাঁকে রড দিয়ে মেরে নাক ফাটিয়ে দেওয়া হয়। তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

একাব বলেন, 'আমার ছেলে কয়েকজনের সঙ্গে স্কুল থেকে ফিরছিল। তখন রাস্তার পাশের একটি গাছে হাত দেয়। ওরা ছেলেমানুষ। অত বুঝতে পারেনি। তখন আমাদের প্রতিবেশী ওই ব্যক্তি আমার ছেলেকে থাপ্পড় মারে। আমি প্রতিবাদ করতে গেলে আমাকেও মারধর করা হয়।'

যদিও নাসিরুদ্দিন সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি বাচ্চাটিকে মারিনি। ওরা সদ্য লাগানো গাছে হাত দিয়েছিল বলে বকাঝকা করে সরিয়ে দিয়েছিলাম মাত্র।'

বিয়ের প্যান্ডেল

প্রথম পাতার পর

তাঁরা এদিন মাঠের এই অবস্থার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মাঠের একদিকে আবার পরীক্ষার্থীদের নাকে কাপড় চেপে বসে পড়াশোনা করতে দেখা গিয়েছে। পার্বতী রায় নামে এক অভিভাবিকা বলেন, 'এদিন মাঠে বসতে গিয়ে পেট গুলে উঠছিল। স্কুলে পরীক্ষা হচ্ছে এটা দেখা উচিত।' স্থানীয় এক বাসিন্দা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জানালেন, অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে বেশ কয়েকদিন আগে। অথচ এখনও মাঠে ভাত ও ফ্যান পড়ে রয়েছে। তা পচে গিয়ে বিশ্রী গন্ধ বের হচ্ছে। আর প্যান্ডেল না খোলায় খেলাধুলো বন্ধ।

স্থানীয় বাসিন্দা, পেশায় শিক্ষক জয়দেব সিনহা এই মাঠে নিজে শরীরচর্চা করেন। পাশাপাশি, বাচ্চাদের এই মাঠে ফুটবল অনুশীলন করান। তিনিও হতাশ। বললেন, 'বিয়ের প্যান্ডেল থাকায় এখন মাঠে খেলাধুলো বন্ধ। কবে মাঠ পরিষ্কার হবে জানি না।' রায়গঞ্জ শিশু সদনের আবাসিকরা এই মাঠে প্রতিদিন ফুটবল অনুশীলন করে। কিন্তু তারা এখন আর আসছে না। হোমের সুপার সাধন সিংহ রায় বলেন, 'একদিন এসে দেখলাম মাঠে প্যান্ডেল হয়েছে। তারপর আর ছাত্রদের মাঠে আনা হয় না।'

সিদ্ধান্ত খারিজ

প্রথম পাতার পর

৬৪ পাতার রায়ে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রতারণা, ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে অসফল প্রার্থীরাও মামলা করতে পারেন। তাই মামলাটি প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা না থাকার যুক্তিতে খারিজ করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আদালতের যুক্তি, মেয়াদ উত্তীর্ণ একটি প্যানেলের ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা যায় না। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগও করা যায় না। এতে সংবিধানের ১৪ ও ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ন্যায় ও সমানাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়।

আদালতের মতে, রাজ্য সরকার ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইনের যুক্তি খাড়া করে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করলেও এই সিদ্ধান্ত একতরফা ও বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘনকারী। ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

নিয়মানুযায়ী নতুন শূন্যপদ নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে ওই রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সরকার এমন নীতি নিতে পারবে না যা অসাংবিধানিক, স্বেচ্ছাচারী, নিয়মের পরিপন্থী।

আমাদের কী হবে

প্রথম পাতার পর

সামাজিকভাবে সম্মানহানি হচ্ছে তাদের। যাঁরা চাকরি হারিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই অন্য চাকরি ছেড়ে এখানে এসেছিলেন। আবার অনেকেই একসঙ্গে অন্য চাকরিতে যোগদানের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষকতাই। আজ তাঁরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছেন। মালদা শহরের স্কুল শিক্ষক সুরজিৎ রায়ের কথাই ধরা যাক। হাইস্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি রেলের চাকরিও পেয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষকতার চাকরিতেই যোগ দেন। সে সময় তিনি মোটেই ভাবেননি যে এইভাবে চাকরি হারাতে হবে। সুরজিৎ বলছিলেন, 'এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। কোন পথে আমরা যাব? আমাদের ক্ষেত্রে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হল না। সকলেরই সমান দোষ রয়েছে। কিন্তু বিচার ব্যবস্থা দ্বিচারিতা করছে আমাদের সঙ্গে।'

এসএসসি'র মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের চাকরি চলে যাওয়ার পর রাজ্যজুড়ে আন্দোলন সংগঠিত হয়। মালদা জেলার শিক্ষকরাও কলকাতায় গিয়ে সেই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু সুরাহা কিছুই হয়নি। এখনও আদালতে সেই মামলা চলছে। ন্যায়বিচারের আশায় শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে সংগঠন তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আগামীতে তাঁরা কী করবেন, কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

চাকরি পাওয়ার পরেই অনেকের জীবনযাপনের কায়দা বদলেছে। যেমন নিজের পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন বিলোলকুমার সরকার। শিক্ষকতার চাকরি পাওয়ার পর বিয়ে করেছেন। পরিবারে রয়েছে মা, বাবা, ভাই, স্ত্রী ও সন্তান। বাবা পেশায় কৃষক। চাকরি পাওয়ার পর বিয়ে করার পাশাপাশি ঋণ নিয়ে বাড়িও তৈরি করেন। সেই ঋণ এখনও পরিশোধ করা হয়নি। ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ তাঁকে চালাতে হচ্ছে। তার চাকরির উপর নির্ভরশীল এই বিরাট পরিবার। ৩১ ডিসেম্বরের পর কী হবে, তিনি নিজেও জানেন না। বিলোল বলেন, 'আমাদের সমস্যাও তো মানবিকভাবে দেখা উচিত ছিল। আমরা যোগ্য শিক্ষক। তারপরও আমাদের এমন অবস্থা হল। আগামীতে কী হবে এখনও আমরা কিছুই জানি না। পুরো পরিবার আমার ওপর নির্ভরশীল।'

সাসপেন্ড হুমায়ুন কবীর

প্রথম পাতার পর

কয়েকবার দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি তাঁকে শোকজ ও সতর্কও করে। কিন্তু তিনি থামেননি। সভা শুরুর আগেই তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করার ঘোষণা করা হলে বিধায়ক সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থল ছাড়েন। তাঁর দাবি, দল তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়ে এখনও চিঠি দেয়নি। বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর প্রস্তাবিত নতুন রাজনৈতিক দল ২৯৪টি আসনের মধ্যে ১৩৫টি আসনে লড়াই করবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। হুমায়ুনের উদ্দেশ্যে ফিরহাদ বলেন, 'তিনি তো ভরতপুরের বিধায়ক। হঠাৎ বেলডাঙ্গায় মসজিদ করতে চাইছেন কেন? আসলে ওই স্পর্শকাতর এলাকায় তিনি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করে বিজেপিকে সাহায্য করতে চাইছেন।' পালটা হুমায়ুনের উত্তর, 'যে ফিরহাদ হাকিম আমাকে সাসপেন্ড করেছেন, তাঁকে আমি নেতাই মানি না।' হুমায়ুনের হুঁশিয়ারি, 'তোলাবাজ-সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দল তৈরি করব। বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদ তৈরি আটকানোর ক্ষমতা কারও থাকলে রুখে দেখাক। শুধু হেনস্তা নয়, আমি খুনও হতে পারি, নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হলে হাইকোর্টে যাব।'

বাবরি মসজিদ তৈরির এই প্রস্তাব সংবিধানবিরোধী বলে অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। চলতি সপ্তাহে মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, 'গোটা বিষয়টির ওপর রাজ্য নেতৃত্ব নজর রেখেছিল। সবটাই তাদের সিদ্ধান্ত।' হুমায়ুনকে ২০১৫ সালেও দল থেকে ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল। নির্দল প্রার্থী হিসেবে ২০১৬ সালে রেজিনগরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি পরাজিত হন। তারপর কংগ্রেসে ফিরে যান। আবার ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে বিজেপিতে যোগদান করে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছিলেন। আবার ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলে ফিরে রেজিনগরের বদলে ভরতপুরে প্রার্থী হয়ে বিধায়ক পদ পান।

এদিকে, ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা সরব হয়েছে। কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর চরিত্রই হল কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি। এই হুমায়ুনকে ব্যবহার করেই মুখ্যমন্ত্রী ভোটে আমায় হারিয়েছিলেন। এখন ও বোঝা হয়ে গিয়েছে বলে ছুড়ে ফেলে দিলেন।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, 'পুরোটাই নাটক। এর আগে যখন হুমায়ুন হিন্দুদের কেটে ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন তখন মুখ্যমন্ত্রী কেন চুপ ছিলেন? উনি এখানে বাবররাজ কায়েম করতে চাইছেন।'

নারী লাঞ্ছনায় পরিবার একাকার

প্রথম পাতার পর

বিহার ও নেপাল থেকে যে সমস্ত মহিলারা শিলিগুড়িতে এসেছেন, তাঁদের অধিকাংশেরই ভাগ্যে এমন বঞ্চনা জুটেছে। শিলিগুড়ির মতো বড় শহরে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে ভাবুন আরও ছোট শহরগুলোতে আসা বিহারি বা নেপালি তরুণীদের কী দুরবস্থা! শাসক ও বিরোধী কোনও পার্টির নেতাদের কাছেই এমন খবর ছিল না, তাঁরা সবাই এখন এতটা জনবিচ্ছিন্ন।

অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনদের জোর করে নির্দিষ্ট কোনও কারণ ছাড়া পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিদেশে। আর দেশে ঘরের অভ্যন্তরে রেখে যাবতীয় অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে লক্ষ্মীদের কাছ থেকে। নারী দিবস ও নারী স্বাধীনতা নিয়ে এত লেখালেখির কোনও মানে আছে তাহলে? বহু সাধারণ ভারতীয় মহিলা আজ বিখ্যাত সেলেব নারীদের সোশ্যাল মিডিয়ায় অকারণ গালাগাল দিয়ে নিজস্ব তৃপ্তি পেতে পারেন। কেউ অশ্লীল রিলস বানাতে পারেন নিঃসংকোচে। আজকের মেয়েদের স্বাধীনতা কি তা হলে শুধু এসবই?

আমাদের বাংলায় বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে যত লেখালেখি হচ্ছে, যত হইচই করছেন কেন্দ্রের বাবুরা, তার এক ফোঁটা হইচই হচ্ছে না নেপাল থেকে আসা হিন্দু অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে। কারণ দুর্বোধ্য। বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা অনুপ্রবেশকারীই। সে মুসলিমই হোক, হিন্দুই হোক। শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার, রাজু বিস্ট, শংকর ঘোষরা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যতটা সোচ্চার, বেআইনি পথে আসা নেপালিদের নিয়ে আদৌ নন। অথচ শিলিগুড়ি সহ পাহাড়ের বিভিন্ন শহরে নেপালি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা প্রচুর। তা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই কেন?

শিলিগুড়িতে বিহার বা নেপাল থেকে আসা মহিলাদের অধিকার যেমন নির্লজ্জভাবে নাকচ করে দিচ্ছে পরিবারের পুরুষ, এরকম পরিস্থিতি কলকাতা, মালদা, আসানসোল বা বর্ধমানে হতেই পারে। রাজ্য সরকারের উচিত এ ব্যাপারে বিস্তৃত খোঁজ নেওয়া। এসআইআর-এর দৌলতে অর্চনা বা লক্ষ্মীদের ভোটার কার্ডটি হতে পারে। তবে সমাজে তাঁদের যা প্রাপ্য, তার পুরোটা কি তাঁরা পাবেন? সমানাধিকার কি ফিরিয়ে দেবে বাড়ির পুরুষ?

সোনালিকে, সোনালিদের রাতের অন্ধকারে অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে যেভাবে মুখ পুড়ল ভারতের, তারপরে কোনও অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে কথা বলার অধিকার নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। গোটা বিশ্ব হাসবে! আমেরিকা সহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশ এখন এভাবে দাদাগিরি দেখাচ্ছে। নিজের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে অনুপ্রবেশকারীদের। সেখানে কখনও শোনা যায়নি যে নিজের দেশের লোকদেরই ভুল করে অন্য দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কখনও শোনা যায়নি, ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে সব পার্টি কোনও না কোনও সময় অন্য দেশের মানুষকে নাগরিকত্বের কার্ড দিয়ে দেয়।

সোনালির ঘটনাটা প্রথম নয়, শেষও নয়। এর আগে অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার অনেক ভারতীয় মুসলিমকে পাঠিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশে। গত মে মাসে অসমের বরপেটায় ১৪ জন ভারতীয়কে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় স্থানীয় পুলিশ। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভারত সরকার ভারতীয়দেরই সমস্যায় ফেলে দিচ্ছে বেশি। বিবিসিকে এক ইন্টারভিউতে ৫৮ বছরের সোনা বানু বলেছিলেন, 'পুলিশ ও বিএসএফ আমাকে বন্দুকের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আমি মশা আর জোঁকে ভরা জঙ্গলে হাঁটুজলে দুইদিন খাবার ও জল ছাড়াই কাটিয়েছি'!

বাংলাদেশে তাঁদের জায়গা হয় জেলে! তারপর ফেরত পাঠানো হয় ভারতের গ্রামে। এই অপমান, এই যন্ত্রণা কি তাঁদের প্রাপ্য ছিল? ছিল না। তেমনই শিলিগুড়ির গৃহবধূদের ওরকম অপমানও প্রাপ্য নয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিষ বাংলায় এখনও নেই। সেই বিষ যদি বিহার বা নেপাল থেকে এসে ছড়ানো হয়, তাহলে শুরুতেই সেই বিষদাঁতগুলো ভেঙে দেওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারই তো আমাদের শিখিয়েছে, 'বিষধর'-দের আশ্রয় দিয়ে কোনও লাভ হয় না।

সরকারকে কোথায় পাব আমরা?

এখন যাঁর জন্মশতবর্ষ বাংলায় হইচই করে পালন হচ্ছে, সেই সলিল চৌধুরী কবে তাঁর বিখ্যাত গানে বলে গিয়েছেন, ''সবাই বলছে দায়ী সরকার/কিন্তু তাকে চিনতে পারা দরকার/ ভাবি, ধরে আচ্ছা করে প্যাঁদাই/কিন্তু কিছুতেই তাকে চিনতে পারি না/আসল কথা বলতে মানা/ ওই শুয়োরের বাচ্চাদের ডানা/ (আরে রোজ গজাচ্ছে, আমি নিজের চোকে দেকেছি!)/ কিন্তু উড়ে যায়, তাই ধরতে পারি না''

ওরা উড়ে যাক যেখানে খুশি। সোনালি-লক্ষ্মীরা ডানা মেলে উড়ে যাক স্বাধীনতার মানচিত্রে।

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

শীতের শুরুতে ব্যারাম

গা শিরশিরানির দিন গিয়েছে। এবার জাঁকিয়ে শীত পড়ার পালা উত্তরবঙ্গজুড়ে। বাংলা দিনপঞ্জি বলছে, এখন মধ্য অঘ্রান। হেমন্তকাল। তবে শীতের শুরুতেই ঘরে ঘরে ছড়িয়েছে জ্বর, সর্দি-কাশির প্রকোপ। মালদা সদর এবং বালুরঘাটের জেলা হাসপাতালের বাইরের ছবি মিলে গেল হুবহু।
লিখলেন– অরিন্দম বাগ এবং পঙ্কজ মহন্ত

জ্বর নিয়ে স্কুল নয়, মত চিকিৎসকদের

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : মরশুম বদলের সময় আসতেই বালুরঘাট শহরে ছোট এবং বয়স্কদের মধ্যে বাড়ছে ভাইরাল জ্বর, সর্দিকাশির প্রকোপ। হাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিদিন শিশুদের মধ্যে বাড়ছে বিভিন্ন মরশুমি অসুখ। তার প্রভাব স্পষ্ট জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে পড়া লম্বা লাইনে। সকাল হতেই সন্তানকে কোলে নিয়ে বা হাত ধরে নিয়ে অভিভাবকদের দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে ওপিডি'র সামনে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে রোজ প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন শিশুকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে আসছেন অভিভাবকরা। এরমধ্যে দিনে গড়ে পাঁচ থেকে দশজন শিশুকে ভর্তিও রাখতে হচ্ছে হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার শিশুরোগ বিভাগের আউটডোরে ছিল অন্তত ৩০ জন খুদে রোগীর লাইন।

তবে, এই সংখ্যা মোটেই অস্বাভাবিক নয় বলে দাবি করেছেন বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ। তাঁর কথায়, 'এই সময় প্রতিবছর শিশুদের মধ্যে ভাইরাল জ্বর, সর্দিকাশির প্রকোপ বাড়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে ওপিডিতে রোগীর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় তেমন বেশি নয়। আপাতত কোনও জটিল বা গভীর সমস্যা নিয়ে কোনও শিশুকে ভর্তি করতে হয়নি। তাই এখনই ঘাবড়ানোর কোনও কারণ নেই।'

তবু কিছু সতর্কতা মেনে চলা জরুরি বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা। ডাঃ বাগ আরও বলেন, 'যদি শিশুর ভাইরাল ইনফেকশন হয়, তাকে স্কুলে পাঠানো উচিত নয়। এতে সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে অন্য শিশুদের মধ্যে। প্রতিদিন গরম জলে স্নান করানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।'

তবে অভিভাবকদের মন থেকে উদ্বেগ সহজে কাটছে না। চকভৃগু এলাকার বাসিন্দা রতন পাল তাঁর দু'বছরের ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আউটডোর বিভাগের লাইনে। তিনি বলেন, 'গত দু'দিন রাত থেকে ওর জ্বর আর নাক দিয়ে জল পড়া থামছে না। হাসপাতালে এত শিশুর ভিড় দেখে চিন্তা আরও বাড়ে। কিন্তু ডাক্তার দেখাতেই হবে। এখন একটু ঠান্ডা লাগলেই খুদেরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে।'

একই অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন কলেজপাড়ার বধূ স্বাতি সেন। তাঁর কথায়, 'মেয়েটা তিনদিন ধরে কাশিতে কষ্ট পাচ্ছে। বাড়ির চিকিৎসায় কাজ হচ্ছিল না। ডাক্তার বললেন চিন্তার কিছু নেই। ভাইরাল জ্বর। কিন্তু মা-বাবা হিসেবে দুশ্চিন্তা তো থাকেই।'

হাসপাতালের দাবি, পরিস্থিতি এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। তবু ঋতু পরিবর্তনের এই সময়ে সতর্ক থাকা উচিত বলে পরামর্শ চিকিৎসকদের।

কী করবেন?

- বেশি করে জল খান
- মরশুমি ফল, শাকসবজি বেশি করে খান
- ঘনঘন হাত ধুতে হবে
- জনবহুল এলাকায় মাস্ক ব্যবহার করুন

কী করবেন না?

- রোগাক্রান্তদের সংস্পর্শে যাবেন না
- বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাবেন না
- অসুস্থ হলে শিশুকে স্কুলে পাঠাবেন না
- ঠান্ডা জলে স্নান নয়

পরামর্শ ছাড়া ওষুধে না

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : শীতের মরশুম আসতে না আসতেই মালদা জেলাজুড়ে হুহু করে বেড়েছে জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা। আক্রান্ত হচ্ছেন মূলত শিশু-কিশোর এবং বয়স্ক মানুষ। চিকিৎসকরা বলছেন, আবহাওয়ার পরিবর্তনে ভাইরাসের কারণে সর্দি-কাশি, জ্বরজারির এই বাড়বাড়ন্ত। মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আউটডোরে প্রতিদিন শ'তিনেক শিশু-কিশোর চিকিৎসার জন্য আসছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদা মেডিকেলের আউটডোরের সামনে দেখা গেল রোগীদের লম্বা লাইন। দু'বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ইংরেজবাজারের বুধিয়ার বাসিন্দা তাজকেরা বিবি। তিনি বললেন, 'দু'দিন ধরে মেয়ের প্রচণ্ড জ্বর। সঙ্গে সর্দি-কাশির সমস্যাও রয়েছে। সন্ধে নামতেই জ্বর বাড়ছে। তাই আজ মেয়েকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে এসেছি।' একই বক্তব্য লাইনে দাঁড়ানো আরেক মহিলা বিউটি বিবির। তিনি বলছেন, 'আমার সাত বছরের ছেলে গত তিনদিন ধরে জ্বর, সর্দি-কাশিতে ভুগছে। সর্দিতে রাতে ঘুমোতে খুব সমস্যা হচ্ছে। তাই আজ ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছি।'

মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ গোপাল পান্ডে বলেন, 'শীতের মরশুমের শুরুতে ছোটদের মধ্যে বেশকিছু ভাইরাল ইনফেকশন দেখা দেয়। মালদা মেডিকেলে যে সমস্ত শিশু জ্বর, সর্দি-কাশি নিয়ে আসছে, তাদের বেশিরভাগের মধ্যে প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা, অ্যাডিনো, আরএসভি, রাইনো ভাইরাস পাওয়া যাচ্ছে। সারা বছর ধরে এইসব ভাইরাসের দেখা পাওয়া গেলেও মরশুম পরিবর্তনের সময় এই ভাইরাসগুলো বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। যে সব শিশুর অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে তাদের অনেক বেশি কষ্ট হয়। বয়স অনুযায়ী বাচ্চাদের নানারকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে।'

ডাঃ পান্ডে আরও বলেন, 'এসব ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচার দুটো পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত, আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বেশি করে জল খাওয়া, শাকসবজি খাওয়া প্রয়োজন। শীতের ফল কমলালেবুতে ভিটামিন সি রয়েছে। যা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, যাঁরা এই সব ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের থেকে দূরে থাকা। জনবহুল স্থানে মাস্ক ব্যবহার করলে এই ধরনের ভাইরাস থেকে অনেকটা রক্ষে পাওয়া যায়।'

মালদা মেডিকেলের আরেক চিকিৎসক বিক্রম সাহা বললেন, 'ছোটদের জ্বর, সর্দি-কাশি দেখা দিলে নিজে থেকে কোনওরকম ওষুধ না দেওয়াই ভালো। নিজেরা ওষুধ বা কাফ সিরাপ দিলে ওভার ডোজ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। খুব প্রয়োজনে প্রতি কিলোগ্রাম ওজন হিসেবে ১৫ মিলিগ্রাম প্যারাসিটামল দিনে দু'বার দেওয়া যেতে পারে। তবে যদি দু'দিনের মধ্যে জ্বর না কমে, তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনওভাবেই শিশুদের অ্যান্টিবায়োটিক কিংবা বেদনানাশক ওষুধ দেওয়া যাবে না।'

মালদা মেডিকেলের আউটডোরে ডাক্তার দেখাতে রোগীদের লাইন। ছবি : অরিন্দম বাগ।

বইমেলার ঘণ্টা বাজল মালদায়

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখ থেকে শুরু হবে মালদা বইমেলা। চলবে ২১ তারিখ পর্যন্ত। তবে সেই বইমেলা কোথায় হবে, তা এখনও চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হয়নি আয়োজকদের তরফে। তবে তা মালদা কলেজ ময়দানেই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

এই মালদা কলেজ ময়দানই মালদা শহরের বইপ্রেমীদের প্রথম পছন্দ। তবুও মালদা জেলা বইমেলার কর্মকর্তাদের বিবেচনার তালিকায় যুব আবাস ময়দানও রয়েছে। কারণও অবশ্য স্পষ্ট। যেভাবে মালদা জেলা বইমেলার কলেবর বৃদ্ধি হয়ে চলেছে, তাতে বইমেলা আয়োজনের জন্য কলেজ ময়দানের আকার অনেকটাই ছোট। তাছাড়া ময়দানে প্রবেশ ও বাইরে যাওয়ার গেট একটিই। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে হুলুস্থুল বেঁধে বিপদ বাড়ার আশঙ্কা ও ঝুঁকি অনেকটাই বেশি।

বৃহস্পতিবার মালদা বইমেলা নিয়ে একটি বৈঠকের কথা ছিল। কিন্তু নির্বাচনি পর্যবেক্ষকের প্রশাসনিক বৈঠকের জেরে সেই বৈঠক ভেস্তে যায়। তবে বৈঠক না হলেও মালদা জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ইন্দ্রজিৎ পাল, গ্রন্থাগারিক তুষারকান্তি মণ্ডল, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সহ এক প্রতিনিধিদল মালদা কলেজ ময়দান ও যুব আবাসের মাঠ পরিদর্শন করে। তাঁরা জানিয়েছেন, দুটি ময়দানের মধ্যে যে কোনও একটিতে বসবে ৩৮তম মালদা জেলা বইমেলার আসর।

কলকাতা বইমেলার ঠিক পরেই রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম বইমেলার আসর বসে মালদায়। কলকাতার পাবলিশারদের পাশাপাশি বাংলাদেশের পাবলিশাররাও মালদা বইমেলায় অংশ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কোটি টাকার বই বিক্রি হয়। গত বছর বইয়ের স্টলের সংখ্যা ছিল ১৪০ এবং অন্যান্য স্টল ছিল ৫০টি। এবছর বইয়ের স্টলের সংখ্যা বেড়ে ১৫০ করা হচ্ছে বলে খবর। প্রতিবারের মতো বইমেলা প্রাঙ্গণে ৩টি মঞ্চ তৈরি করা হবে যেগুলো গুণীজনদের নামে নামাঙ্কিত করা হবে। সেই ৩টি মঞ্চেই প্রতিদিন নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। কলকাতা ও মালদা জেলার সংগীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, কবিতার আসর, গল্প আড্ডার আসর, পড়ুয়াদের প্রশ্ন-উত্তর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

বইমেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস বলেন, 'বইমেলা নিয়ে প্রাথমিক একটা আলোচনা হয়েছে। আমরা সেভাবেই প্রস্তুতি শুরু করেছি। তবে পূর্ণাঙ্গ বৈঠক এখনও হয়নি। চলতি সপ্তাহেই গোটা বিষয়টি নিয়ে বৈঠক করে আলোচনা করা হবে।'

এখনও এক মাসেরও বেশি সময় বাকি। কিন্তু বইমেলা নিয়ে এখন থেকেই মালদা শহরবাসীর মধ্যে একটা উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে। সেইসঙ্গে কোন মাঠে বইমেলা হবে তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। মালদা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সুনির্মল চক্রবর্তী বলেন, 'মালদা বইমেলা আমাদের কাছে আবেগের। ৭ দিন ধরে সন্ধে থেকেই জমিয়ে আড্ডা হয় মেলা প্রাঙ্গণে। প্রতিবছরই দুটি করে উপন্যাস কিনি। তবে বইমেলা মালদা কলেজ ময়দান ছাড়া অন্যত্র ঠিক জমে না।' কেন জমে না? কারণ, যুব আবাসের মাঠ শহরের অনেকটাই এক প্রান্তে। আর কলেজ ময়দান শহরের মাঝখানে। সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো। গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারা সহজে মেলায় যাতায়াত করতে পারেন। মালদা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী ঈপ্সিতা ধর বলেন, 'বইমেলা মালদা কলেজ ময়দান ছাড়া অন্য কোথাও ভাবা যায় না। আমরা দাবি রাখছি বইমেলার আসর যেন এই মাঠেই করা হয়।'

বইমেলার জন্য মাঠ পরিদর্শন। বৃহস্পতিবার মালদায়।

অপেক্ষা

- বইমেলা শুরু ১৫ জানুয়ারি থেকে, চলবে ২১ তারিখ পর্যন্ত
- এবছর বইয়ের স্টলের সংখ্যা ১৫০ করা হচ্ছে, যা গতবারের তুলনায় বেড়েছে
- প্রতিবারের মতো বইমেলা প্রাঙ্গণে ৩টি মঞ্চ তৈরি করা হবে

গঙ্গারামপুরে রাস্তার কাজের শিলান্যাস

গঙ্গারামপুর, ৪ ডিসেম্বর : গঙ্গারামপুর পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডে হরি সূত্রধরের বাড়ি থেকে পবিত্র সূত্রধরের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ১০০ মিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা ছিল। ফলে বর্ষার সময় কাঁচা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়তে হত স্থানীয়দের। এর প্রেক্ষিতে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ক্যাম্পে আবেদন জানিয়েছিলেন মানুষ।

স্থানীয়দের সেই আবেদনের ভিত্তিতে প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা বরাদ্দে রাস্তা সংস্কারের কাজ হবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে নির্মাণকাজের শিলান্যাস করেন পুর চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র। তিনি বলেন, 'ওয়ার্ডে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির করা হয়েছিল। স্থানীয়রা সমস্যার কথা জানান। বিষয়টি নজরে রেখে আর্থিক বরাদ্দ হয়েছে। আজ সেই কাজের শিলান্যাস হল। স্থানীয় বাসিন্দারা উপকৃত হবেন।'

বাজেয়াপ্ত শব্দবাজি নিষ্ক্রিয় করার পর আগুন নেভানো হচ্ছে কালিয়াগঞ্জে।

বাজি ফাটাতে বম্ব স্কোয়াড

কালিয়াগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : মশা মারতে কামান দাগার মতোই এ যেন বাজি ফাটাতে বম্ব স্কোয়াড! পুলিশের আটক করা নিষিদ্ধ শব্দবাজি নিষ্ক্রিয় করতে বৃহস্পতিবার মালদা থেকে কালিয়াগঞ্জে হাজির হল সিআইডি দপ্তরের বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডের এক প্রতিনিধিদল। দীপাবলির আগে কালিয়াগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে বিভিন্ন দোকান থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল বেশ কিছু নিষিদ্ধ বাজি। সেগুলি নিষ্ক্রিয় করতেই এই পদক্ষেপ।

বৃহস্পতিবার সকালে এই বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডের প্রতিনিধিরা বাজেয়াপ্ত নিষিদ্ধ বাজির প্যাকেট সাবধানতা অবলম্বন করে একটি চার চাকা গাড়িতে চড়িয়ে রাধিকাপুর অঞ্চলের টাঙন নদীর শুকনো ঘাটে নিয়ে যায়। সেখানে গর্ত করে বাজেয়াপ্ত বাজির প্যাকেট রেখে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। খবর ও শব্দ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার লোকজন ভিড় করেন। নিরাপত্তার জন্য তাঁদের নির্দিষ্ট দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হয়। গোটা কাজ চলার সময় কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নদীর ঘাটে হাজির ছিল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ, কালিয়াগঞ্জ দমকল বিভাগের গাড়ি সহ একটি অ্যাম্বুল্যান্স। সমস্ত নিষিদ্ধ বাজি পুড়িয়ে দেওয়ার পর দমকলের কর্মীরা গর্তে জল দিয়ে জ্বলতে থাকা আগুন নিভিয়ে দেন। সমস্ত ঘটনা ভিডিওগ্রাফি করা হয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডের পক্ষ থেকে।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই বছর দীপাবলির আগে বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সেই বাজি এদিন পুড়িয়ে দিল বম্ব স্কোয়াড।'

যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যে জোর, সাজছে রায়গঞ্জ স্টেশন

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে এবার একেবারে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে সেজে উঠেছে রায়গঞ্জ রেলস্টেশন। স্টেশনের প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে টিকিট কাউন্টার, প্ল্যাটফর্ম, পার্কিং প্লেস সহ স্টেশনের বাইরের দিকও সংস্কার করা হয়েছে। স্টেশনের মূল প্রবেশপথ ও বেরোনোর জায়গাতেও সুসজ্জিত গেট তৈরি হয়েছে। রয়েছে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও। তার সঙ্গে স্টেশন চত্বরে সেজে উঠেছে একটি বাগান। এমনকি একটি কোচ রেস্তোরাঁর কাজ চলছে। অন্যদিকে, টিকিট কাউন্টারের সামনে বসেছে ৩টি অটোম্যাটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন। ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অত্যাধুনিক যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরি হয়েছে। সামান্য টাকার বিনিময়ে যাত্রীরা সেখানে রাত্রিযাপন করতে পারেন। পাশেই বসানো হয়েছে আরপিএফ বুথ।

রায়গঞ্জ রেলস্টেশনের যাত্রীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল, ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মটি ছোট। সেই সমস্যা মেটাতে ৫৮০ মিটার লম্বা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। বসেছে নতুন শেড। ফলে এরপর থেকে রাধিকাপুর-কলকাতা এক্সপ্রেসের ওই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতে আর কোনও সমস্যা থাকল না। ফলে স্টেশনকে ঘিরে যাত্রীদের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা নানা সমস্যার এবার সমাধান হল বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে এনিয়ে রায়গঞ্জের স্টেশনমাস্টার রাজু কুমার বলেন, 'স্টেশনের দুটি প্ল্যাটফর্মে এক্সপ্রেস ট্রেন দাঁড়াতে পারে। মানুষ যদি বলেন ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে রাধিকাপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস দাঁড়ালে তাঁদের সুবিধা হবে এবং কাটিহার ডিভিশনও যদি প্রস্তাব মেনে নেয় তাহলে অবশ্যই তা চালু হবে। কিন্তু একই সময়ে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনও রয়েছে। ওই ট্রেনের যাত্রীদের টিকিট কাটার তাড়া থাকে। ২ নম্বরে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি এলে যাত্রীরা তাড়াহুড়োয় লাইন টপকে যাতায়াত করবেন।' সোমবার টিকিট কাটতে এসেছিলেন সুখেন দাস নামে এক যাত্রী। তিনি জানান, রাধিকাপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস ১ নম্বরে এলেই সুবিধা হয়। ২ নম্বরে যাতায়াতের রাস্তাটি খুবই বেহাল।

এদিকে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়ায় খুশি উত্তর-পূর্ব রেলের জোনাল রেলওয়ে ইউজার্স কনসালটেটিভ কমিটির সদস্য অঙ্কুশ মৈত্র। তিনি বলেন, 'এই স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে নিয়ে আসাই আমাদের প্রধান দাবি ছিল। এছাড়া স্টেশনে কোচ ডিসপ্লে সিস্টেম এবং ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে টিকিট কাউন্টার চালুর দাবিও রয়েছে।' অন্যদিকে, যাত্রীরা শিলিগুড়ি-রাধিকাপুর ট্রেনের কোচ সংখ্যা বাড়ানোর দাবিও তুলেছেন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের বারসই-রাধিকাপুর রেলের অন্যতম অংশ রায়গঞ্জ স্টেশন। জেলার বিভিন্ন ব্লকের যাত্রীরা ওই স্টেশন ব্যবহার করে যাতায়াত করেন। বহুদিন ধরে স্টেশনটিকে আধুনিক করার দাবি জানিয়েছিল বণিকসভা, নাগরিক সভা ও রেল উন্নয়ন মঞ্চ। তবে স্টেশন চত্বরের বেশ কিছু জায়গা এখনও দখলদারদের হাতে। সেখানে শাসকদলের একটি ক্লাবও রয়েছে।

এদিকে সূত্রের খবর, আগামী ৫ ডিসেম্বর থেকে রায়গঞ্জ স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়াবে রাধিকাপুর-কলকাতা আপ এবং ডাউন এক্সপ্রেস। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ স্টেশন কর্তৃপক্ষের তরফে এই ঘোষণা করা হয়। এই ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পরিকাঠামো ভালো। এখানে টিকিট কাউন্টার, সুলভ শৌচালয়, পরিস্রুত পানীয় জল, প্রতীক্ষালয়ের সুবন্দোবস্ত এবং অত্যাধুনিক পার্কিং জোন রয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : লরির চাকা বদল করতে গিয়ে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল লরিচালক সহ খালাসির। দেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। মৃত চালকের নাম জবদুল শেখ (২৩)। বাড়ি কালিয়াচকের পাগলাটোলা এলাকায়। অন্যদিকে, মৃত খালাসির নাম আলি ইনজামউল হক (১৮)। তাঁর বাড়ি কালিয়াচকের সারদহ এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোররাতে ইংরেজবাজারের সুস্তানি মোড় এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে দুর্ঘটনাটি ঘটে।। স্থানীয় লোকজন তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

মোরা চলব একসঙ্গে... পুতিনকে নিয়ে ৭ লোককল্যাণ মার্গে নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

আলিঙ্গন-করমর্দন-এক গাড়িতে সফর

মোদি-পুতিন সখ্যে দৃঢ় ভারত-রুশ মৈত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ‘কুছ তো লোগ ক্যাহেঙ্গে, লোগো কা কাম হ্যায় ক্যাহেনা...’

মস্কোর থেকে তেল কেনা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রক্তচক্ষু ও শুল্ক তোপের মধ্যেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারতের মাটি ছুঁল রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিমান। নয়াদিল্লির পালাম বিমানবন্দরে তাঁকে লাল কার্পেট পেতে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী যে ব্যক্তিগতভাবে পালাম বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবেন সেই খবর অবশ্য সরকারিভাবে ছিল না ক্রেমলিনের কাছে। রাশিয়ার সরকারি বার্তায় জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে নিজে উপস্থিত থাকবেন পালাম বিমানবন্দরে এ সম্পর্কে তাদের কাছে আগাম কোনও বার্তা ছিল না, এটা তাদের কাছে একটা মধুর চমক। এই মুহূর্তে শুধুমাত্র রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনই নয়, তাঁর সঙ্গে ভারতে উপস্থিত আছেন রাশিয়ার সরকারের একাধিক মন্ত্রী ও শীর্ষ আধিকারিকরাও। বিমান থেকে নেমে আসতেই পুতিনের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রথমে করমর্দন তারপর উষ্ণ আলিঙ্গনে স্বাগত জানান মোদি।

রুশ প্রেসিডেন্টের আতিথেয়তায় পালাম বিমানবন্দরে বিশেষ সাংস্কৃতিক নৃত্য পরিবেশন ও মনোমুগ্ধকর আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর মোদির সঙ্গে একটি সাদা ফরচুনারে চেপে কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ৭ লোককল্যাণ মার্গের বাসভবনে পৌঁছোন পুতিন। সেখানেই দুই রাষ্ট্রনেতা নৈশভোজের বৈঠকে বসেন। প্রসঙ্গত, এর আগে চিনে এসসিও বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে পুতিনের সঙ্গে তাঁর বুলেটপ্রুফ লিমুজিনে চড়েছিলেন মোদি। সেই প্রসঙ্গে ভারতে আসার আগে একটি সংবাদমাধ্যমকে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে গাড়িতে চেপে ভ্রমণ করাটা আমারই ভাবনা ছিল। আমাদের বন্ধুত্বের প্রতীক ছিল ওই সফর।’ বৃহস্পতিবার মোদির সাদা ফরচুনারে পুতিনের সফরের পর

> আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ভারতে স্বাগত জানাতে পেরে আমি খুব খুশি। আজ সন্ধ্যায় এবং আগামীকাল আমাদের মধ্যে আলাপচারিতার ব্যাপারে অপেক্ষা করছি। ভারত-রুশ বন্ধুত্ব একটি সময়োত্তীর্ণ মৈত্রী যা আমাদের জনসাধারণকে দারুণভাবে উপকৃত করেছে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

বন্ধুত্বের সেই বৃত্তটাই যেন সম্পূর্ণ হল।

পুতিনকে ভারতে স্বাগত জানিয়ে মোদি এক্সে লিখেছেন, ‘আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ভারতে স্বাগত জানাতে পেরে আমি খুব খুশি। আজ সন্ধ্যায় এবং আগামীকাল আমাদের মধ্যে আলাপচারিতার ব্যাপারে অপেক্ষা করছি। ভারত-রুশ বন্ধুত্ব একটি সময়োত্তীর্ণ মৈত্রী যা আমাদের জনসাধারণকে দারুণভাবে উপকৃত করেছে।’ বাস্তবিকই তাই। ঠান্ডাযুদ্ধের সময় থেকে ইউক্রেন যুদ্ধ-যাবতীয় ঝড় সামলে নয়াদিল্লি-মস্কো সখ্যের বাঁধন ক্রমশ মজবুত হয়েছে। মোদি-পুতিন ব্যক্তিগত সম্পর্ক সেই বাঁধনকে আরও দৃঢ় করেছে।

এদিকে পুতিনের ভারতে আসার আগে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সংসদের বাইরে অভিযোগ করেন, ‘বাজপেয়ী জমানায়, মনমোহন সিংয়ের জমানায় বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাতের পুরোনো পরম্পরা চালু ছিল। কিন্তু এখন যদি ভারতে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানরা আসেন কিংবা আমি বিদেশে যাই তাহলে সরকার আমার সঙ্গে দেখা করতে বারণ করে দেয়। শুধু সরকার নয়, আমরাও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করি।’

রাহুলের এই বক্তব্য অবশ্য খণ্ডন করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। একটি সূত্র জানিয়েছে, রাহুল গান্ধি বিরোধী দলনেতা হওয়ার পর থেকে অন্তত চারজন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। রাহুল বিরোধী দলনেতা হওয়ার পর ২০২৪ সালের ১০ জুন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ওই বছর ২১ অগাস্ট মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম, চলতি বছরের ১৮ মার্চ নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সোন এবং গত ১৬ সেপ্টেম্বর মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী নবীনচন্দ্র রামগুলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কেন্দ্র জানিয়েছে, বিদেশি অতিথিরা সরকারের বাইরে আর কার সঙ্গে দেখা করবেন সেটা তাঁরা ঠিক করেন। সরকারের সেখানে কোনও ভূমিকা নেই।

নিজামের প্রাসাদ স্বাগত জানাবে ভ্লাদিমির পুতিনকে

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ২৩তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার দু-দিনের সফরে ভারতে এলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই সফরে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক চুক্তি হওয়ার কথা। কিন্তু সেই সবের মাঝেই পুতিনের এই সফরের অন্যতম আকর্ষণ দিল্লির হায়দরাবাদ হাউস। কারণ, এটি শুধু একটি বৈঠকের স্থান নয়, ভারতের ঐশ্বর্যশালী ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল।

হায়দরাবাদের শেষ নিজাম মীর উসমান আলি খানের দিল্লির প্রাসাদটিই বর্তমানে হায়দরাবাদ হাউস হিসেবে পরিচিত। তিনি ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সবথেকে ধনী ব্যক্তি। ১৯২০-র দশকে হায়দরাবাদ হাউস তৈরি করতে খরচ হয়েছিল ১৭০ কোটি টাকা। হিরেমুক্তোর মালিক নিজাম চেয়েছিলেন ভাইসরয়ের ভবনের কাছাকাছি একটি জমকালো প্রাসাদ তৈরি করতে। সেই ইচ্ছাপূরণ করতে এগিয়ে আসেন ব্রিটিশ স্থপতি এডউইন লুটিয়েন্স। তৈরি করেন প্রজাপতি আকৃতির প্রাসাদটি। এর মাঝখানে রয়েছে গম্বুজ, দু’দিকে ছড়ানো ডানা— দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যের নিদর্শন বয়ে চলা ৩৬ কক্ষের হায়দরাবাদ হাউস ছিল সেই সময়কার নয়াদিল্লির সবচেয়ে রাজকীয় প্রাসাদ।

স্বাধীনতার পর প্রাসাদটি ভারত সরকারের হাতে আসে। ১৯৭৪ সাল থেকে এটি বিদেশমন্ত্রকের অধীনে। একসময় প্রাসাদ ছিল রাজকীয়তার প্রতীক, আজ তা বিশ্ব কূটনীতির শক্তিশালী মঞ্চ। বিল ক্লিনটন, জর্জ ডব্লিউ বুশ থেকে শুরু করে ভ্লাদিমির পুতিন— সবাই এসেছেন এই ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে। নিজামের ব্যক্তিগত সম্পদ এখন ভারতের কূটনৈতিক ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। যে ভবন একসময় নিজামের চরম ঐশ্বর্যের প্রতীক ছিল, আজ সেই ১, অশোকা রোডস্থিত ৩৬ কক্ষের, হায়দরাবাদ হাউস আন্তর্জাতিক কূটনীতির কেন্দ্র।

১০ লাখির রাজকীয় ঠিকানা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : আইটিসি মৌর্য হোটেলের প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুইট এখন রাজধানীতে অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। ‘চাণক্য স্যুইট’ নামে পরিচিত। এখানেই দু’দিন থাকবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। স্বভাবতই হোটেলের চারপাশে নিরাপত্তাকর্মীদের ভিড়। বিলাসবহুল এই রাজকীয় ঠিকানার প্রতি রাতের ভাড়া ১০ লাখ টাকা। ৪,৬০০ বর্গফুটের স্যুইটটিতে বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনায়কেরা থেকেছেন। এখানে রয়েছে দুটি শোওয়ার ঘর, একটি বসার ঘর, অফিস স্পেস, ১২ আসনের ডাইনিং রুম, মিনি স্পা ও জিম।

দেওয়ালগুলি সিল্কের প্যানেলে মোড়া। তাতে রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা। এখানে থেকেছেন বিল ক্লিনটন, জো বাইডেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো বিশ্বনেতারা। স্বভাবতই চাণক্য স্যুইটের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। পুতিনের আগমন উপলক্ষ্যে গোটা হোটেলটিকে দুর্গের মতো কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে।

বিএলও’র মৃত্যু, সুপ্রিম নিশানায় রাজ্যগুলি

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের কাজের চাপে দেশজুড়ে বিএলও-দের মৃত্যুমিছিল কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান-সর্বত্রই ছবিটা এক। লাগাতার বিএলও আত্মহত্যার জন্য বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলেছে। বিএলওদের মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত। কিন্তু বিএলও-দের উদ্বেগজনক পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকেই দায়ী করেছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ।

তাদের পর্যবেক্ষণ, ‘এসআইআরের কাজে যেখানে ১০ হাজার লোককে নিয়োগ করা হয়েছে, সেখানে আরও ৩০ হাজার লোককে নিয়োগ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কাজের চাপ কমতে পারে বিএলও-দের।’ যে সমস্ত বিএলও কাজে অব্যাহতি চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন, বিশেষ করে যাঁরা অসুস্থ বা অন্য কারণে যাঁরা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাঁদের ছুটি মঞ্জুর করার পাশাপাশি বিকল্প বিএলও নিয়োগ করতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে, যদি ভোটের কাজে অতিরিক্ত কর্মীর প্রয়োজন হয়, তাহলে রাজ্য সরকার সেই কর্মী জোগান দিতে বাধ্য। যদি ওই স্বস্তিটুকু দেওয়া না হয়, তাহলে বিএলও-রা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন।

যা নির্দেশ

- এসআইআরের কাজে ১০ হাজার লোককে নিয়োগ করা হয়েছে, সেখানে আরও ৩০ হাজার লোককে নিয়োগ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কাজের চাপ কমতে পারে বিএলও-দের
- বিএলওরা অসুস্থ বা অন্য কারণে যারা অসুবিধার জন্য কাজে অব্যাহতি চাইলে তাঁদের ছুটি মঞ্জুর করতে হবে
- প্রয়োজনে নতুন বিএলও নিয়োগ করতে হবে

তামিল অভিনেতা বিজয়ের দল টিভিকের তরফে বিএলও-দের মৃত্যু নিয়ে কমিশনকে দায়ী করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল। তারা অভিযোগ করেছিল, কমিশন জোর করে বিএলও-দের ওপর কাজ চাপাচ্ছে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩২ নম্বর ধারাকে হাতিয়ার করে ভয় দেখানো হচ্ছে। ওই ধারায় কর্তব্যে গাফিলতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট বিএলও-র ২ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। টিভিকের অভিযোগ, এই আতঙ্কেই বিএলও-দের মৃত্যু হচ্ছে, অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। মৃতদের অনেকেরই বয়স ৩৫ থেকে ৪০ বছর। তাঁদের আইনজীবীর সওয়াল, উত্তরপ্রদেশে বিএলও-দের বিরুদ্ধে ৫০ মামলা দায়ের হয়েছে। টিভিতে এসব দেখানো হচ্ছে। তাতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন বিএলও-রা। কমিশনের আইনজীবী অবশ্য টিভিকের অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে পালটা অভিযোগ করেছেন। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, বিএলও-রা রাজ্য সরকারের কর্মী, কমিশনের নয়। কাজের জন্য আরও লোকের প্রয়োজন হলে রাজ্য নিয়োগ করতে বাধ্য।

সংসদে তামাক শুল্ক বিল পাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : সংসদে পাশ হয়ে গেল ‘কেন্দ্রীয় আবগারি (সংশোধন) বিল, ২০২৫’। তামাক ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওপর উচ্চ আবগারি শুল্ক আরোপের জন্য এই বিল আনা হয়। বৃহস্পতিবার শীতকালীন অধিবেশনের চতুর্থ দিনে সেই বিলে অনুমতি দিয়েছে সংসদ। জিএসটি ক্ষতিপূরণ সেস শেষ হওয়ার পর এই নতুন শুল্ক কার্যকর হবে। বিলটি লোকসভায় বুধবারই পাশ হয়েছিল।

এদিন অধিবেশনের শুরুতে বিরোধী শিবিরের মধ্যে স্পষ্ট ফাটল চোখে পড়ে। একদিকে তৃণমূল সাংসদরা বাংলার বকেয়ার দাবিতে বিজয় চক থেকে সংসদ পর্যন্ত হেঁটে প্রতিবাদ করেন। অন্যদিকে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দল সংসদের মকরদ্বারের সামনে দিল্লির দূষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে।

রাজ্যসভায় বিল নিয়ে আলোচনার জবাবে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, তামাক চাষের পরিবর্তে কৃষকদের অন্যান্য লাভজনক ফসল চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ সহ ১০টি রাজ্যে ১ লক্ষ একরের বেশি জমিতে এই পরিবর্তন চলছে।

সংসদজুড়ে এদিন রাজনৈতিক নাটকীয়তা ছিল চরমে। বিল আলোচনার সময় নির্মলা বাংলার বকেয়া প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্যকে প্রচুর অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং তৃণমূল সাংসদদের বকেয়া সংক্রান্ত দাবিগুলি সত্য নয়।

অর্থমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে তৃণমূল সাংসদরা ‘পয়েন্ট অফ অর্ডার’ উত্থাপন করতে চান। কারণ তাঁদের অভিযোগ, অর্থমন্ত্রী ভুল তথ্য দিচ্ছেন সংসদকে। কিন্তু চেয়ারম্যান তাঁদের অনুমতি না দেওয়ায় বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদরা। এই ঘটনায় তৃণমূলের সঙ্গে ডিএমকে, সপা এবং আপের সাংসদরাও ওয়াকআউট করেন। তৃণমূলের অভিযোগ, এইসময় কংগ্রেস সাংসদরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিলেন।

লোকসভায় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সেস বিল আলোচনার সময় তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় এবং অর্থমন্ত্রীর মধ্যে ভাষা নিয়ে তর্জা শুরু হয়। অর্থমন্ত্রীর হিন্দিতে দেওয়া বক্তব্য নিয়ে সৌগত রায় আপত্তি জানিয়ে বলেন, ‘আমরা বাঙালি, আমরা এতটা হিন্দি বুঝি না।’

জবাবে নির্মলা বলেন, অনুবাদ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সদস্যরা যে কোনও ভাষায় বক্তব্য শুনতে পারেন। সৌগত পালটা বলেন, ‘আমরা বাঙালি এবং বাঙালিই থাকব।’ সভাপতি তখন তাঁকে সতর্ক করে বলেন, ‘আপনি বাঙালি, কিন্তু হিন্দি সম্পর্কে এভাবে বলতে পারেন না।’

তুঝে দেখা তো... লন্ডনের একটি অনুষ্ঠানে পর্দার রাজ-সিমরন জুটি।

আমেরিকা থেকে ফেরত ৩০০০

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : বেআইনিভাবে বসবাসের অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতীয় নাগরিকদের বহিষ্কারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর জানান, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মোট ৩,২৫৮ জন ভারতীয় নাগরিককে মার্কিন সরকার দেশে ফেরত পাঠিয়েছে।

তিনি জানান, ২০০৯ সাল থেকে চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৮,৮২২ জন ভারতীয় নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে ফেরত পাঠানোর ঘটনা অবৈধ অভিবাসন এবং মানব পাচারের মতো গুরুতর সমস্যাগুলির ওপর নতুন করে আলোকপাত করেছে।

বিদেশমন্ত্রী বলেন, সরকার নির্বাসিত নাগরিকদের প্রতি মানবিক আচরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে কড়া ভাষায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের ক্ষেত্রে হাতকড়া বা শিকল ব্যবহারের মতো অমানবিক আচরণের বিষয়ে ভারত তার আপত্তির কথা জানিয়েছে।

জেহাদি সাহিত্য নিষিদ্ধ অসমে

গুয়াহাটি, ৪ ডিসেম্বর : জঙ্গিবাদের মূলে আঘাত করল অসম সরকার। চরমপন্থা ও জঙ্গিবাদে তরুণ সমাজকে মগজধোলাই করার চক্রান্ত রুখতে কড়া পদক্ষেপ করেছে হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। সবরকমের জেহাদি সাহিত্য প্রকাশ, মুদ্রণ, বিক্রি ও ডিজিটালভাবে প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস)-র ৯৮ ধারা প্রয়োগ করে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। গোয়েন্দা রিপোর্ট ও সাইবার নজরদারি থেকে জানা গিয়েছে, জেহাদি সংক্রান্ত লেখাপত্র, ডকুমেন্ট ও ডিজিটাল কনটেন্টগুলি রাজ্যের তরুণ, তরুণীদের উগ্রপন্থায় প্ররোচিত করছে। জঙ্গিবাদের আদর্শগত প্রবাহ বন্ধ করে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখাই সরকারের মূল উদ্দেশ্য। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে অবিলম্বে সরকারি নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খালেদাকে

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : চিকিৎসকদের পরামর্শে বিএনপির চেয়ারপার্সন তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের পর কিংবা শুক্রবার ভোরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে। বৃহস্পতিবার ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে সাংবাদিকদের একথা জানান খালেদার চিকিৎসক এজেডএম জাহিদ হোসেন। পরে বিএনপির মহাসচিব গুলশানের দলীয় কার্যালয়ে জানান, কাতারের আমিরের পাঠানো এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে দলনেত্রীকে।

বিএনপির একটি সূত্রের খবর, খালেদার সঙ্গে লন্ডনে যাবেন তাঁর পুত্রবধূ সৈয়দা শামিলা রহমান, চিকিৎসক এজেডএম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী সহ মোট ১৪ জন। খালেদার চিকিৎসক জানিয়েছেন, মেডিকেল বোর্ডের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থার ভিত্তিতে তাঁকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ১২ দিন ধরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন খালেদা জিয়া। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও বিপদ পুরোপুরি কাটেনি বলে জানা গিয়েছে। বুধবার খালেদা জিয়াকে দেখতে গিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

ভারত-মার্কিন চুক্তি

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সফর শুরুর আগেই ঐতিহাসিক প্রতিরক্ষা চুক্তি হয়ে গেল ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। গুরুত্বপূর্ণ ওই চুক্তির ফলে ভারতীয় নৌসেনার হাতে আসছে ২৪টি অত্যাধুনিক এমএইচ-৬০ আর সি-হক হেলিকপ্টারের দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ কবচ। এর মূল্য ৭,৯৯৫ কোটি টাকা। মার্কিন বিদেশমন্ত্রক এক্স হ্যান্ডেলে বিষয়টি উল্লেখ করেছে। ভারতীয় নৌসেনার শক্তিবৃদ্ধিতে চুক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে ভারত মহাসাগরে চিনের মোকাবিলায় নজরদারি আরও বাড়াতে পারবে নৌবাহিনী। পুতিনের সফরে ভারতের লক্ষ্য এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে আলোচনা। তার আগেই আমেরিকার সঙ্গে বড় মাপের চুক্তি প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের কৌশলগত ভারসাম্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রেও বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ।

লকহিড মার্টিন নির্মিত হেলিকপ্টারগুলি দীর্ঘকালীন অপারেশনের পক্ষে উপযুক্ত। চুক্তিতে রয়েছে, কপ্টারের খুচরো যন্ত্রাংশ সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণের সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের মেরামত ও প্রতিস্থাপন সবই দেবে আমেরিকা। এই হেলিকপ্টার নৌসেনার সামুদ্রিক ক্ষমতা বাড়াবে। ডুবোজাহাজ-বিধ্বংসী যুদ্ধ, সারফেস-বিধ্বংসী মিশন, নজরদারি ও উদ্ধার অভিযানে ব্যাপকভাবে কার্যকর এই হেলিকপ্টারগুলি।

আত্মঘাতী আইটি কর্মী

বেঙ্গালুরু, ৪ ডিসেম্বর : দুই পড়শি, পুর আধিকারিকদের হয়রানি ও ঘুষের জুলুমে আত্মঘাতী হলেন বেঙ্গালুরুর বছর ৪৫-এর প্রাক্তন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। এমনই অভিযোগ। পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বৃহস্পতিবার নাল্লুরাহাল্লির এক নির্মীয়মাণ বাড়িতে মুরলী গোবিন্দ রাজু নামে ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ মিলেছে। পরিবারের অভিযোগ, পুর আধিকারিকরা তাঁর ওপর জমি, বাড়ি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে লাগাতার মানসিক অত্যাচার চালাচ্ছিলেন। হয়েছে আর্থিক অত্যাচারও। মৃতের স্ত্রী, দুই সন্তান ও মা রয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ১০ পাতার সুইসাইড নোটে মুরলী লিখেছেন, ‘একটি নির্মাণ সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে আমার দুই পড়শি শশী, ঊষা নাম্বিয়ার ও গ্রেটার বেঙ্গালুরু অথরিটির (জিবিএ)-র আধিকারিকরা আমার কাছে ২০ লক্ষ টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন। টাকা দিতে না পারায় হয়রানি করা হচ্ছিল। চাপ ও হয়রানির জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম।’ ঘটনায় পুলিশ মামলা রুজু করেছে।

প্রয়াত সুষমার স্বামী স্বরাজ

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : চলে গেলেন মিজোরামের প্রাক্তন রাজ্যপাল স্বরাজ কৌশল। প্রয়াত কেন্দ্রীয়মন্ত্রী সুষমা স্বরাজের স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। বিশিষ্ট আইনজীবীর কন্যা, নয়াদিল্লির বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ বাবার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান। তিনি জানিয়েছেন, বুকে ব্যথা হওয়ায় তাঁকে চটজলদি এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতে কোনও কাজ হয়নি। বাঁশুরি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘বাবা, তোমার চলে যাওয়া আমার কাছে গভীরতম বেদনা। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তুমি এখন শান্তিতে মায়ের সঙ্গে মিলিত হচ্ছো। তোমার স্নেহ, সারল্য, নিয়মশৃঙ্খলা, দেশাত্মবোধ ও অপরিসীম ধৈর্য আমার জীবনের আলো। সেই আলো কোনওদিন নিভে যাবে না।’

জামিন হানি বাবুর

মুম্বই, ৪ ডিসেম্বর : বহু-আলোচিত এলগার পরিষদ-মাওবাদী যোগ মামলায় অভিযুক্ত দিল্লির প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক হানি বাবুর জামিন মঞ্জুর করল বম্বে হাইকোর্ট। দীর্ঘ পাঁচ বছর চার মাস ধরে তিনি বিনা বিচারে কারাগারে বন্দি ছিলেন। মূলত এই ‘প্রলম্বিত কারাবাসের’ যুক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে বৃহস্পতিবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করে বিচারপতি অজয় এস গড়করি এবং রণজিৎ সিনহা, আর ভোঁসলের ডিভিশন বেঞ্চ।

শয়ে-শয়ে বিমান বাতিলে নাভিশ্বাস যাত্রীদের

নয়া বিধিনিষেধের ধাক্কায় জেরবার ইন্ডিগো পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : দিনের পর দিন শয়ে শয়ে বিমান বাতিল। গোটা নভেম্বর ধরলে বাতিলের সংখ্যা ১,২৩২। বদল বহু উড়ানের সময়সূচিতেও। এর জেরে দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু সহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরে চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন যাত্রীরা। বুধবার প্রায় ২০০টিরও বেশি উড়ান বাতিল হওয়ার পর বৃহস্পতিবারও নতুন করে অন্তত শ’তিনেক বিমান নির্ধারিত সময়ে উড়তে পারেনি বা বাতিল করতে হয়েছে। লাগাতার বিমান পরিষেবা বিপর্যয়ের জেরে হাজার হাজার যাত্রী ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন।

নজিরবিহীন সমস্যার মূলে একটি নতুন বিধি। সম্প্রতি বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা নতুন ‘ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন’ বা এফডিটিএল নির্দেশিকা জারি করে। বিমানচালক ও কেবিন ক্রুদের কাজের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার কথা মাথায় রেখে নতুন এই কঠোর বিধিগুলি চালু করা হয়েছে। এতে কর্মীদের দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজের সময় কমানো হয়েছে এবং বাধ্যতামূলক বিশ্রামের সময় বাড়ানো হয়েছে, যা মূলত বিমানকর্মীদের সুরক্ষা এবং সামগ্রিক বিমান নিরাপত্তার কথা ভেবেই করা হয়েছে।

উড়ান বিভ্রাটের কারণ

- **নতুন নিয়ম :** নিয়ন্ত্রক সংস্থার নতুন ‘ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন’ বিধি, যা বিমানচালক ও কর্মীদের কাজের সময় কমিয়ে দিয়েছে এবং বিশ্রামের সময় বাড়িয়েছে
- **কর্মীর অভাব :** নতুন নিয়ম মেনে পরিষেবা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত কর্মী ইন্ডিগোর হাতে নেই
- **কঠোর রোস্টার :** ইন্ডিগোর ‘টাইট রোস্টার’ এবং ‘অপারেশনাল কাঠামো’, যা নতুন নিয়মের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ
- **সমন্বয়ের অভাব :** কর্মীর কাজের সময় পালটে যাওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে কর্মীদের রোস্টার পুনর্বিন্যাস করতে না পারা

কিন্তু এই নতুন নিয়ম মেনে চলতে গিয়েই সমস্যায় ইন্ডিগোর মতো সংস্থা। খুব কম খরচে বিমান পরিষেবা দেয় ইন্ডিগো। এই পরিষেবা দিতে গিয়ে কঠোর সময়সূচি-ভিত্তিক অপারেশনাল মডেল অনুসরণ করতে হয় সংস্থাকে। তাদের কর্মীদের রস্টার বা কাজের তালিকা সাধারণত খুবই ‘আঁটসাঁট’ হয়, যাতে বিমানকর্মীদের বিশ্রাম নেওয়ার সময় থাকে ন্যূনতম।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্ডিগোর এই ‘টাইট রস্টার’ বা কঠোর কর্মপ্রক্রিয়ার কারণেই সংস্থা বেকায়দায় পড়েছে। নতুন ও নিরাপত্তা-কেন্দ্রিক এফডিটিএল বিধি মেনে চলতে গিয়ে তাদের তড়িঘড়ি বিপুল সংখ্যক অতিরিক্ত বিমানচালক ও ক্রুর প্রয়োজন, যা এই মুহূর্তে সংস্থার হাতে নেই। পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী না থাকাতেই ইন্ডিগোকে বাধ্য হয়ে ফ্লাইট বাতিল করতে হচ্ছে। এই অব্যবস্থা হাজার হাজার যাত্রীর গুরুত্বপূর্ণ সফর ও পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে।

দেশজুড়ে বিমান চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটার কারণে গ্রাহকদের অসুবিধার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স। তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের গ্রাহকদের (দৈনিক প্রায় ৩.৮০ লক্ষ) কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা রক্ষা করতে পারিনি। এর জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।’

সুপার কাপ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল
লড়াই গোয়ার সঙ্গে

ইস্টবেঙ্গল-৩ (রশিদ, সিবিলে ও সাউল)
পাঞ্জাব এফসি-১ (রামিরেজ-পেনাল্টি)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মতো হেভিওয়েট দলকে টপকে গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে। ফ্লুকে নয়, যোগ্য হিসাবেই যে তাঁরা শীর্ষে থেকে নকআউটে, সেটা বোঝানোর চ্যালেঞ্জ ছিল ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের কাছে। আর সেই চ্যালেঞ্জে লাল-হলুদ বাহিনী একশোয় একশো।

গ্রুপ লিগ শেষের প্রায় এক মাস পর হচ্ছে সুপার কাপের নকআউট পর্ব। ছন্দ হারিয়ে ফেলার একটা সম্ভাবনা থাকে এরকম ক্ষেত্রে। সুখের কথা, এবার অস্কার ব্রুজোঁর দল অনেক বেশি লক্ষ্যে স্থির। বহুদিন পর যেন বদলে যাওয়া ইস্টবেঙ্গলকে দেখছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। এর বড় কারণ, সঠিক দল গঠন। বাকি কিছু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডিফেন্সে কেভিন সিবিলে ও মাঝমাঠে মহম্মদ বসিম রশিদ

ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়ে লাফ কেভিন সিবিলের।

ও আক্রমণে মিগুয়েল ফিগুয়েরার অন্তর্ভুক্তি দলের মধ্যে অসম্ভব গভীরতা ও আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। এতটাই যে এদিন হামিদ আহদাদের চোটের ফলে স্কোয়াডে না থাকা খুব একটা সমস্যায় ফেলেনি ইস্টবেঙ্গলকে। প্রথম একাদশে ছিলেন না জয় গুপ্তাও। তাঁর জায়গা দিব্যি সামলালেন লালচুংনুঙ্গা। বাকিরাও যথাযথ বলেই শুরু থেকে চাপ রেখে খেলছিল ইস্টবেঙ্গল। যার ফসল মাত্র ৯ মিনিটের গোল। বিপিন সিংয়ের ছোট কর্নার ধরে মিগুয়েলের ক্রসে বক্সের মধ্যে হিরোশি ইবুসুকির ভুল হেডে বেরিয়ে আসা বলে রশিদের জোরালো মাপা শট একাধিক পায়ের জঙ্গল এড়িয়ে গোলে ঢুকে যায়। ভিড়ের মধ্যে মুহিত সাব্বির বল দেখতেই পাননি। এদিন নিজে গোল না পেলেও সবকয়টা গোলে মিগুয়েল অবদান রেখেছেন। তাঁর কর্নারে দর্শনীয় হেডে ২-১ করেন কেভিন।

প্রথম গোলের পর খেলা কিছুটা ঢিমেতালে চলছিল। এই সময়েই ইস্টবেঙ্গল বক্সে বিনীত রাইয়ের একটা হেড হাতে লেগে যাওয়ায় পেনাল্টি দেন রেফারি অম্বীন। ৩৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল ড্যানিয়েল রামিরেজের। এই পেনাল্টি দেওয়া থেকেই অসন্তোষ শুরু অস্কার ব্রুজোঁর। এরপর বিরতির ঠিক আগের মুহূর্তে সিবিলের গোলের ঠিক আগে চতুর্থ রেফারির সঙ্গে তর্ক করে তিনি হলুদ কার্ড দেখার পর আবার চতুর্থ রেফারির মুখের সামনে গিয়ে গোলের উৎসব পালন করতেই তাঁকে মার্চিং অর্ডার দেন রেফারি। ফাইনালেও তিনি নেই। তবে তাঁর এই না থাকার সুযোগ পরের ৪৫ মিনিটে নিতে ব্যর্থ পাঞ্জাব এফসি। সম্ভবত পাঞ্জাবের ঠান্ডা থেকে এসে গোয়ার প্রবল গরম সহ্য হয়নি লিও অগাস্টিন-নিখিল প্রভুদের। ৭২ মিনিটেই মিগুয়েলের পাস থেকে গোল করে জয় নিশ্চিত করেন সাউল ক্রেসপো। ম্যাচের শেষদিকে বেদে ওসুজি গোলমুখ খোলার চেষ্টা করলেও সফল হননি। এই নিয়ে তৃতীয়বার সুপার কাপ ফাইনালে গেল ইস্টবেঙ্গল।

এদিনের সহজ জয় ফাইনালের আগে মানসিকভাবে অনেকটা এগিয়ে দিল ইস্টবেঙ্গলকে। ফলে এফসি গোয়ার মতো হেভিওয়েট দলের কাজটা সহজ হবে না আশা করতেই পারেন সমর্থকরা। এদিন গোয়া ২-১ গোলে মুম্বই সিটি এফসি-কে হারিয়ে ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে। গোয়ার হয়ে গোল করেন ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ ও ডেভিড টিমর। মুম্বইয়ের গোলস্কোরার ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ।

ইস্টবেঙ্গল ঃ প্রভসুখান, রাকিপ, আনোয়ার, সিবিলে, নুঙ্গা (জয়), মহেশ (এডমুন্ড), সাউল, রশিদ, বিপিন (বিষ্ণু), মিগুয়েল (ডেভিড) ও হিরোশি।

ফাইনালে ওঠার পর সেলফিতে তিন গোলস্কোরার মহম্মদ বসিম রশিদ, কেভিন সিবিলে ও সাউল ক্রেসপো। বৃহস্পতিবার ফতোরদায়।

রোমাঞ্চিত সাউল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : সুপার কাপ ফাইনালে উঠে রোমাঞ্চিত ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক সাউল ক্রেসপো। তবে কাজ এখানেই শেষ নয়। কথাটা সাউল নিজে যেমন মাথায় রাখছেন, তেমনই মনে করিয়ে দিচ্ছেন সতীর্থদেরও। ফাইনালের মঞ্চটা তাঁর কাছে নতুন নয়। ২০২২-'২৩ মরশুমে ওডিশা এফসি-র হয়ে প্রথমবার সুপার কাপ জয়। পরের মরশুমে সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। সেই দলেও ছিলেন সাউল। শুধু ছিলেনই না, ফাইনালে গোলও করেছিলেন তিনি। ওই চ্যাম্পিয়ন দলের বিদেশিদের মধ্যে সাউলই একমাত্র ফুটবলার যিনি এবারও ইস্টবেঙ্গল দলে রয়েছেন। কাজেই লাল-হলুদ সমর্থকদের চাহিদার কথা তাঁর কাছে অন্তত অজানা নয়।

জানেন, এইটুকুতেই খুশি হবে না ইস্টবেঙ্গল জনতা। পাঞ্জাব এফসি-কে সেমিফাইনালে হারানোর পর মাঠে দাঁড়িয়েই সাউলকে বলতে শোনা গেল, 'আরও একটা ফাইনালে খেলব আমরা। সেজন্য রোমাঞ্চিত। ফাইনালের গুরুত্ব আমরা জানি। বিশেষত সমর্থকদের জন্য ট্রফিটা জিততেই হবে।' ফাইনালের প্রতিপক্ষ তখনও নিশ্চিত হয়নি। তবে সাউল জানিয়ে দিলেন, প্রতিপক্ষ যেই হোক, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন। বরং নিজেদের নিয়ে ভাবছেন তাঁরা। পাঞ্জাবের বিপক্ষে জয়টা এতটাই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেডের। সাউলের কথায়, 'ফাইনালের প্রতিপক্ষকে নিয়ে ভাবছি না। আমরা তৈরি।'

বন্দরনগরীতে পৌঁছে গেল দুই দল

কোচ গম্ভীর-কোহলির কাছে কৃতজ্ঞ রুতুরাজ

ভাইজ্যাগ, ৪ ডিসেম্বর : ভরসা দেখিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। মাঠে ব্যাটিংয়ের সময় তাঁকে সাফল্যের দিশা দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি।

গম্ভীর-কোহলির ভরসা ও আস্থা পেলে একজন ক্রিকেটার কী করতে পারেন, গতকাল রায়পুরের মাঠে করে দেখিয়েছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। চার নম্বরে ব্যাটিং করে একদিনের ক্রিকেটে প্রথম শতরান করেছেন। যদিও তাঁর শতরানের পরও টিম ইন্ডিয়া পরাজিতর দলে। চলতি একদিনের সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা সমতা ফিরিয়েছে। ১-১ অবস্থায় থাকা ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের গতিপথ আপাতত ভাইজ্যাগ। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে দুই দলই রায়পুর থেকে ভাইজ্যাগে পৌঁছে গিয়েছে। শনিবার একদিনের সিরিজের শেষ ম্যাচকে কেন্দ্র করে বন্দরনগরীতে উত্তেজনার পারদও চড়তে শুরু করেছে।

শ্রেয়স আইয়ার ফিট থাকলে হয়তো রুতুরাজের ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে জায়গাই হত না। রাঁচিতে প্রথম সুযোগে চার নম্বরে ব্যাট করে হতাশ করেছিলেন রুতুরাজ। রায়পুরে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আসরে ছবিটা বদলে গিয়েছে। রুতুরাজের সঙ্গে বিরাটও শতরান করেছিলেন। কিন্তু ভারত জেতেনি ম্যাচ। বোলারদের ব্যর্থতার পাশে জঘন্য ফিল্ডিংয়ে মুখ পুড়েছে টিম ইন্ডিয়ার। রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রুতুরাজ

তৃতীয় ওডিআই খেলতে ভাইজ্যাগ পৌঁছে গেলেন বিরাট, রোহিতরা।

বলেছেন, 'বিরাট ভাইয়ের সঙ্গে ব্যাটিংয়ের স্বপ্ন ছিল আমার। সেই স্বপ্নপূরণ হয়েছে। বিরাটভাই অনেক পরামর্শ দিয়েছে, সাহায্য করেছে ব্যাটিংয়ের সময়। যা আমার চিরকাল মনে থাকবে।' শুধু বিরাটভাই নন, রুতুরাজে আস্থা রেখেছিলেন কোচ গম্ভীরও। সিরিজ শুরুর আগে তাঁকে জানিয়েছিলেন, যাই হয়ে যাক, তিনি চার নম্বরেই ব্যাটিং করবেন। অতীতে চার নম্বরে ব্যাটিংয়ের বেশি অভিজ্ঞতা না থাকলেও কোচের আস্থা আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল রুতুরাজকে। তাঁর কথায়, 'গোতিভাই সিরিজ শুরুর আগে আমায় বলেছিল, যাই হোক না কেন, আমি চার নম্বরেই ব্যাটিং করব। কোচের ভরসা আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে ব্যাটিংয়ে।'

এদিকে, জোড়া শতরানের পরও টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ হারের পর সমাজমাধ্যমে বিদ্রুপের শিকার হয়েছেন জোরে বোলার প্রসিধ কৃষ্ণা। তাঁকে পাকিস্তানের হ্যারিস রউফের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, পাকিস্তানের হ্যারিস থাকলে ভারতেরও প্রসিধ রয়েছে। রায়পুরে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আসরে দুইটি উইকেট পেলেও ৮.২ ওভারে ৮৫ রান দিয়েছেন প্রসিধ। তাঁকে বল হাতে কখনোই স্বাভাবিক ছন্দে দেখা যায়নি। তাই প্রসিধকে সরিয়ে মহম্মদ সামিকে টিম ইন্ডিয়ায় ফেরানোর দাবিও উঠে গিয়েছে নতুনভাবে।

ব্রেন্টফোর্ডের বিরুদ্ধে গোলের পর আর্সেনালের মিকেল মেরিনো।

ড্র করল লিভারপুল, এগোচ্ছে আর্সেনাল

লন্ডন, ৪ ডিসেম্বর : দুই দশকের খরা কাটিয়ে এবার কি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ঘরে তুলবে আর্সেনাল?

লিগে অর্ধেকেরও বেশি ম্যাচ বাকি। এখনই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সুযোগ নেই। তবে আর্সেনাল যে ছন্দে এগোচ্ছে তাতে তাদের দিকে পাল্লা ক্রমশ ভারী হচ্ছে।

বুধবার রাতে ব্রেন্টফোর্ডকে ২-০ গোলে উড়িয়ে পয়েন্ট টেবিলে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল। ১১ মিনিটে গানারদের এগিয়ে দেন মিকেল মেরিনো। ম্যাচের সংযুক্তি সময় বুকায়ো সাকার গোলে জয় নিশ্চিত করে তারা।

একইদিনে আরও একবার পয়েন্ট খোয়াল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল। স্যান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করল আর্নে স্লটের ছেলেরা। ৬৭ মিনিটে গোল হজম করে লিভারপুল। ৮১ মিনিটে স্যান্ডারল্যান্ডের আত্মঘাতী গোলে শেষপর্যন্ত কোনওক্রমে এক পয়েন্ট ঘরে তুলল তারা। অন্যদিকে লিডস ইউনাইটেডের কাছে ৩-১ গোলে হেরে গেল চেলসি।

গোলাপি বলে রঙিন টক্কর স্টার্ক-রুটের

ইংল্যান্ড-৩২৫/৯
(প্রথম দিনের শেষে)

ব্রিসবেন, ৪ ডিসেম্বর : প্রথম দিনেই জমে গেল অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড গোলাপি বলের টেস্ট। ব্যাট-বলের তুল্যমূল্য লড়াই। দিনভর সেয়ানে সেয়ানে টক্কর। হাফডজন উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে যে দ্বৈরথে নেতৃত্ব দিলেন মিচেল স্টার্ক।

জো রুটের অপরাজিত শতরানের সুবাদে পালটা জবাব ইংল্যান্ডের। দুই মহাতারকার আকর্ষণীয় টক্কর উত্তাপ ছড়াল গোলাপি টেস্টে। পারথে প্রথম টেস্ট দুইদিনেই শেষ হয়। বোলারদের একচেটিয়া দাপটের মুখে পড়তে হয়েছিল ব্যাটারদের। বৃহস্পতিবার শুরু দিনরাতের ব্রিসবেন টেস্টে ভিন্ন ছবি।

স্টার্ক বনাম রুটের উপভোগ্য ক্রিকেটীয় যুদ্ধের ফল অজি বোলারদের ঝোলায় নয় শিকার। জবাবে দিনের শেষে ৩২৫ তুলে পালটা চ্যালেঞ্জ থ্রি লায়ন্সের। টসে জিতে এদিন ব্যাটিং নেয় ইংল্যান্ড। যদিও প্রথম ওভারেই বেন ডাকেটের (০) উইকেট খোয়ায় তারা। গোলাপি বলে বরাবর বিপজ্জনক স্টার্কের ঝোলায় ইংরেজ ওপেনার।

ডাকেটকে দিয়ে শুরু। তারপর একে একে ওলি পোপ (০), হ্যারি ব্রুক (৩১), উইল জ্যাকস (১৯) সহ হাফডজন উইকেট প্রাপ্তি। যার সুবাদে বাঁহাতি পেসার হিসেবে সবাধিক উইকেট শিকারে কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রামকে (১০৪ টেস্টে ৪১৪ উইকেট) পিছনে ফেলে নতুন নজির স্টার্কের (১০২ টেস্টে ৪১৫ উইকেট)।

কিছুটা দুর্ভাগ্যের শিকার বেন স্টোকস (১৯)। কভারে ঠেলে দিয়ে ১ রান নিতে গিয়ে রানআউট। রুট না বলে দেন। কিন্তু ইংল্যান্ড অধিনায়ক ক্রিজে ফেরার আগে সরাসরি থ্রোয়ে উইকেট ভেঙে দেন জোশ ইনগ্লিস।

এর আগে জ্যাক ক্রলি-রুট অবশ্য স্টার্কের দাপটের মাঝে তৃতীয় উইকেটে ১১৭ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। যার সুবাদে ৫/২ স্কোর থেকে ইংল্যান্ড পৌঁছে গিয়েছিল ১২২/২ স্কোরে। অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ পেসারের কেউই সেভাবে বিব্রত করতে পারেননি ক্রলি-রুটকে। শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙেন মাইকেল নেসের। ক্রলির (৭৬) আউটের পর ইনিংসে ফের ধস।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেস্ট শতরানের পর ইংল্যান্ডের জো রুট। বৃহস্পতিবার ব্রিসবেনে।

৬ উইকেট নেওয়ার সঙ্গে ওয়াসিম আক্রামের রেকর্ড ভাঙলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার মিচেল স্টার্ক।

গাব্বার দিনরাতের টেস্ট

রুটকে যদিও টলানো যায়নি। অস্ট্রেলিয়া সফরে সেভাবে সাফল্য নেই। সেঞ্চুরির স্বাদ পাননি কখনও। সবাধিক ৮৯। ২০২১-'২২ সালের সফরে ব্রিসবেনে যে ইনিংস খেলেছিলেন। গোলাপি বলের টেস্টের প্রথম দিনেই সেই আক্ষেপ অনেকটাই মিটিয়ে নিলেন রুট।

২৬৪ রানে নবম উইকেট পড়ার পর এগারো নম্বর ব্যাটার জোফ্রা আর্চারকে নিয়ে ৬১ রান যোগ করেন রুট। অবশ্য এরমধ্যে দুইটি ছক্কা ও একটি চারের সাহায্যে ২৬ বলে ৩২ রান করে অপরাজিত থাকেন আর্চার। আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিংয়ের এক নম্বর ব্যাটার রুট ৪০তম সেঞ্চুরি পূরণ করে অপরাজিত ১৩৫-এ। সবাধিক সেঞ্চুরির তালিকায় রুটের সামনে শুধু শচীন তেন্ডুলকার (৫১), জ্যাক কালিস (৪৫) ও রিকি পন্টিং (৪১)।

ভাইজ্যাগ-দ্বৈরথ নিয়ে হুংকার বাভুমার

রায়পুর, ৪ ডিসেম্বর : টেস্ট সিরিজের পর এবার কি ওডিআই সিরিজ জয়ের পালা? বুধবার ৩৫৯ রানের জয়লক্ষ্যে ভারত-বধের পর সেই আত্মবিশ্বাসের ঝলক দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার গলায়।

রাঁচিতে উত্তেজক ম্যাচে ভারত ১৭ রানে জিতেছিল। রায়পুরে গতকাল দ্বিতীয় ম্যাচে পালটা জবাবে সিরিজ ১-১ করে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। শনিবার সিরিজের শেষ ম্যাচ ভাইজাগে। রায়পুর থেকে বন্দরনগরীর উদ্দেশ্যে উড়ে যাওয়ার আগে নির্ণায়ক যুদ্ধ নিয়ে কার্যত হুংকার বাভুমার।

বাভুমার কথায়, সিরিজ জমিয়ে দিয়েছেন। এবার লক্ষ্য শনিবারের দ্বৈরথ। ফের ভারতকে কড়া চ্যালেঞ্জে ফেলে সিরিজ জয়ই পাখির চোখ। প্রোটিয়া অধিনায়ক জানান, যে কোনও পরিস্থিতিতে লড়াই, প্রোটিয়া ব্রিগেডের মন্ত্র। ৩৫৯ বড় লক্ষ্য হলেও ঘাবড়ে যাননি তাঁরা। শেষপর্যন্ত লড়াইয়ের লক্ষ্য নিয়ে নেমেছিলেন।

দলের কথা মার্করামের মুখে

লক্ষ্যপূরণ। টেস্ট সিরিজ জয় দলকে অক্সিজেন জুগিয়েছে। ওডিআই সিরিজে তারই প্রতিফলন। তবে কাজ শেষ হয়নি। ভাইজ্যাগের নির্ণায়ক ম্যাচ জেতা ছাড়া আর কিছু ভাবছেন না।

দুরন্ত শতরানে ম্যাচের নায়ক আইডেন মার্করামের কাছে আবার প্রতিটি ম্যাচ নতুন কিছু শেখার মঞ্চ। বলেছেন, 'প্রতি ম্যাচ থেকে শেখার চেষ্টা করছি আমরা। প্রথম ম্যাচের (রাঁচি) অভিজ্ঞতা এদিন কাজে লাগিয়েছি। শুরুর দিকে বল সুইং করবে। তাড়াহুড়োর পথে তাই হাঁটিনি। মারার জন্য সঠিক বলের অপেক্ষা করেছি। জানতাম, টিকে থাকতে পারলে এই পিচে রান আসবে।'

বাভুমার সঙ্গে শতরানের পার্টনারশিপকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। মার্করামের কথায়, 'বাভুমার সঙ্গে আমার জুটি ভিত গড়ে দেয়। দুজনেই চেয়েছিলাম নিজেদের স্বাভাবিক ব্যাটিং করতে। লক্ষ্য বড় হলেও বাড়তি কিছু করার চেষ্টা করিনি। দলের বাকিরাও ভালো খেলেছে। সবাই তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। যে মিলিত প্রয়াসের ফল এই জয়।'

দুরন্ত হ্যাটট্রিক নেইমারের

ব্রাসিলিয়া, ৪ ডিসেম্বর : চোট নিয়েই দুরন্ত হ্যাটট্রিক করলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। ব্রাজিলিয়ান লিগের ম্যাচে নেইমারের দাপটে জুভেন্তুদেকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে স্যান্টোস। ৫৬ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ৬৫ মিনিটে ইগর জেসুসের ক্রসে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান নেইমার। ৭৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন তিনি। সামনেই ২০২৬ বিশ্বকাপ। তার আগে নেইমারের দুরন্ত পারফরমেন্স আশা জাগাচ্ছে ব্রাজিল সমর্থকদের।

৬০০ উইকেট নারায়ণের

শারজা, ৪ ডিসেম্বর : ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন সুনীল নারায়ণ। প্রথম বোলার হিসাবে প্রতিযোগিতামূলক টি২০ ক্রিকেটে ৬০০ উইকেটের মালিক হলেন তিনি। ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি২০-র ম্যাচে আবু ধাবি নাইট রাইডার্সের হয়ে শারজা ওয়ারিয়র্সের টম আবেলের উইকেট নিয়ে এই মাইলফলক গড়লেন নারায়ণ। এই কৃতিত্ব অর্জনের জন্য তাঁকে বিশেষ জার্সি উপহার দেওয়া হয় নাইট রাইডার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে।

বাংলাকে জেতালেন 'ব্রাত্য' সামি

সার্ভিসেস-১৬৫ বাংলা-১৬৭/৩ (৭ উইকেটে জয়ী বাংলা)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : তিনি উপেক্ষিত। তিনি ব্রাত্য। কিন্তু তাতে কী? মহম্মদ সামি (১৩/৪) লড়াই করতে জানেন। আর সেই লড়াইয়ের মধ্যে বরাবরই থাকে নতুন কিছু করে দেখানোর তাগিদ। সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচে সামি আজ ফের প্রমাণ করলেন, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও জাতীয় নির্বাচকরা তাঁকে নিয়ে যাই ভাবুন না কেন, তিনি ফেরার লড়াই চালিয়ে যাবেন। মূলত সামি ম্যাজিকে ভর করেই আজ সার্ভিসেসকে উড়িয়ে দিল বাংলা। প্রথমে ব্যাটিং করে দুরন্ত ছন্দের সামির পেস, সুইংয়ের সামনে চাপে পড়ে গিয়েছিল সার্ভিসেস। সামির পাশে আকাশ দীপও (২৭/৩) আজ দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। সামি-আকাশের দাপটে সার্ভিসের ১৮.২ ওভারে ১৬৫ রানে অল আউট হয়ে যায়। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে করণ লাল (০) শুরুতেই ফিরলেও অভিষেক পোড়েল (২৯ বলে ৫৬) ও অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের (৩৭ বলে ৫৮) দাপটে ২৯ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিততে সমস্যা হয়নি বাংলার।

বাংলার জার্সিতে লাল বলের রনজি ট্রফি থেকে জাতীয় দলে ফেরার মূল লড়াইটা শুরু করেছিলেন সামি। রনজির প্রথম পর্বের পর মুস্তাক আলির আসরে সাদা বলের ক্রিকেটেও সামির সেই লড়াই চলছে। আজ সামির বোলিং দেখার জন্য মাঠে অজিত আগরকারদের কেউ হাজির ছিলেন না। থাকলে দেখতেন, সামি আছেন সামির মতোই। তাঁর ক্রিকেট স্কিলে মরচে ধরেনি একেবারেই। গতি, সুইংয়ের পাশে বল রিভার্স করানোর স্কিলটাও রয়েছে আগের মতোই। সঙ্গে রয়েছে পিচ থেকে বাড়তি বাউন্স আদায় করে নেওয়ার দক্ষতাও। সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'সামিকে নিয়ে নতুন কিই বা বলব। রোজ নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে চলেছে ও। এরপরও জাতীয় দলে সুযোগ না পেলে বুঝতে হবে ওকে নিয়ে ভিন্ন ভাবনা রয়েছে জাতীয় নির্বাচকদের।' স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচের সেরাও হয়েছেন সামি। তাঁর দাপটে সার্ভিসেসের দখল নেওয়ার দিনই বাংলার ক্রিকেট সংসারে এসেছে সুখবর। রাতের দিকে জানা গিয়েছে, অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদের মেয়ে হয়েছে। সার্ভিসেস ম্যাচ তিনি না খেললেও বৃহস্পতিবার বেলার দিকে তিনি হায়দরাবাদ ফিরছেন। ফলে শনিবারের পুদুচেরি ম্যাচে শাহবাজের খেলা নিয়ে সমস্যা নেই।

এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গার সঙ্গে সেলিব্রেশনে কিলিয়ান এমবাপে।

রিয়ালের জয়ে নায়ক এমবাপে

মাদ্রিদ, ৪ ডিসেম্বর : লা লিগায় তিন ম্যাচ পর জয়ের সরণিতে রিয়াল মাদ্রিদ। জয়ের কারিগর অবশ্যই ফরাসি গোলমেশিন কিলিয়ান এমবাপে। ভারতীয় সময় বুধবার রাতে অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে রিয়াল। জোড়া গোল ও একটি অ্যাসিস্ট করে ম্যাচের নায়ক এমবাপে। ৭ মিনিটে দুইজনকে কাটিয়ে একক প্রচেষ্টায় রিয়ালকে এগিয়ে দেন তিনি। ৪২ মিনিটে এমবাপের থেকে বল পেয়ে হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা। ৫৯ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করে যান ফরাসি গোলমেশিন। আপাতত এই ম্যাচ জিতে ১৫ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগের দ্বিতীয় স্থানে রিয়াল মাদ্রিদ। সমসংখ্যক ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে বার্সেলোনা।

রোকোর সঙ্গে পাঙ্গা নিও না, হুমকি শাস্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির হয়ে এবার ব্যাট হাতে আসরে নেমে পড়লেন রবি শাস্ত্রী। শুধু ব্যাটিং বললে ভুল হবে, রীতিমতো বিস্ফোরক মেজাজে ব্যাট ঘোরালেন। রোকোর সমালোচকদের প্রতি সোজাসাপটা হুমকি, সতর্কবার্তা প্রাক্তন হেডকোচের। বিরাট-রোহিতদের ভুল করেও খোঁচাতে যেও না, ভ্যানিশ হয়ে যাবে!

২০১৭ থেকে ২০২১-লম্বা সময় ভারতীয় দলের হেডকোচের দায়িত্ব সামলেছেন শাস্ত্রী। সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল অধিনায়ক বিরাটের সঙ্গে কোচ শাস্ত্রীর সম্পর্কের রসায়ন। আজও তা অটুট। বরাবর বিরাটের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এদিন মুখ খুললেন রোকোকে নিয়ে চলতি টানাপোড়েন, বিতর্ক নিয়ে। নাম না বললেও ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী শাস্ত্রীর মূল লক্ষ্য বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার। সতর্কবাণী, বিরাটদের খোঁচানোর ফল ভালো হবে না। ব্যক্তিগত অভিসন্ধি পূরণের জন্য অনেকে রোকোকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আদপে তাঁরা নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারছে।

২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে খেলতে ইচ্ছুক বিরাট-রোহিত। যদিও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচক কমিটির ভাবনা এর বিপরীত। যুক্তি,

বিরাটদের পাশে হরভজনও

২ বছর রোকোকে 'বয়ে' বেড়ানো ভুল হবে। তরুণদের দিকে নজর দেওয়া উচিত। যদিও মাঠের পারফরমেন্সে উলটো কথা বলছে। বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখাচ্ছেন বিরাট-রোহিতরাই। এসব করে বেড়াচ্ছে। তাদের সবাইকে বলতে চাই, ওরা (বিরাট, রোহিত) যদি সুইচ অন করে সঠিক বোতাম টিপে দেয়, তখন পালিয়েও কূল পাবেন না। স্রেফ ভ্যানিশ হয়ে যাবেন।'

যেদিকে ইঙ্গিত করে এক পডকাস্টে শাস্ত্রী বলেছেন, 'বিরাট, রোহিত হল ওডিআই ক্রিকেটের দৈত্য। ওদের মতো তারকাদের ভুল করেও খোঁচাতে যাবেন না। কেউ কেউ একই সুর হরভজন সিংয়ের গলাতেও। প্রাক্তন অফস্পিনারের দাবি, এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি দুজনের মধ্যে। কিন্তু তারপরও চাপ তৈরি হচ্ছে। আর এটা করছে তাঁরা, যাঁরা ক্রিকেটীয় সাফল্যে বিরাটদের ধারেকাছে আসে না। অবাক গৌতম গম্ভীর সহ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের অবস্থানেও। রোকোর ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কেন এত দোলাচল তৈরি করা হচ্ছে, বোধগম্য নয় ভাজ্জির।

৪১৭ টেস্ট উইকেটের মালিক হরভজন বলেছেন, 'আমাদের মাথায় ঢুকছে না। এই পরিস্থিতি কেন হচ্ছে, কোনও সদুত্তরও নেই আমার কাছে। অতীতে আমার অনেক সতীর্থের সঙ্গে এসব হয়েছে, যা দুর্ভাগ্যজনক। এনিয়ে আলোচনা করতেও আমার বাধে। তবে এটুকু বলব, কোহলি যেভাবে খেলছে, সেটা আমি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, যাদের কোনও সাফল্য নেই, তারাই কিনা বিরাটদের ভাগ্য ঠিক করবে?'

রোকোকে নিয়ে হরভজন আরও বলেছেন, 'দুইজনে বরাবর রান করে এসেছে। ব্যাটার, লিডার হিসেবে ওদের অবদান অনস্বীকার্য। এখনও সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছে। দলের তরুণ প্রজন্মের কাছে উদাহরণ তৈরি করছে। এর জন্য বিরাট, রোহিতের প্রশংসা প্রাপ্য। সাবাস রোকো।'

ডব্লিউপিএলের প্রস্তুতি শুরু রিচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : মাঠে নেমে পড়লেন। হাতে তুলে নিলেন ব্যাট। শুরু করে দিলেন নেটে ব্যাটিং চর্চা।

মহিলাদের বিশ্বকাপ জয়ের পর কেটে গিয়েছে এক মাস। মাঝের সময়ে বিশ্বজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারদের জীবনই বদলে গিয়েছে। সেই দলে রয়েছেন বাংলার প্রথম বিশ্বকাপজয়ী রিচা ঘোষও। পুরস্কারের বন্যায় ভেসে যাওয়ার মাঝে গতকালই রাজ্য পুলিশের ডিএসপি পদে চাকরিও পেয়ে গিয়েছেন শিলিগুড়ির রিচা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে আগামীর লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করে দিলেন তিনি। প্রথমে নেটে নকিং করলেন কিছুটা সময়। পরে নিলেন থ্রো ডাউন। আর সবশেষে ব্যাট হাতে নেটে নেমে ফিরে পেতে চাইলেন নিজের ক্রিকেটীয় ছন্দ। জানা গিয়েছে, রিচা শিলিগুড়িতে নয়, রাজ্য পুলিশের চাকরি করবেন কলকাতাতেই। রিচার কথায়, 'বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে অনুশীলন করা হয়নি। আজ নেমে পড়লাম মাঠে। সামনেই মহিলাদের আইপিএল রয়েছে। সেই লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করে দিলাম। শুধু মহিলাদের আইপিএল কেন, জাতীয় দলের জার্সি গায়ে ফের মাঠে নামার লক্ষ্যেও অনুশীলন শুরু করলাম আজ।' রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলেন রিচা। আরসিবি তাঁকে রিটেইন করেছিল এবার। ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা মহিলাদের আইপিএলে এবার কিছু করে দেখাতে চান রিচা। তাঁর কথায়, 'বিশ্বজয়ের আগে ও পরের ছবিটা আলাদা। এখন আমাদের নিয়ে বিশাল প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। সেই প্রত্যাশাপূরণের দায়িত্বও এখন আমাদের। আসন্ন মরশুমে সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্যে আমি তৈরি।'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুশীলনে রিচা ঘোষ। বৃহস্পতিবার।

জিতল ২০০৬

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ২০০৬ ব্যাচ ৭ উইকেটে হারিয়েছে ২০২৫ ব্যাচের প্রাক্তনীদের। ২০২৫ প্রথমে ৫ উইকেটে ৯৮ রান তোলে। জিৎ বর্মন ৭৪ রান করেন। ২০০৬ জবাবে ৩ উইকেটে ৯৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অগ্নিশেখর মিত্র ৫ রানে নেন ৪ উইকেট।

ম্যাচের সেরা হয়ে অগ্নিশেখর মিত্র।

জয়ী কোচবিহার

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের একদিনের আন্তঃ জেলা ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার কোচবিহার ৬ উইকেটে বর্ধমানের বিরুদ্ধে জিতেছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে বর্ধমান টসে জিতে ৩২.৫ ওভারে ১১২ রানে সব উইকেট হারায়। তানিয়া ঘোষ ২১ ও পায়েল দেবনাথ ২০ রান করে। পিয়ালী রায় ও শ্রেয়া সরকার নিয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে ম্যাচের সেরা ঋতু বড়ুয়াও (১০/২)। জবাবে কোচবিহার ৩১.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৫ রান তুলে নেয়। ঋতু ৩০ রানে অপরাজিত থাকে। ধ্রুতি রায়ের অবদান ২৯। গুরপ্রীত কাউর ও তানিয়ার শিকার ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরার পদক গলায় ঋতু বড়ুয়া। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

কলেজ ফুটবল আজ থেকে

ঘোকসাডাঙ্গা, ৪ ডিসেম্বর : কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দুইদিনের ৮ দলীয় আন্তঃ কলেজ ফুটবল ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে শুক্রবার শুরু হবে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয় ছাড়াও খেলবে এবিএন শীল কলেজ, কোচবিহার কলেজ, শীতলকুচি কলেজ, বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়, নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়, মাথাভাঙ্গা কলেজ ও তুফানগঞ্জ কলেজ।

মহকুমা ক্রিকেট লিগ শুরু আজ

তুফানগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগ শুক্রবার শুরু হবে। সংস্থার সচিব চানমোহন সাহা জানিয়েছেন, সংস্থার মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে নিউ প্রগতি সংঘ ও বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। লিগে মোট ৪৫টি ম্যাচ হবে।

ম্যাচের সেরা আরাত্রিকা দে। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

বড় জয় জলপাইগুড়ির

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৮ একদিনের ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি ৮ উইকেটে মুর্শিদাবাদকে হারিয়েছে। টসে জিতে মুর্শিদাবাদ ২৮ ওভারে ৬৬ রানে গুটিয়ে যায়। রোহিনী আনসারি ২০ রান করে। ম্যাচের সেরা আরাত্রিকা দে ৭ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে জলপাইগুড়ি ১৭.৩ ওভারে ২ উইকেটে ৬৭ রান তুলে নেয়।